ব্রত-উদ্‌যাপন।

(ধর্ম্মমূলক ঐতিহাসিক দৃশ্যকাব্য)

—০⁀✱⁀০—

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত।

প্রথম অভিনয় রজনী

শনিবার, ১লা আশ্বিন, ১৩২২ সাল।

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

প্রথম সংস্করণ।

ষ্টার থিয়েটার হইতে

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য আট আনা

২৪৭।১ নং অপার চিৎপুর রোড, রামকৃষ্ণপ্রিণ্টিং ওয়ার্কস

হইতে শ্রীপূর্ণচন্দ্র কুণ্ডু কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ



বহুমান ভাজন—ভূস্বামী-কুল-ভূষণ

সকল সদনুষ্ঠানের অগ্রণী

সাহিত্যের অনুরাগী, সাহিত্যিকের সহায়

সদাশয় সহৃদয় প্রজাবৎসল

শ্রীরামপুরের মুখোজ্জ্বল

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল গোস্বামী

মহাশয়ের করকমলে

আমার বড় আদরের

ব্রত-উদ্‌যাপন

শ্রদ্ধাসহকারে সমর্পন করিয়া ধন্য হইলাম।

নাট্য-মন্দির
১৩২২, বঃ আশ্বিন

বিনীত—
শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

ধীররাজ ... পঙ্গ রাজ্যের রাজা।

দামোদর ... ঐ মন্ত্রী।

দুলালচাঁদ ... ঐ বয়স্য।

মজালিন্দ ... ঐ মঘ-সেনাপতি।

মামুক ... মঘ-মোহন্ত। (ফুঙ্গি)

মাকু ... ঐ শিষ্য।

বুদ্ধু ... মণিমালার আচার্য্য : (ছদ্মবেশী গোবিন্দগিরি)

চন্দ্রকেতু ... মনিপুর-সেনাপতি ; (স্বনামখ্যাত যোদ্ধা)

মিগুনমিন ... ব্রহ্ম-সম্রাট।

মহাবাণ্ডুলা ... সম্রাট-প্রতিনিধি।

ব্রহ্ম-মন্ত্রী, ব্রহ্ম-সেনাপতি, ব্রহ্ম-নগরপাল, মঘ ও হিন্দু-নাগরীকগণ, ফুঙ্গিগণ, পঙ্গ-নগররক্ষক, সেনানীগণ, রক্ষীগণ, মঘ-ঘাতক, নাগাসর্দ্দার, নাগাগণ—ইত্যাদি।

স্ত্রী।

নাতালী ... ধীররাজের মঘ-মহিষী

(ব্রহ্ম-সম্রাটের ভাগিনেয়ী, মজালিন্দের জ্ঞাতি-ভগিনী।)

মণিমালা ... ধীররাজের নির্ব্বাসিতা কন্যা।

দুয়োমেনা ... আখড়ার কর্ত্রী।

মঘ নাগরিকাগণ, হিন্দু-নাগরিকাগণ, নর্ত্তকীগণ, সখিগণ ইত্যাদি।

—*—

ব্রত-উদ্‌যাপন।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজ-প্রাসাদের সুসজ্জিত কক্ষ।
ব্রহ্মদেশীয় পরিচ্ছদে রত্নাসনে রাণী নাতালি,
ব্রহ্মদেশীয়া সঙ্গিনীগণের নৃত্যগীত।

নেমে আয় আকাশ থেকে, সুবাস মেখে,
সোণার দেশের পরী।
দেখে যা হেথায় এসে, কেমন ক'সে
বাইছি মোরা সুখের তরী॥
(সখী) মোদের রাজার হৃদয় রাণী, সেই গরবে গরবিনী,
(তাই) তৃণের মত সবায় গণি,
মোরা আদরিণী বিদেশিনী নারী।
তারার মালা পরিস্‌ তোরা, ভাসিস্‌ জোছনায়,
সাগর ছেঁচে মাণিক তুলে, রাজা মোদের দেয়,
রাণীর পিয়ারী মোরা, যা করি তা শোভা পায়,
আয় আয় নেমে আয় আকাশচারী।
নয়—বল্‌ মোরা যাই, হাওয়ায় হাওয়ায় ধাই
—সারি সারি সারি॥

নাতালি।—দিব্যি নাচ হ'য়েছে, গানও আজ বেশ মিষ্টি লেগেছে।

১মা।—আমাদের নাচ গান তোমার কোন্ দিন খারাপ লাগে রাণী—তুমি তো রোজই আমাদের সুখ্যেত করো,—কিন্তু—

নাতালি।—কিন্তু ব'লে থাম্‌লি কেন? কি বলবি বলনা—

১মা।—রোজ রোজই বলি বলি ক'রে আর বলা হয় না,—তবে তুমি যখন আজ ব'লতে ব'লছ, তখন অবশ্য ব'লব;—কিন্তু এই—রাজা একদিনের জন্যেও আমাদের গানের সুখ্যেত ক'রলেন না।

নাতালি।—কেন—তোদের গান কি রাজার ভাল লাগে না?

১মা।—তা কি ক'রে বলি! তবে রাজা যে আমাদের মোটেই দেখতে পারেন না—এটা ঠিক;—আমাদের দেখলেই রাজা যেন কেমন একরকম হ'য়ে যায়।

২য়া।—সত্য কথা ব'লতে কি রাণী—রাজা আজকাল আমাদের দূর ছাই ক'রতে আরম্ভ ক'রেছেন: আজ সকালে আমি ফুলবাগানে যাচ্ছিলুম, পথে রাজার সঙ্গে দেখা হ'লো; রাজা আমাকে দেখেই ব'লে উঠলেন—এ সব বদ্‌খত পোষাক প'রে খবরদার আমার সাম্‌নে এসো না।

নাতালি।—তুই তা শুনে কি বললি?

২য়া।—আমি বললুম্—যে দেশের মেয়ে আমি, সেই

দেশেরই পোষাক পরে আছি ;—এতে আপনি চট্‌লে চলবে কেন মহারাজ ?

নাতালি।—শুনে—রাজা কি বললেন ?

২য়া।—রাজা ব'ললেন—তোমাদের পোষাক আমার চক্ষুশূল !—আমি তখন বললুম—মহারাজ—আমরা কালেভদ্রে আপনার সামনে পড়ি ; কিন্তু দিবারাত্রি যিনি আপনার জীবন-সঙ্গিনী—তিনিও তো এই পোষাকে থাকেন,—তা দেখে কি আপনার চোখে শূল বেঁধে না ?—কথাটা শুনে রাজা আর কোন উত্তর দিলেন না—চ'লে গেলেন !

নাতালি।—বেশ কথা ব'লেছিস ; রাজার সাধ্য থাকে—আমার সঙ্গে এ সম্বন্ধে বোঝা পড়া করুক ;—আচ্ছা এখন তোরা যা ; আমি আজই এর বিহিত ক'রছি :

[নর্ত্তকীদের প্রস্থান।]

মঘের আচার—মঘের ব্যবহার—মঘের পোষাক পরিচ্ছদের বাহার—বারো বছর ধ'রে এই হিন্দু রাজ সংসারের ওপর পূর্ণ প্রতাপে প্রভুত্ব ক'রে আসছে—এ প্রভুত্ব অবনত মস্তকে রাজা গ্রাহ্য ক'রেছে !—তবে আজ সহসা রাজার মনে এ বিরাগের কারণ কি ?—এই যে রাজা আসছে—বড় ব্যস্ত হ'য়েই আসছে ; ভাল—এখনই সব বুঝতে পারা যাবে।

(ধীররাজের প্রবেশ)

ধীর।—রাণী—রাণী—বড় বিপদে প'ড়েছি আমি,—বুঝি আমার সব যায়!

নাতালি।—কি বিপদে প'ড়েছ মহারাজ!—হ'য়েছে কি?

ধীর।—ভীষণ রাষ্ট্রবিপ্লবের সূচনা হ'য়েছে;—বারো বছর পূর্ব্বে পঙ্গরাজ্যের লোকারণ্যে আমি যে অসন্তোষের বীজ নিক্ষেপ ক'রেছিলেম, সেই বীজ অঙ্কুরিত হ'য়ে ধীরে ধীরে এতদিনে মহামহীরুহের আকার ধারণ ক'রেছে!—অসন্তুষ্ট প্রজাগণ আজ পঙ্গ-রাজ্যের সিংহাসন ইরাবতীর জলে বিসর্জ্জন দিতে বদ্ধপরিকর হ'য়েছে।

নাতালি।—প্রজাদের অসন্তোষের কারণ কি মহারাজ! বারো বছর হলো আমিও এই রাজসংসারে এসেছি: কিন্তু এর মধ্যে আমিতো তোমাকে এমন কোনো অন্যায় আচরণ করতে দেখিনি—যার জন্য প্রজাগণ অসন্তুষ্ট হ'তে পারে!

ধীর।—এ তুমি কি বলছ, রাণী—আমার কোনো অন্যায় আচরণ দেখনি তুমি! মিথ্যা কথা; যে দিন তোমাকে আমি পঙ্গের এই পবিত্র রাজসংসারে এনে আমার স্বর্গীয়া মহিষীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছি—সেই দিনই আমার রাজ্যাঙ্গে অসন্তোষের শেলাঘাত

হ'য়েছে! তোমার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আমার রাজসংসারে মঘের আচার ব্যবহার আত্মপ্রকাশ করেছে,—আমার ভক্ত কর্ম্মচারীগণ কর্ম্মচ্যুত হয়েছে, তোমার আত্মীয়স্বজন তাদের স্থান পূর্ণ করেছে,—এদের চেষ্টায় মঘের ধর্ম্ম পর্য্যন্ত এ রাজে প্রবল হয়ে উঠেছে ;—আর—আর—আমার অভাগিনী মহিষীর একমাত্র কন্যা—পাঁচ বছরের ননীর পুতুলী রাজকুমারী মণিমালা—বিনাদোষে বনবাসে গেছে! অভাগিনী এখনো বেঁচে আছে কিনা তাও জানিনা! তোমার রূপমোহে আত্মহারা হয়ে এতদিন ভালমন্দ ভাববার অবকাশ পাইনি ; আজ প্রজার চীৎকারে আর অন্তরে বিবেকের কঠোর প্রহারে আমার মোহ ভঙ্গ হয়েছে,—এখন বোঝা যাচ্ছে—রূপে অন্ধ হয়ে আমি কি করেছি—কি সর্ব্বনাশ করেছি!

নাতালি।—মহারাজ!—'ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন!'—পত্নীহারা হয়ে মনের দুঃখে যখন তুমি ব্রহ্মদেশে ভ্রমণ করিতে গিয়েছিলে—তখন মন্দালয়ে আমাকে দেখে উন্মত্ত হয়েছিলে,—পতঙ্গের মত আমার রূপের তরঙ্গে ঝাঁপ দিতে ছুটেছিলে ; আমি তোমার প্রকৃতি বুঝে তোমাকে আমার মাতুল ব্রহ্মসম্রাটের কাছে নিয়েগিয়েছিলুম, তুমি তাঁর সম্মুখে শপথ ক'রেছিলে—আমাকে বিবাহ ক'রে তুমি

আমার সকল ইচ্ছাই পূর্ণ করবে।—কেন, এখন কি সে সব কথা মনে নেই মহারাজ ?

ধীর।—নিশ্চয় মনে আছে।

নাতালি।—তবে এখন আমাকে দোষী করছ কেন ?—তুমি তোমার শপথ পালন করেছ,—শপথ মত আমার ইচ্ছা পূর্ণ করেছ ; তোমার দেশে আমার দেশের আচার ব্যবহার প্রচলিত হয়—আমার আত্মীয়স্বজন তোমার দরবারে স্থান পায়—আমার সপত্নীকন্যা বিতাড়িত হয়—এ সমস্তই আমার অন্তরের ইচ্ছা,—আর আমার ইচ্ছা পূর্ণ করবে ব'লে শপথ ক'রে তুমি আমাকে বিবাহ করেছ ; তবে এখন আমার দোষ দিচ্ছ কেন ?

ধীর।—না—না—আমি তো তোমার দোষ দিচ্ছি না রাণী—আমি আমার অদৃষ্টের দোষ দিচ্ছি !

নাতালি।—অদৃষ্টের দোষ কিসের—দোষ তোমারনিজের ; এখন যে দোষ করেছ—তার প্রায়শ্চিত্ত করো।

ধীর।—বলতে পার রাণী আমার এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কি ?

নাতালি।—তোমার প্রায়শ্চিত্ত এখন—মঘরাজের ধর্ম্মগ্রহণ।

ধীর।—রাণী—রাণী—এখনো কি তোমার মনোস্কামনা পূর্ণ হয়নি ?

নাতালি।—আমার মনোস্কামনা অনেকদিন পূর্ণ হয়েছে,

কিন্তু আমার মাতুল ব্রহ্মরাজের মনোস্কামনা তো এখনো পূর্ণ হয়নি! তুমি যে তাঁরো কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ; মাতুলের ইচ্ছা—তুমি তাঁর ধর্ম্ম গ্রহণ করো ;— আমার জন্য তখন যে তুমি অম্লানবদনে তাঁর এ ইচ্ছা আমার পূর্ণ করতে প্রতিজ্ঞা করেছিলে! এ প্রতিজ্ঞা না করলে—মাতুল কি আমাকে তোমার হাতে সমর্পণ করতেন? প্রতিজ্ঞা ক'রে—প্রতিজ্ঞা পালন করতে ভুলে গেলে চলবে কেন মহারাজ!

ধীর।—চুপ করো—চুপ করো রাণী, ভীম বহ্নি আমার অন্তরে প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে—আর তাতে ইন্ধন নিক্ষেপ করো না—

নাতালি।—আমি ইন্ধন নিক্ষেপ করিনি মহারাজ— তোমার অন্তরের অগ্নি নির্ব্বানেরই চেষ্টা করছি; তুমি যদি প্রতিজ্ঞা পালন করো—তাহলেই তোমার অন্তর শীতল হবে,—মঘরাজের প্রভাবে রাষ্ট্রবিপ্লব নিবারিত হবে।

ধীর।—সব পারি আমি—রাণী সব পারি আমি—রাজপুরে যখন মঘের রীতিনীতিকে আশ্রয় দিয়েছি, তখন তাদের ধর্ম্মকে আশ্রয় দিতে হানি কি? সব আমি পারি—কিন্তু যদি আমি আমার মেয়েকে ফিরে পাই! মঘের রাজ্যে মেয়ে আমার নির্ব্বাসিত হয়,—যদি এখনো সে অভাগিনী বেঁচে থাকে—তাহলে সে

মঘের ধর্ম্ম আশ্রয় করেই সংসারে আছে! তার জন্য আমি সব করতে পারি,—তুমি আমার মণিকে ফিরিয়ে এনে দিতে পারো?

নাতালি।—তোমার মণিকে কোথায় পাবো মহারাজ?—ইচ্ছা আমার, কার্য্য তোমার; আমার ইচ্ছা পূর্ণ করতে তুমি তাকে বনবাসে পাঠিয়েছ! আমি তাকে কোথায় পাব?

ধীর।—ঠিক কথা,—তুমি তাকে কোথায় পাবে! আমি যে তার স্নেহময় পিতা হ'য়ে পাষাণে বুক বেঁধে পিশাচের মতন তাকে প্রকৃতির বক্ষে বিসর্জ্জন দিয়েছি! সে কি আর আছে!—রাণী—রাণী—তবু একবার চেষ্টা ক'রবো—প্রাণপণে চেষ্টা ক'রবো—সর্ব্বস্ব পণ ক'রে তার অন্বেষণ ক'রবো;—অভাগিনীর সেই চাঁদপানা মুখখানি এখনো—এখনো আমার চোখের ওপর ভাসছে! বারো বছরের স্মৃতি এখনো ভুলতে পারিনি! আমি আমার মণিকে চাই—সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়ে আমি আমার মণিকে ফিরিয়ে আনতে চাই;—বাধা দিয়ো না—বাধা এখন মানব না—অনুতাপের অশ্রু স্নেহের তরঙ্গে মিশে তটিনীর মতন ছুটে চলেছে;—আমার মেয়ে—আমার মেয়ে—আমার মণিমালা— [বেগে প্রস্থান]

নাতালি।—এতদিন পরে বৃদ্ধের অন্তরে দেখছি কন্যাস্নেহের

তরঙ্গ সবেগে ছুটে চলেছে!—এই তরঙ্গের মুখে রাজা তার সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে চলেছে! আচ্ছা—এখন দেখতে হ'চ্ছে—এ তরঙ্গের গতি রুদ্ধ করবার আমারো সামর্থ্য আছে কি না!

(মজালিন্দের প্রবেশ)

মজালিন্দ।—দিদি!

নাতালি।—এসো মজালিন্দ;—আমি এখনি তোমাকে ডাকতে পাঠাব মনে ক'রছিলুম;—তুমি ঠিক সময়েই এসেছ।

মজালিন্দ।—আমিও এক বিশেষ কারণে তোমার কাছে এসেছি দিদি।

নাতালি।—তুমি যে জন্য এসেছ—তা আমি জানি; আমাদের জাতীয় আচার ব্যবহারে রাজা এখন বীত-রাগ,—এই কথাই তুমি তো জানাতে এসেছ?

মজালিন্দ।—হাঁ দিদি।

নাতালি।—কিন্তু এজন্য এখন শঙ্কিত হবার কারণ দেখি না,—আমাদের আশঙ্কার এর চেয়েও গুরুতর কারণ আছে মজালিন্দ।

মজালিন্দ।—ব্যাপারখানা খুলে বল দিদি, শোনবার জন্য আমি অধীর হ'চ্ছি।

নাতালি।—রাজার মণিমালা নামে এক মেয়ে ছিল—তা বোধ হয় তুমি শুনেছ?

মজালিন্দ।—হাঁ—শুনিছি ; এখনো এদেশের অনেকের মুখেই সেই মেয়েটার কথা শুনতে পাই! তা সে তো এখন নির্ব্বাসিত—নিরুদ্দিষ্ট!

নাতালি।—কিন্তু রাজা এখন সেই নিরুদ্দিষ্ট কন্যার সন্ধানে সচেষ্ট হ'য়েছে! মেয়েকে আবার এ রাজ্যে ফিরিয়ে আনবার জন্য রাজা এখন সর্ব্বস্ব পণ ক'রেছে! যদি মণিমালা এ রাজ্যে ফিরে আসে, তাহ'লে রাজার মৃত্যুর পর সে-ই সিংহাসন পাবে ; আর আমি তোমাকে পঙ্গরাজ্যের সিংহাসনে অভিষিক্ত ক'রব ব'লে যে বাসনায় অন্তর আমার পূর্ণ ক'রে রেখেছি—তা চূর্ণ হয়ে যাবে।

মজালিন্দ।—তাহলে এখন কি করতে হবে দিদি।

নাতালি।—মণিমালার অস্তিত্ব সংসার থেকে চির দিনের মতন মুছে ফেলতে হবে।

মজালিন্দ।—সে কি এখনো বেঁচে আছে দিদি?

নাতালি।—এত দিন পরে যখন তার লুপ্ত স্মৃতি রাজার অন্তরে জেগে উঠেছে—তখন আমার বিশ্বাস নিশ্চয়ই সেই সর্ব্বনাশী এখনো বেঁচে আছে।

মজালিন্দ।—তাহ'লে তার সন্ধান কোথায় পাব?

নাতালি।—দুনিয়ায় একজন কেবল তার সন্ধান রাখে ; সে মোহন্ত মামুক। আমি কেবল এইটুকু জানি—রাজার আদেশে মণিমালা ব্রহ্মদেশে নির্ব্বাসিত হয়,

আর মোহন্ত মামুক তাকে একটা মঘের আখড়ায় নিয়ে যায়! হায়—তখন যদি অঙ্কুরেই শত্রুর উচ্ছেদ করতুম! যাক্—তুমি এখন আগে মামুকের সন্ধান করো—মামুক অত্যন্ত লোভী, লোভ দেখালে নিশ্চয় সে তোমাকে মণির সন্ধান ব'লে দেবে।

মজালিন্দ।—মামুককে আমি জানি; দেশের স্থানে স্থানে তার আখড়া আছে; সুন্দরী কুমারীদের সে সযত্নে পালন করে বটে! আচ্ছা—আজই আমি মামুকের সন্ধান ক'রবো।

নাতালি।—আর আমি রাজার গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রেখে তোমাকে সমস্ত সংবাদ দোব। শোনো—মজালিন্দ! যদি পঙ্গের সিংহাসন চাও—তাহ'লে তোমার সমস্ত শক্তি নিয়ে সংসার থেকে মণিমালার অস্তিত্ব মুছে ফেলে দাও। এ কর্ম্মে নির্ভয়ে তুমি ব্রতী হও,—পঙ্গের রাণী তোমার সহায়।

[মজালিন্দের নত মস্তকে অভিবাদন]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রাসাদের কক্ষ।

ধীররাজ ও দামোদর।

ধীর।—যেদিন আমার মণিকে ত্যাগ করেছি, সেই দিন থেকে আমার কুলগুরু গোবিন্দগিরিও আমাকে ত্যাগ করে চলে গেছেন দামোদর!

দামোদর।—সে তো আমাদের অবিদিত নয় মহারাজ! রাজকন্যাকে বিসর্জ্জন দিতে আমাদের মত তিনিও আপনাকে কত নিষেধ করেছিলেন! কিন্তু আপনি কারোর কথায় কর্ণপাত করেননি।

ধীর।—তারই ফল এখন হাতে হাতে পাচ্ছি দামোদর! বুকের ভিতর দিবারাত্রি বিষের আগুন জ্বলছে—

(মদ্যপানোন্মত্ত দুলালচাঁদের প্রবেশ)

দুলাল।—আগুন জ্বলছে? সত্যি সত্যি আগুন জ্বলছে মহারাজ? তা তো জ্বলবেই বন্ধু; আগুন যাতে জ্বলে—তার উপায়টি দিব্যি করে রেখেছ, কিন্তু যাতে নেবে—তার তো কোনো ফন্দী আঁটনি! কাজেই আগুন জ্বলবে,—এখনো নেবাও, নইলে আগুনের শিখা মাথা পর্য্যন্ত ফুটে উঠবে।

ধীর।—দুলালচাঁদ—যাও এখন; মাতলামোর এ সময় নয়।

দুলাল।—আরে ছ্যা!—রসটা একবারে মাটি করে দিলে বন্ধু! আমাকে বললে কি না মাতাল! তা এতে তোমার দোষ বড় নেই—সংসারের ধারাই এই; চালুনীই চিরদিন স্থঁচের ছেঁদা ধরে নিন্দে করে! মাতাল কি আমি একা মহারাজ? মাতাল আমরা দুটিই; তবে আমি এই ঝাঁপির সুধা খেয়ে মাতাল—আর তুমি রূপসীর রূপের সুধায় মাতাল—এই যা প্রভেদ! যমরাজ যখন কৃপা ক'রে আমার গৃহিণীকে টেনে নিলেন—বুকে তখন আমার আগুন জ্বলে—এই ঝাঁপির ঢল ঢল জলে সে আগুন নিবিয়েছিলুম; তুমি কি ক'রেছ? বলো? তুমি তোমার রাণীর শোকের আগুন নেবাতে একটি নতুন আগুনের ফুলকী এনে বুকে চেপে ধ'রেছিলে—রূপের আগুনে শোকের আগুন নেবাতে চেয়েছিলে, কিন্তু তাতে কিছু হয় নি! আমি এই বিষ (ঝাঁপি দেখাইয়া) বুকে ঢেলে বুকের বিষ ক্ষয় ক'রেছি—আর তুমি আগুনের ফুলকি অঙ্কলক্ষ্মী ব'লে বুকে ধ'রে—রাজ্যলক্ষ্মীকে দূর দূর ক'রে অনাদরে তাড়িয়ে দিয়েছ! তুমি আমাকে আবার মাতাল বলছ? আরে—ছ্যা!

ধীর।—দুলালচাঁদ—বন্ধু—মাপ ক'রো আমাকে; তোমার কথাই ঠিক—মাতাল তুমি নও বন্ধু—

মাতাল আমি ;—কিন্তু এখন আমার নেশা কেটে গেছে—

দুলাল।—হুঁ—নেশা কেটেছে বটে, কিন্তু খোঁয়াড়ি তো এখনো কাটেনি বন্ধু! খোঁয়াড়ির মুখে কেবল আবল তাবল বকেই যাচ্ছ দেখছি ; মেয়েকে যখন বনবাসে পাঠাও—তখন তো আর আখেরের ভাবনা ভাবনি ; এখন দেখছি মনে তোমার আপশোষ জেগেছে ; কিন্তু শুধু বুকনীতে কিছু হ'চ্ছে না বন্ধু—কাজ চাই—বুঝেছ—কাজ চাই—

ধীর।—বেশ তো—কাজটা তুমিই না হয় ব'লে দাও না বন্ধু—

দুলাল।—তোমার মণি এখন কোথায় আছে—তার কোনো হদীস পেয়েছ কি ?

ধীর।—কিছু জানি না—কোথায় যে সে এখন আছে—আমি তা'র কিছুই জানি না।

দুলাল—কিন্তু আমি কিছু কিছু জানি।

ধীর।—জান তুমি ? সত্য ব'লছ দুলালচাঁদ—তুমি আমার মণির সন্ধান জান ? বল—বল—সে কোথায় আছে ?

দুলাল।—অত ব্যস্ত হ'লে চলবে না বন্ধু ;—আমরা এখন অন্ধকারে, আলো একটা আছে বটে—কিন্তু অনেক দূরে,—এখন তার কাছে ছোটবার জন্য লাফালাফি ক'রলে পা পিছলে পড়তেই হবে। যাক্—একটা

কথা জিজ্ঞাসা করি—সেই ফুঙ্গির পুত মামুকের কথা তোমার মনে পড়ে কি ?

ধীর।—ফুঙ্গির পুত ? মামুক ?

দুলাল।—হুঁ—আকাশ থেকে পড়লে যে বন্ধু ! ফুঙ্গি বোঝ না ? মোহন্ত গো মোহন্ত ; আমাদের যিনি মোহন্ত,—তোমার শ্বশুরের জাত মঘ-ভায়াদের অভিধানে তিনিই হ'চ্ছেন ফুঙ্গি ! সেই ফুঙ্গির পুত মামুককে মনে পড়ে না ? যখন মঘের মেয়েকে বিবাহ ক'রে আন—তখন তিনি যে তোমার সঙ্গ ছাড়তেন না বন্ধু ! তাঁকে এখন মনে পড়ে না ?

ধীর।—হাঁ—হাঁ—মনে প'ড়েছে—মোহন্ত মামুককে এখন বেশ মনে পড়ে !

দুলাল।—তুমি যখন তোমার মেয়েকে তাড়িয়ে দাও—তখন তোমার মঘ-মহিষী নাতালির চেষ্টায়—মামুক তাকে নিয়ে উধাও হয় !

ধীর।—য়্যাঁ—তবে কি মণি আমার মামুকের কাছে আছে ? সেই মামুক এখন কোথায় থাকে তা কি তুমি জান দুলালচাঁদ ?

দুলাল।—সেইটি এখন জানতে হবে মহারাজ ! তুমি এখন এক কাজ করো—রাজ্যের চারদিকে এই ব'লে ঢেঁড়া দাও—যে তোমার মেয়ে মণিমালাকে তোমার কাছে এনে উপস্থিত ক'রবে, তাকে লাখ টাকা

বখসিস দেওয়া হবে! এই ঢেঁড়া শুনলে সেই ফুঙ্গির-পুত যেখানেই থাকুক না কেন—ভূতের মতন এখানে এসে হাজীর হবেই!

ধীর।—দামোদর—তুমি কি বল?

দামোদর।—আমি এ যুক্তির সমর্থন করি।

ধীর।—তবে চলো—এখনই এর ব্যবস্থা করি।

[ধীররাজ ও দামোদরের প্রস্থান।]

দুলাল।—হুঁ—বাবা—একেই বলে,—কাজের বেলায় কাজী আর কাজ ফুরোলে পাজী! যুক্তি নিলেন—তারিফ করলেন—তার পর চললেন,—এ মাতালের দিকে আর ফিরেও তাকালেন না! যাক্—দুলাল-চাঁদ দুনিয়ায় এই সুরা ছাড়া আর কারোর পরোয়া করে না! বেঁচে থাকুক দুলালের ঝাঁপি—দুনিয়ায় তার আর ভাবনা কি! হুঁ—তবে রাজার মেয়ের হিল্লে! তা রাজা তার কিছু হদীস না রাখলেও ভগবানের নাম নিয়ে দুলাল তার একটা কিছু ক'রে রেখেছে বই কি! রাখে কৃষ্ণ মারে কার সাধ্য বাবা!

[প্রস্থান।]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

ঢোল বাজাইতে বাজাইতে দুইজন ঢুলি
এবং একজন কাঁসিদারের প্রবেশ।

কাঁসিদার।—শোনো—সকলে শোনো,—মহারাজের হুকুম—যে রাজকন্যা মণিমালাকে মহারাজের কাছে উপস্থিত ক'রবে—সে লাখ টাকা বখসিস পাবে।

(দুলালচাঁদের প্রবেশ)

ঢুলিদ্বয় ও কাঁসিদার।—প্রাতঃপেরণাম ঠাকুর মশাই!

দুলাল।—থাক্ বাবা—আর বেশী হেঁট হয়ো না; একে তো দেখতে পাচ্ছি—ঢোল তোমাদের গলায় চেপে ক্রমেই মাটির দিকে টান মারছে,—এর ওপর ভক্তি যদি বেশী ক'রে চেপে বসে—তা'হ'লে মাটির ভেতর তলিয়ে যাবে—বুঝলে?

১ম ঢুলি।—এজ্ঞে ঠাকুর মশাই—আপনি ঢোলের নিন্দে ক'রতেছেন, কিন্তু—

২য় ঢুলি।—কিন্তু ঠাকুর মশাই—আপনি যদি একবার আমার ঢোলের বাজনা—

১ম ঢুলি।—তুই থাম্ না—আমাকে আগে কথা কইতে দে না—

২য় ঢুলি।—আরে তুই কি কথা কইতে জানিস্?

১ম ঢুলি।—তুই শালা কখনো কথা কয়েছিস্?

২য় ঢুলি।—এই তো কথা কইছি রে শালা!

১ম ঢুলি।—ও কথা—কথাই নয়—তুই থাম,—ঠাকুর মশাই! আমার একটু বাজনা শুনুন—(বাদ্য)

২য় ঢুলি।—দূর শালা—তোর বাজনায় তাল কাটলো!

১ম ঢুলি।—কি আমার তাল কাটবে! বিশ তালে আমার জন্ম—

২য় ঢুলি।—আরে স্বয়ং তাল—বেতাল আমার সহায়। তাল নিয়ে আমার সঙ্গে চালাকি নয়!

দুলাল।—তা দেখো—তোমরা দু'জনেই দেখছি খুব তালিয়াৎ—এখন ফাঁকতালে আমি তোমাদের—একটু—

১ম ঢুলি।—বাজনা শুনবেন? বাজনা শুনবেন? আচ্ছা আমি বাজাব—

২য় ঢুলি।—আমিও বাজাব।

কাঁসিদার।—(১ম ঢুলির প্রতি) আচ্ছা—ইন্দির খুড়ো—তুমি এক কাজ করো—তুমি বোল্ বোলে বাজাও; আর বসন্তখুড়ো তুমি ওর বোলের জবাব দাও।

১ম ঢুলি।—আমার বোলের জবাব দিতে পারবি?

২য় ঢুলি।—আলবৎ পারব!

১ম ঢুলি।—আচ্ছা—দে—জবাব দে;—এই—কেড়াক্—

২য় ঢুলি।—এই চেড়াক্—

১ম ঢুলি।—আমার সাথে দিস্‌নি পাল্লা—

২য় ঢুলি।—আন্‌না তবে রসগোল্লা—

১ম।—তুই নোস্ কাজের কাজী—

২য়।—তুই শালা বেয়াড়া পাজী—

১ম।—ধিন্ ধিন্ তাক্ তাক্—

২য়।—তিন্ তিন্ সাত পাক্—

১ম।—এই—সাতা আটা ফক্কা—

২য়।—এই—নওলা গোলাম টেক্কা—

১ম।—থাম থাম থাম তুই—থাক্—থাক্—থাক্—

২য়।—রাজার মেয়ে আনবো আমি—মিলবে টাকা—লাখ্—লাখ্—লাখ্—

[উভয়ের ঘন ঘন বাদ্য, কাঁসিদারের কাঁসি বাজান]

দুলাল।—থাম্—থাম্—থাম্—যথেষ্ট হ'য়েছে!

১ম।—কেমন লাগল ঠাকুর মশাই?

২য়।—কেমন লাগল ঠাকুর মশাই?

দুলাল।—বেশ লাগল,—এখন আরো মিষ্টি লাগছে! ঢাক ঢোলের বাজনা থামলেই মিষ্টি লাগে কি না!

১ম।—কার জিত হলো ঠাকুর মশাই?

২য়।—কার জিত হলো ঠাকুর মশাই?

দুলাল।—জিত হ'য়েছে আমার!

উভয় ঢুলি।—আপনার?

দুলাল।—হাঁ—আমার ; দু'দলে লড়াই বাধলে—যে মধ্যস্থ হয়—সেই জিত মেরে যায় ! কাজেই আমি জিতিছি !

১ম।—আমি এতে খুব খুসী হয়েছি, বসন্ত শালা তো জেতেনি—বাস্‌ !

২য়।—ঠাকুর মশাই ! আপনি জিতেছেন শুনে আমার এত আহ্লাদ হ'চ্ছে যে আমি কথা কইতে পাচ্ছি না ; আমার নাচ পাচ্ছে ঠাকুর মশাই—আমি নাচবো—

কাঁসিদার।—এখানে এমনি ক'রে নাচতে থাকলে—আর কোটাল দেখতে পেলে—তখন শূলে চড়িয়ে নাচাবে কিন্তু—

২য়।—তাইতো রে—কাজের কথা ভুলে গেছি—

১ম।—চলে আয়—ঝগড়া আর নেই—

সকলে।—ঠাকুর মশাই !—পেরনাম্—

[বাজাইতে বাজাইতে প্রস্থান]

দুলাল।—মলয় বাতাস বইছে—ফুলও ফুটতে সুরু ক'রেছে ; এখন অলি এসে জুটলেই বাজীমাৎ ! বহুত আচ্ছা বাবা—ঘোটৎকচ এই ব্যূহদ্বারে পড়লেন—সূর্য্য অস্ত যাবার আগে আর উঠছেন না !

[রাস্তার এক পার্শ্বে শয়ন।]

(মামুকের প্রবেশ।)

মামুক।—হুঁ—এই যে এই যে—এই যে—তা—তা—

তা—এত দিন পরে মেয়ের জন্যে রাজার মনে দরদ লেগেছে দেখছি! মেয়ে পেয়ে রাজা এখন লাখ টাকা উহুহুহু—লাখ টাকা—লাখটাকা—দিতে চায়! কিন্তু ফুঙ্গিরাজ মামুক সে পাত্রই নয়! মামুক বড় ছোট খাটো আশা নিয়ে বার বছর ধ'রে রাজকন্যাকে পোষে নি! এখন মণিমালাকে রাজার হাতে এনে সঁপে দিয়ে লাভ কি? লাখ টাকা? আরে ছোঃ—বরং রাজা বেটা অক্কা পেলে—তখন রাজকন্যাকে এনে হাজির করবো,—সে তখন সহজেই এ রাজ্যের রাণী হবে—আর—আর—এই ফুঙ্গিরাজ মামুক সঙ্গে সঙ্গে রাণীর হৃদয়রাজ্যের রাজা হ'য়ে—সমস্ত দেনা-পাওনা সুদে আসলে পুষিয়ে নেবে!—এখন রাজকন্যাকে আরো একটু সাবধানে রাখতে হবে। [প্রস্থানোদ্যোগ ও শায়িত দুলালচাঁদ কর্তৃক মামুকের অঙ্গবস্ত্র আকর্ষণ] কে রে? কে রে? আ—মোলো—কে তুই? আমার কাপড় ধরে টানছিস্—কে তুই?

দুলাল।—কে বাবা—পরিচয় জিজ্ঞাসা ক'রছ? পরিচয় শুনবে? আমি হচ্ছি ঘোটৎকচ—ব্যূহ আগলে প'ড়ে আছি! তুমি কি পবননন্দন যাদুধন? বৎস—মা জানকীর খবর জান?

মামুক।—আরে মোলো—উহুহুহু—মাতাল—মাতাল—

মাতাল দেখছি যে! তো—তো—তো—তো—
বেটার মরণ নেই?

দুলাল।—মরণ আছে বইকি সোণারচাঁদ! তা আমার মরণ হ'লে তুমি ভরসা ক'রে সহমরণে যাবে যাদু? তা যদি যাও—আমি তা'হলে মরতে পারি।

মামুক।—পাপিষ্ঠ—বর্ব্বর—পাষণ্ড—পামর—পাপী—

দুলাল।—(উঠিয়া) এই দেখ সোণারচাঁদ—তোমার স্তবে খুসী হ'য়ে—তোমাকে বর দিতে উঠিছি! বর নেবে? বল—বল—কি বর নেবে বলো—

মামুক।—সাবধান! আমার সঙ্গে মাতলামো ক'রো না—হুঁ বলে দিচ্ছি—মাতলামো ক'র না—হুঁ—

দুলাল।—কি বলছ যাদুমণি—বর চাও না?—ওঃ—বুঝেছি—তোমার চাউনি দেখেই বুঝতে পেরেছি—তুমি আমারই মাথা খেয়েছ—আমাকেই ভালবেসে ফেলেছ;—তা বেশ—আমি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ক'রব প্রেয়সী—

[সবেগে মামুককে জাপ্‌টাইয়া ধারণ]

মামুক।—ওঃ—খুন ক'রলে—মেরে ফেল্লে আমাকে—উহুহুহু—খুন—ক'রলে—

দুলাল।—আরে ছ্যা—তুমি এমনি বেরসিক—গায়ে হাত দিতে না দিতে একবারে খাপ্‌পা হ'য়ে উঠলে? তোমার ওপর আমার এত পীরিত কেন শুনবে?

তুমি আজ রাজদরবারে গিয়ে লাখ টাকা বখসিস্ পাবে কি না—

মামুক।—বখসিস পাবো? বখসিস পাবো? য়্যা-য়্যা-য়্যা-আমি-আমি-আমি?

দুলাল।—তুমি নও তো কি আমি যাদুমণি?

মামুক।—মিথ্যা কথা—মিথ্যা কথা—মিথ্যা কথা—আমি কেন বখসিস পাবো? না-না-না-মিথ্যা-মিথ্যা কথা!

দুলাল।—তুমি যে রাজকন্যার সন্ধান জানো সোনারচাঁদ—তাই একলাখ রূপচাঁদ পাবে—বুঝলে? এখন রাজার কাছে চলো যাদুমণি—

মামুক।—ওঃ—আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি—হাঁ-হাঁ-হাঁ-হাঁ-চিনতে পেরেছি—তুমি-তুমি-তুমি হচ্ছ রাজার বন্ধুলোক;—তা-তা-তা বেশ হ'য়েছে-বেশ হ'য়েছে-বেশ হ'য়েছে—অমি রাজার কাছে যাবো ব'লেই এসেছি—বেশ-বেশ-আমাকে রাজার কাছেই নিয়ে চলো—নিয়ে চলো—নিয়ে চলো—

দুলাল।—ভ্যালা মোর ভাইরে! আমাকে চিনতে পেরেছ তাহ'লে। তবে এতক্ষণ এত ছেনালী করছিলে কেন বাবা? আমি কি তোমার টাকার বখরা নোব মনে ক'রেছ?

মামুক।—না—না—তা নয়—তবে—তবে—এই মারি চোঁচা দৌড়— [বেগে পলায়ন।

দুলাল।—অ্যাঁ—অ্যাঁ—তাই তো—বেটা তো খুব ফন্দী ক'রলে! আচ্ছা কোথায় পালাবে যাদু! না বাবা—পা ছোটে না—মাতাল সব পাবে—কেবল ছুটতে পারে না—ওরে—ওরে—ওরে—কে আছিস রে, ধর-ধর-ধর—

[টলিতে টলিতে ধাবন]

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

মামুকের আখড়া।

মঘ-যুবতীর পরিচ্ছদে মণিমালা।

মণিমালা।—আমার জীবন কি রহস্যময়! জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে একই ভাবে আমার জীবন-স্রোত ছুটে চলেছে! মঘের আলয়ে অবস্থান ক'রে প্রকাশ্যে তাদের আদেশের দাসী হ'য়ে আছি, অথচ তাদের অগোচরে আমার এই অন্তরের অন্তস্থলে হিন্দু-ধর্ম্ম-বিশ্বাসের উজ্জ্বল প্রদীপটিকে অতি সন্তর্পনে রক্ষা ক'রে আসছি! কেন আসছি—তা জানি না: না-না-জানি বৈকি; জানি—আমি হিন্দুর মেয়ে: আমার পিতা রাজরাজেশ্বর—হিন্দুকুলধুরন্ধর; এখানকার এই সব ধর্ম্মহীন পামর-পামরীর দল কখনই আমার আত্মীয় নয়! আমার যিনি শিক্ষদাতা

গুরু—তাঁর অনুগ্রহেই আমি ভিন্নধর্ম্মীর আলয়ে থেকেও স্বধর্ম্মে আস্থাবতী, তাঁরই মুখে একথা শুনেছি ;—তাঁর উক্তি কখনো মিথ্যা হবার নয় ! তবে এক একবার মনে হয়—আমার পিতা থাকতে কেন আমি এভাবে পরিত্যক্তা ; গুরুদেব বলেন—কুগ্রহ কেটে গেলে সুদিন আমার ফিরে আসবে ! কিছু আর ভাল লাগে না ; একটা গান গাই।

(গীত)

"বঁধুহে ! কি আর বলিব আমি !
জনমে জনমে জীবনে জীবনে প্রাণনাথ হইও তুমি !
তোমার চরণে আমার পরাণে লাগিল প্রেমের ফাঁসি।
নিশ্চয় জানিয়ো প্রাণ বিকাইয়া চরণে হইনু দাসী।
একুলে ওকুলে দুকুলে গোকুলে কে আর আমার আছে।
রাধা ব'লে আর সুধাইবে কেবা দাঁড়াইব কার কাছে ॥"

(দুয়োমেনা ও মঘ-কুমারীগণের প্রবেশ।)

দুয়োমেনা।—মণি ! মণি ! সর্ব্বনাশ ক'রলি ! রাধা কেষ্টোর গান গেয়ে এই পবিত্র আখড়া অপবিত্র ক'রে দিলি ! ছি ! ছি ! ছি !

১ম কুমারী।—ছি ! ছি ! ছি ! ঘেন্নার কথা—ঘেন্নার কথা ! দুয়োমেনা !—কে তোকে এ গান শিখিয়েছে বল্ ?

মণিমালা।—সেদিন একজন মণিপুরী ভিখারিনী এখানে এসেছিল, আমি তার কাছ থেকেই—

ছুয়োমেনা।—এবার এই আখড়ায় কোনো মণিপুরী ঢুকলে লাঠি মেরে তাড়াব!—ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ! ফুঙ্গী প্রভুর আখড়ায় মণিপুরীর গান! ওলো তোরা এখনই এই আখড়ার গান আরম্ভ কর্—আখড়া শুদ্ধ ক'রে দে—

১ম কুমারী।—কি গান গাইব?

ছুয়োমেনা।—ফুঙ্গীরাজ যে গান ভালবাসেন—নিত্য তিনি যে গান শোনেন—তাই গাও।

২য় কুমারী।—ওঃ—বুঝিছি;—ওলো! সেই মুচকে হাসির গান;—আয় মুচকে হেসে আরম্ভ করি—

গীত ও নৃত্য।

ওই মুচকে হেসে তুললে আঁখি আমার পানে।
মেরে দিলে নয়না-ছুরি বুকের মাঝখানে॥
বিঁধে গেছে ছুরির ফলা,
প্রাণের মাঝে প্রেমের ছলা,
বুঝতে নারি কেমন নারী কি আছে সে নারীর প্রাণে।
দেখে বিদেশিনীর মুখ,
শুখিয়ে গেছে প্রাণের সুখ,
প্রাণ জ্ব'লে যায়, না পেলে তায়—
মরব বিষম প্রেমের টানে॥

তুয়োমেনা।—খবরদার! আর কখনো মণিপুরী গান এ আখড়ায় গেয়ো না—আখড়া অশুদ্ধ ক'রো না।

[তুয়োমেনা ও কুমারীগণের প্রস্থান]

মণিমালা।—এ যন্ত্রণা আর কতদিন আমাকে এমন ক'রে সহ্য ক'রতে হবে? এক একবার ইচ্ছা করে—আত্ম-হত্যা করি; কেবল গুরুদেবের নিষেধ শুনে অনিচ্ছায় ধৈর্য্য ধ'রে থাকতে হয়! হায় কতদিনে এই ভীষণ নরক থেকে আমার মুক্তি হবে!

(বুদ্ধুর প্রবেশ)

বুদ্ধু।—মণি!

মণিমালা।—গুরুদেব! গুরুদেব! আমাকে উদ্ধার করুন, আর এ নরক যন্ত্রণা সহ্য হয় না!

বুদ্ধু।—মণি! মা আমার! আজ তোমার সকল যন্ত্রণার অবসান হবে! আর তোমাকে এ নরকপুরে যম-যন্ত্রণা সহ্য ক'রতে হবে না! এত দিন পরে তোমার পিতা তোমাকে স্মরণ ক'রেছেন!

মণিমালা।—অ্যাঁ! পিতা আমাকে স্মরণ ক'রেছেন! গুরুদেব! জন্মান্ধ যেমন পৃথিবীর সৌন্দর্য্যের কথা শোনে অনুভব ক'রতে পারে না; আমিও তেমনি পিতার কথা শুনেই সুখী হই, মর্ম্ম বুঝতে পারি না! এবার তাহ'লে বলুন গুরুদেব, আমার পিতা কে? এবার তাঁর পরিচয়—

বুদ্ধু।—মা! পরিচয় এখানে নয়! পিতা তোমার অনাদরে তোমাকে দূরে নিক্ষেপ ক'রেছিলেন, সে দৃশ্য আমি চক্ষে দর্শন ক'রেছি; আবার যখন তাঁকে আদর ক'রে তোমাকে ক্রোড়ে নিতে দেখবো, তখন তোমাকে তাঁর পরিচয় দোব মা! আর তখন তুমি আমারো পরিচয় পাবে, তখন তুমি জান্‌তে পারবে মা—বুদ্ধু ধর্ম্মভ্রষ্ট ফুঙ্গী নয়, বুদ্ধু হিন্দু; ফুঙ্গির ছদ্মবেশে স্বধর্ম্মে তোমাকে আস্থাবতী রেখেছে মা!

মণিমালা।—তাহ'লে কখন অমাকে এখান থেকে নিয়ে যাবেন গুরুদেব?

বুদ্ধু।—আজ রাত্রে—সন্ধ্যার পরেই।

মণিমালা।—এখনই গেলে হয় না গুরুদেব?

বুদ্ধু।—মা! তোমাকে নিয়ে এখান থেকে অন্তর্দ্ধান করা বড় সহজ কথা নয়;—পাপীষ্ঠ মামুক যদি ঘুণাক্ষরেও একথা জানতে পারে—তা'হলে জীবনে তুমি কখনো তোমার পিতার কাছে যেতে পারবে না—আমিও এ সংসারে আর মাথা রাখবার অবকাশ পাব না। মা! আজ সন্ধ্যার সময় আমি ফটকের ফুঙ্গীদের তর্কের ছলে সরিয়ে আনবো—সেই সময় তুমি উত্তরের ফটক দিয়ে বেরিয়ে, বনের পথ ধ'রে পূর্ব্বদিকে চ'লে যাবে; একটু পরেই আমি তোমার সঙ্গে মিলিত হব।—কেমন পারবে তো?

মণিমালা।—এ তো সামান্য কাজ গুরুদেব! এখন বোধ হয় এমন কোনো দুঃসাধ্য কাজ নেই, আমি যাতে অক্ষম হই!

বৃদ্ধ।—আয় মা—এই পবিত্র বস্ত্রখানি গ্রহণ করো,—এই তোমার জাতীয় বস্ত্র—তোমার মর্য্যাদারক্ষার পবিত্র অস্ত্র! সর্প যেমন নির্ম্মোক ত্যাগ ক'রে মুক্ত হয়, তুমিও তেমনি এই বস্ত্র পরিবর্ত্তন ক'রে পাপের অধিকার থেকে মুক্তিলাভ করো মা! স্মরণ রেখো মণি—এই বস্ত্রে—সন্ধ্যার পরে—উত্তর ফটক দিয়ে; বুদ্ধিমতী তুমি—আমার আর কিছু বলা বাহুল্য মাত্র! [প্রস্থান।

মণিমালা।—লজ্জানিবারণ! তোমার চরণে শরণগ্রহন করলুম—অভাগিনীর লজ্জা রক্ষা করো প্রভু!

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

আখড়ার—অপর কক্ষ।

মামুক ও দুয়োমেনা।

মামুক।—দুয়ো—দুয়ো—ভারী বিপদ—ভারী বিপদ!

দুয়ো।—বিপদ! সে কি ফুঙ্গিরাজ! আপনার বিপদ!

মামুক।—ভয়ঙ্কর বিপদ ছুয়ো! শত্রু পেছু নিয়েছে! মণির সন্ধান পেয়েছে—এখনই মণিকে নিয়ে সটকাতে হবে; একদম মন্দালয়ে গিয়ে হাঁফ ছাড়তে হবে;—নইলে আর ছাড়ান নেই!

(জনৈক কুমারীর প্রবেশ।)

কুমারী।—ওগো! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে—সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! মণি পালিয়েছে! তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না!

মামুক।—অ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ—

ছুয়ো।—ওরে কি সর্ব্বনাশের কথা রে! পালিয়েছে! মণি পালিয়েছে—খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না—অ্যাঁ—

মামুক।—অ্যাঁ—মণি পালিয়েছে—সত্যি—সত্যি—না-মিথ্যা কথা—তা—তা—ফটকের ফুঙ্গীরা সকলে কোথায় অ্যাঁ—কোথায় তারা কোথায়?

কুমারী।—তারা সকলে শুনেছে—চারদিকে ছুটোছুটি ক'রছে!

মামুক।—উহুহুহুঃ—আমার বুক গেল—বুক গেল—বড় আশা, বড় একটা দাঁও—রাজা—রাজা—রাজা—উহুহুহুঃ—উহুহুহুঃ—ছুয়ো—ছুয়ো—আমাকে ধরো ধরো—উহুহুহুঃ—

(মাকুর প্রবেশ।)

মাকু।—ফুঙ্গিরাজ! মণিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বটে কিন্তু বুদ্ধ ফুঙ্গি তার তল্পী তল্পা নিয়ে পালাচ্ছিল—

মামুক।—অ্যাঁ—পালাচ্ছিল! পালাচ্ছিল! বুদ্ধুও পালাচ্ছিল! মাকু-মাকু-মাকু! উহুহুহুঃ—তুয়ো—তুয়ো—দেখো দেখো সকলেই বুঝি পালায়—উহুহুহুঃ—

মাকু।—তাই বুদ্ধুকে ধ'রে ফেলা হ'য়েছে!

মামুক।—অ্যাঁ—ধ'রে ফেলা হ'য়েছে—বুদ্ধুকে ধ'রে ফেলা হ'য়েছে! বেশ—বেশ হ'য়েছে—ধ'রে আনো তাকে, মাকু—মাকু—মাকু—ধ'রে আনো তাকে—উহুহুহুঃ তুয়ো—তুয়ো—

মাকু।—ঐ বুদ্ধুকে ধ'রে আনছে!

মামুক।—ধ'রে আনছে—ধ'রে আনছ? আনুক—আনুক! উহুহুহু!—তুয়ো—তুয়ো—কি হবে?

(বুদ্ধুকে ধরিয়া ফুঙ্গিগণের প্রবেশ।)

১য় ফুঙ্গী।—প্রভু। বুদ্ধু এর তল্পী তল্পা নিয়ে পালাচ্ছিল—তাই একে ধ'রে এনেছি,—এইই মণিকে সরিয়ে দিয়েছে।

মামুক।—য়্যাঁ—সরিয়ে দিয়েছে! সরিয়ে দিয়েছে! উহুহুহুঃ—তুয়ো—তুয়ো—শোনো—শোনো—পাজীর আস্পর্দ্ধার কথা শোনো—উহুহুহুঃ—বুদ্ধু—বুদ্ধু—বলো—বলো—আমার মণিকে কোথায় সরিয়ে দিয়েছো বলো—মণি কোথায় বলো—

বুদ্ধু।—আমি কিছুই জানিনা ফুঙ্গিরাজ!

মামুক।—জানো—জানো—আলবৎ জানো—না জানলেও

তুমি জান—বলো—বলো—ভাল চাওতো—ভাল-মানুষের মত ব'লে ফেলো--উহুহুঃ আমার বুক জ্বলে গেলরে বাবা—ব'লে ফেলো—ব'লে ফেলো—

বুদ্ধ।—আমি কিছুই—

মামুক।—বাজে কথা শুনবো না বুদ্ধ—কাজের কথা বলো—মণি কোথায় বল—উহুহুহু আমি পাগল হ'য়ে যাবো—পাগল হ'য়ে যাবো—মণি কোথায় বলো—

বুদ্ধ।—আমি—

মামুক।—উহুহুহু—আবার বলে আমি,—মণি বলো,—মণি বলো—আমি—নয়,—মণি কোথায় বলো—

বুদ্ধ।—আমি জানি না!

মামুক।—উহুহুহু—আবার বলে জানিনা—জানা চাই—বুদ্ধ—জানা চাই—বলো—বলো—মণি কোথায় বলো—

তুয়ো।—ওকি সহজে ব'লবে ফুঙ্গিরাজ! আগে লাঠি লাগাও—তবে যদি বলে—

মামুক।—হাঁ—হাঁ—লাঠি লাগাও—লাঠি লাগাও—এখনি লাগাও—তবে যদি বলে,—উহুহুহু—তবে যদি মণির কথা বলে,—লাঠি লাগাও—

বুদ্ধ।—আমি কিছুই জানি না—

মামুক।—উহুহুহু—এখনো ব'লছে—"না:"—"হাঁ"—আর বলে না—লাঠি লাগাও না—লাঠি লাগাও না—

২য় ফঙ্গি।—দেখ বুদ্ধু—হয় মণির খবর দাও—নতুবা লাঠি খাও—

হুয়ো।—বলো এখনো—মণি কোথায় ?

(দামোদর, দুলালচাঁদ ও রক্ষীগণের প্রবেশ।)

দুলাল।—বহুত আচ্ছা বাবা—বেশ কথাই ব'লেছ—বল বাবা—মণি আমাদের কোথায় ?

মামুক।—হুয়ো—হুয়ো—উহুহুহু—উহুহুহু—বি—প—দ—উঃ—

দুলাল।—বৎস পবননন্দন! বলি আছ কেমন ? আমাকে চিনতে পারছ ? বলো বাবা বল ? আত্মারাম—একবার বুলি বলো—

দামোদর।—ফুঙ্গিরাজ! মহারাজ ধীররাজের আদেশে আমরা আপনার আখড়ায় প্রবেশ ক'রেছি, মহারাজ, বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হ'য়েছেন, তাঁর কন্যা মণিমালা আপনার এই আশ্রমেই আছেন! আমরা রাজ-কন্যাকে নিয়ে যাবার জন্যই এসেছি! মহারাজ ধীররাজ কন্যার বিনিময়ে আপনাকে প্রভুত অর্থ প্রদান ক'রতে প্রতিশ্রুত হ'য়েছেন।—

মামুক।—মন্ত্রী মহাশয়! উহুহুহুঃ—আমার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে—মণিমালা—উহুহুহুঃ—পালিয়ে গেছে—এই বিশ্বাসঘাতক ফুঙ্গি তাকে এখান থেকে সরিয়ে দিয়েছে!

দামোদর।—ফুঙ্গি! মামুকের কথা কি সত্য? সত্যই কি তুমি মণিমালাকে এখান থেকে সরিয়ে দিয়েছ? সত্য কথা বল ফুঙ্গি!

বৃদ্ধ।—যদি আমাকে ফুঙ্গি ব'লে সম্বোধন করো—তাহলে ঐ ধাড়ী ফুঙ্গির মতন কথা ব'লব—সত্যের অপলাপ ক'রব।

দামোদর।—তাহলে কি ব'লে তোমাকে সম্বোধন ক'রব?

বৃদ্ধ।—গুরুদেব ব'লে!

দামোদর।—তোমাকে আমি গুরুদেব ব'লব কেন?

বৃদ্ধ।—[ফুঙ্গির পরিচ্ছদ পরিত্যাগ ও গুরুর পরিচ্ছদ প্রকাশ]—এই জন্য! আমাকে চিনতে পারো দামোদর!

দামোদর।—তাই তো—কণ্ঠস্বর যেন পরিচিত বলে মনে হচ্ছে—এ মূর্ত্তি যেন কোথাও দেখিছি—কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছিনা—

দুলাল।—আমি কিন্তু সমস্ত বুঝতে পেরেছি মন্ত্রী মহাশয়!—মাতাল দুলালচাঁদ মদে দিন রাত ডুবে থাকলেও কিছু কিছু খবর টবর রাখে! এ মূর্ত্তিকে যে মূর্ত্তি চিনতে না পারছেন, সে মূর্ত্তি মূর্ত্তিই নন,—এ মূর্ত্তির নাম—গোবিন্দগিরি!

দামোদর।—য়্যাঁ—য়্যাঁ—গুরুদেব—গুরুদেব—আপনি! ওঃ—এবার চিনিছি—

দুলাল।—হুঁ—তাতো চিনবেই ; চিনিয়ে দিলে সহজেই চিনতে পারা যায়, কিন্তু যে চিনিয়ে দেয়—তাকে কিন্তু শেষে চিনতে কষ্ট হয়—এইটেই হ'চ্ছে তাজ্জব ! তা যাক্—গুরুদেবকে চিনতে পেরেছ তো মন্ত্রীবর ? এই মাতালের বুদ্ধি নিয়ে গুরুদেব ফুঙ্গি সেজে রাজকন্যাকে স্বধর্ম্মে রেখেছেন—বুঝলে বাবা ?

দামোদর।—দুলালচাঁদ ! তুমি মাতাল নও—মহাপুরুষ ! পঙ্গরাজ্য চিরকাল তোমার নিকট ঋণী থাকবে।—গুরুদেব ! পদধুলি দিন—বলুন প্রভু—রাজকন্যা কোথায় ?

বুদ্ধ।—বৎস ! প্রায় দুই দণ্ড হোল—রাজকন্যা আমার কৌশলে এখান থেকে অন্তর্দ্ধান ক'রেছেন,—আমি তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার পূর্ব্বেই ধৃত হই !—দামোদর ! আর বিলম্ব নয়—চলো এখনই আমরা তাঁর সন্ধানে যাই।

দামোদর।—চলুন—প্রভু। [প্রস্থান।]

দুলাল।—ফুঙ্গিরাজ ! এ যাত্রা ছাড়ান পেয়ে গেলে—তবে বখশিস্ বাকি রয়ে গেলো বাবা ! যাহোক—তোমাকে রাজধানীতে নেমন্তন্ন ক'রে যাচ্ছি—যেও—পবননন্দনের মতন দর্শনটি দিয়ো—ঠিক তেমনি ক'রে তখন তোমার সম্বর্দ্ধনা ক'রবো—বুঝলে ?

[প্রস্থান]

মামুক।—হুয়ো -হুয়ো—আমি পাগল হবো—পাগল হবো —উহুহুহু—আমার সব দিক গেল—উহুহুহু—হুয়ো— মণিকে নিয়ে কেন রাজার কাছে গেলুম না—তা হলে যে খুব বাহোবা পেতুম—যা ইচ্ছা তাই চাইতে পারতুম —উহুহুহু—হুয়ো—আমার যে সব গেলো! না—না— না—যাবে না—হুয়ো—যাবে না,—শুন্‌লেতো মণিকে উত্তরের ফটক দিয়ে সরিয়ে দিয়েছে—ওরা যাবার আগে—তাকে খুঁজতে হবে—দেখা পেলে—ওদের আগে তাকে বাগিয়ে নিয়ে ভাল বুঝি তো মন্দালয়ে—আর বেগতিক দেখি তো অগত্যা রাজার কাছে—বাস্—বাস্—বাস্— [প্রস্থান]

সকলে।—হাঁ—বাস্—বাস্—বাস্! [প্রস্থান]

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

নাগা-সরদার ও নাগাগণ।

নাগা-সর্।—চুপ দে—চুপ দে—কাঁড়্ সড়্কী বাঁধিয়া লে! বোরার পিছু আর ছুটতে হোবে না—বোরা এবার হামাদের পিছু লিয়েছে।

১ম।—সরদার! সরদার! তু কি কইতেছিস্? হামরা তো কুছু সমঝাতে পারছে না!

২য়।—সরদার! বোরা হামাদের পাছু লিয়েছে?

নাগা-সর।—হাঁ—হাঁ—বোরা হামাদের পাছু লিয়েছে! এ বোরা—জঙ্গলী বোরা না আছে।—

১ম।—তবে এ কুথাকার বোরা আছে সরদার?

নাগা-সর।—এ বড় শক্ত বোরা—মণিপুরী বোরা আছেরে! নাগার তুষমন—চন্দ্রকুতুর নাম শুনেছিস্‌?

২য়।—হাঁ—হাঁ—সরদার, শুনেছে—শুনেছে—সে বড়া তুষমন আছে।

নাগা-সর।—সেই হামাদের পাছু লিয়েছে! ইমানপুরের নাগালোকদের হায়রান করিয়ে এই বদমাসই-মুলুকে ধাওয়া করেছে!

১ম।—সরদার! সরদার! ই তো ভারি ডরের কথা আছে—তব চটপট ইখান থেকে রড়্ দি চ;—এই মণিপুরী বদমাস বড়া ধড়িবাজ আছে!

(অপর একজন নাগার প্রবেশ।)

২ নাগা।—সরদার! সরদার! একঠো আওরত—জবর আওরত—

নাগা-সর—আওরত? জঙ্গলে আওরত? কুথারে কুথা?

৩ নাগা।—ই-ধারপানে আসছে সরদার!—ওই—ওই—

নাগা-সর।—চুপ্‌! আসতে দে—আস্থক এখানে;—সরিয়ে চ সক্লে—

[সকলের অন্তরালে অবস্থান।]

(মণিমালার প্রবেশ।)

মণি।—কই! গুরুদেব তো এখনো এলেন না! পাছে ধরা পড়ি—সেই ভয়ে সেখানে তাঁর প্রতীক্ষা করতেও পারলুম না! তাঁর কথা মত এগিয়ে চলেছি! কতদূর এসেছি—কোথায় যাচ্ছি—কিছুই বুঝতে পারছি না! এখন করি কি? চলবার যে আর সামর্থ নেই—সর্ব্বশরীর অবসন্ন হয়ে পড়েছে! —ও কি? ওরা কারা?—উঃ—কি ভীষণ মূর্ত্তি! না—ফিরে যাই—

(নাগা-সরদার ও নাগাগণের প্রবেশ)

নাগা-সর।—সবুর!—এই! ওর হাত ধরিয়ে হামার সামনে লিয়ে আয়!

নাগগণ।—এই! চল্—চল্—সরদারের সামনে চল্—

[মণিমালাকে পরিবেষ্টন]

মণি।—সাবধান! আমার অঙ্গস্পর্শ ক'রোনা!—দেখছি তোমরা অস্ত্রধারী;—শুনেছি—যারা অস্ত্র ধ'রতে পারে—তারা রমণীর গায়ে হাত দেয় না!

নাগা-সর।—আচ্ছা—আচ্ছা—তু বড়া সাঁচ্চা কথা কহেছিস্, সাঁচ্চা কথা কহেছিস্!—তোরা সব সরিয়ে আয়রে সরিয়ে আয়—

[মণিমালাকে ছাড়িয়া সরদারের পশ্চাতে আগমন

মণি।—[স্বগতঃ]—একি—সত্যই এই নরাধমের করুণা

কিন্তু মুখ দেখেতো তা মনে হয় না; এখন এখান থেকে প্রস্থানই শ্রেয়ঃ।— [প্রস্থানোদযোগ]

নাগা-সর।—সবুর! সিটি হবেক নারে—সিটি হবেক না —তুহারে হামি ছাড়তে পারবেক না; হামি তুহারে সাদি করবে—হামার লোক তুহার গায়ে হাত দিবেক না—কুন্ত হামি তুহারে ধরিয়ে লিবে—তু হামার কাছে চলিয়ে আয়—

মণি।—আমি তোমার কাছে যাব কেন?

নাগা-সর।—হাঃ হাঃ হাঃ—তু হামার কাছে আসবি কেন? হামি তুহারে সাদি করবে—হামার রাণী করবে—বুঝছিস্? আয় তু আয়—তুরন্ত চলিয়ে আয়— (মণিমালাকে ধরিবার জন্য অগ্রগমন)

মণি।—সরে যা নরাধম! আর এক পা এগিয়ে এলে তোর মাথায় বজ্রাঘাত হবে!

নাগা-সর।—ফোঃ!—হামি নাগা-সরদার আছে—হামার হাঁক শুনিয়ে বাজের আওয়াজ থামিয়ে যায়! তু—আয়—

[ধরিবার জন্য ধাবন,—ক্ষিপ্রভাবে
মণিমালার পার্শ্বে গমন]

নাগা-সর—আরে—ই তো বড়া চালাক আছে—তা হামার সাথে চালাকি খাটবেক না—এই—তুহারা ইহাকে ঝটপট ধরিয়ে লে—

নাগগণ।—ধরিয়ে লে—ধরিয়ে লে—ধরিয়ে লে—

(নেপথ্যে তূর্য্যধ্বনি—সঙ্গে অস্ত্রধারী সৈন্যগণসহ চন্দ্রকেতুর প্রবেশ।)

চন্দ্র।—পাকড়াও সকলকে! যেন হাত তুলতে না পারে!

(সৈন্যগণ কর্ত্তৃক নাগা-সরদার ও নাগাগণ ধৃত হওন।)

নাগা-সর।—ইয়ে—ই—এ—

নাগাগণ।—সরদার—হুকুম—

নাগা-সর।—হাঁ—হাঁ—হাঁ—

চন্দ্র।—থাক্—হুকুম দিতে হবে না আর! বেশী খাপ্পা হলে—গলায় ফাঁস বেঁধে গাছে লটকে দেওয়া হবে! আমি কে জান?—নাগার যম চন্দ্রকেতু!

নাগা-গণ।—য়্যাঁ—য়্যাঁ—য়্যাঁ—

চন্দ্র।—ইয়ানপুর চূর্ণ করে এসেছি—সহস্র নাগাকে বন্দী ক'রে মণিপুরে নিয়ে চলেছি—তোমাদেরও তাদের সাথী করা হবে!—এদের পিছমোড়া করে বেঁধে বন্দীদের মধ্যে নিয়ে যাও—

[নাগাগণকে লইয়া সৈন্যগণের প্রস্থান।]

ভগবানকে ধন্যবাদ—উপযুক্ত সময়েই আমি উপস্থিত হয়ে—এই দুর্ব্বৃত্তদের কবল থেকে আপনাকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছি!

মণি।—মহাশয়! বড় বিপদে আমি আপনার অনুগ্রহে রক্ষা পেয়েছি! আপনি আমার জীবনদাতা।

চন্দ্র।—আমি আমার কর্ত্তব্য পালন করেছি; বিপন্নের উদ্ধার—ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম; আর আপনার বিপদের আশঙ্কা নেই।

মণি।—আপনার এই অনুগ্রহের কথা চিরকাল আমার মনে থাক্‌বে,—এখন আমি নির্ভয়ে যেতে পার্‌বো।

চন্দ্র।—আপনার কাছে আমার একটিমাত্র প্রার্থনা আছে; —আমি আপনার আত্মপরিচয় শোন্‌বার প্রত্যাশী নই, আপনাকে সে কথা জিজ্ঞাসাও কর্‌ব না;—আপনার গন্তব্য স্থানে আপনাকে রেখে আস্‌ব—এইমাত্র আমার প্রার্থনা;—আমাকে এই অনুমতিটুকু দান করুন।

মণি।—আপনার এই স্বার্থশূন্য দয়ার জন্য আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ;—কিন্তু আমার গন্তব্য স্থান যে কোথা, তা আমি নিজেই জানি না; সুতরাং আপনাকে সঙ্গে নিয়ে অনর্থক কষ্ট দিতে আমার ইচ্ছা হয় না!

চন্দ্র।—কিন্তু আপনি জানেন না—এতে আপনার কি রকম আশঙ্কা আছে! এ অঞ্চল দস্যু তস্করে পূর্ণ—পদে পদে আপনার বিপদের সম্ভাবনা! আপনার কথা শুনে অনুমান হয়—আপনি অত্যন্ত বিপন্না, যদি আপনার আপত্তি না থাকে—অসঙ্কোচে আপনি আমাকে সমস্ত কথা বল্‌তে পারেন; আমার দ্বারায় আপনার উপকার ব্যতীত অনিষ্ট হবে না!

মণি।—আপনাকে বলতে আমার আপত্তি নেই—আমি এক পাপিষ্ঠ ফুঙ্গির আখড়ায় আবদ্ধা ছিলুম; সেই খান থেকে আমি পালিয়ে আসছি; হয় তো এতক্ষণে আমার অন্তর্দ্ধানের কথা সেখানে প্রকাশ হয়ে পড়েছে; রক্ষীরা হয় তো আমার অনুসরণ কর্‌ছে; যদি তারা এখানে এসে পড়ে—

চন্দ্র।—তা হলে তারা স্তম্ভিত হয়ে দেখতে পাবে—সহস্র রক্ষী আপনাকে রক্ষা কর্‌বার জন্য জীবন পণ করে দাঁড়িয়ে আছে। আপনি আর আপত্তি কর্‌বেন না—আমার সঙ্গে চলুন।

মণি।—কোথায় যাবো? আপনি আমাকে কোথায় নিয়ে যাবেন?

চন্দ্র।—আপনি যেখানে যাবার জন্য আদেশ কর্‌বেন!

মণি।—তাহলে আমার আত্মকাহিনী—যতখানি আমি জানি—সব আপনাকে বলতে হয়!

চন্দ্র।—যদি বাধা না থাকে, স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন;—আসুন—আপনার আত্মকাহিনী শুন্‌তে শুন্‌তে আমরা অগ্রসর হই;—এই অরণ্যের পর লোকালয় আছে,—সেখানে আশ্রয় পাওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন হইবে না।

মণি।—তাই চলুন—

[উভয়ের প্রস্থান।]

(মামুক ও মাকুর প্রবেশ।)

মামুক।—মাকু—

মাকু।—প্রভু—

মামুক।—উহুহুহুঃ—দেখলে—দেখলে সব—উহুহুহু—

মাকু।—আজ্ঞে হাঁ প্রভু—সবই তো দেখলুম।

মামুক।—শুনলে—উহুহুহু—শুনলে তো সব—

মাকু।—আজ্ঞে হাঁ—শুনলুম বই কি প্রভু—

মামুক।—আমার মণি—মাকু শুনছ—আমার মণি—বাঘের হাতে—উহুহুহু—বাঘের হাতে গিয়ে পড়েছে—উহুহুহু—

মাকু।—বাঘটা কিন্তু বড় মজার—

মামুক।—য়্যাঁ—য়্যাঁ—কি বলছ, কি বলছ—মজার বাঘ! উহুহুহু—কেন বল দেখি—কেন বল দেখি—

মাকু।—দেখলেন না—বাঘ বেটার থাবা যেমন ধারাল, মুখখানাও তেমনি চোকাল; মেয়েমানুষ বশ কর্ত্তে বাঘ বেটা ভারি মজবুত।

মামুক।—ঠিক বলেছ—ঠিক বলেছ—ঠিক বলেছ,—মাকু—ঠিক বলেছ তুমি,—বাঘ বেটা নাগার মাথায় থাবা মারে নি মাকু—নাগার মাথায় মারে নি—আমার মাথায় থাবা মেরেছে;—আমার মণিকে—উহুহুহুঃ—মাকু—আমার মণিকে হাত করে ফেলেছে! আমি বেটা বারো বছরে—উহুহুহু মাকু—বারো বছরে

কিছু করতে পারলুম না—বেটা এক কথায় হাত করে কাজ ফতে করেছে—

মাকু।—তা—এখন কি করবেন প্রভু ?

মামুক।—হাঁ—হাঁ—ঠিক বলেছ—ঠিক বলেছ—প্রভু এখন কি করবেন! হাঁ—হাঁ—মাকু—মণিকে—বুঝেছ—মণিকে ফিরিয়ে নিতে হবে,—বাঘ বেটার থাবা বাঁচিয়ে বুঝেছ—উহুহুহু আমার মণি—

মাকু।—তাহলে কি ওদের পেছু নেওয়া যাবে ?

মামুক।—না—না—না—মাকু—না—পেছু না—আগু নিতে হবে,—বনের পথ আমাদের চোখের ওপর আছে—আগে গিয়ে—বুঝেছ—আগে গিয়ে—চটিদার হয়ে দোকান খুলে বস্‌তে হবে—বুঝেছ—

মাকু।—আজ্ঞে—আজ্ঞে—

মামুক।—না—না—আজ্ঞে না—এ চমকাবার কথা নয় মাকু—উহুহুহু—শোনো—কথাটা শোনো—বনের ধারেই তো তোমার বাড়ী—সেইখানে বুঝেছ—এঁটে চুল—দাড়ী, হ'য়ে মোহন্ত ধাড়ী—বাঘ বেটাকে আশ্রয় দেওয়া যাবে—তারপরে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা—বুঝেছ—

মাকু।—আজ্ঞে হাঁ—বুঝিছি—তবে চলুন—

মামুক।—হাঁ—চল—চল—উহুহুহু—মাকু—আমার মণি—উহুহুহু— [উভয়ের প্রস্থান।]

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

মাকুর বাটীর সম্মুখ।

দামোদর, দুলালচাঁদ, গোবিন্দগিরি।

দামোদর।—গুরুদেব! সমস্ত বনভূমি তো অতিক্রম ক'রে এলেম,—কিন্তু কই কোথায়ও তো রাজকন্যার সন্ধান পাওয়া গেল না!

গোবিন্দ।—কিছুই বুঝতে পারছি না,—হায় হায়—এত-দিন মণিকে প্রাণপণে রক্ষা ক'রে শেষে এইভাবে হারাতে হ'ল।

দুলাল।—কিন্তু আমি তো মন্ত্রিমশাই কিছুতেই নিরাশ হই নি;—গুরুদেবের মুখে মায়ের যে সব গুণকথা শুনলুম—তাতে খুব জোর গলা করে বলতে পারি বাবা—এ মাকে—দুনিয়ার মা সিংহাসনে বসাবার জন্য সংসারে পাঠিয়েছেন—বাঘ ভালুকের পেটে পোরবার জন্য নয়;—আমার মনে হয়—মা জগ-জ্জননী ঠিক জায়গাতেই তাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।—ওকি বাবা—খুব জবর সন্ন্যাসী দেখছি তো—দাড়ি যে তরঙ্গিণীর মতন ক্রমেই ছুটে চলেছেন—আর সঙ্গে উটি কে বাবা—ভগিরথ বাবাজি বুঝি—

গোবিন্দ।—ছি-ছি—সাধু-সন্ন্যাসীদের নিয়ে ব্যঙ্গ করা

মহাপাপ! হয় তো ওঁদের কাছ থেকে আমরা কিছু সন্ধান পেতেও পারি—

(অতি দীর্ঘ শ্মশ্রুধারী ছদ্মবেশী মামুক
ও সঙ্গে মাকুর প্রবেশ।)

মামুক।—দে-দে-দে-দে-দেখ— তা-তা-তা-তা-তা—সে মে-মে-মেয়েটিকে কো-কো-কোথায় পাঠাবার ব্য-ব্য-ব্যবস্থা করে দিয়ে এলে?

মাকুক।—(নাকি সুরে) আজ্ঞে—মেয়েটি যখন নিজের কোনো পরিচয় দিতে পারলেন না—কোথায় যাবেন—তা কিছু বলতে পারলেন না—তখন তাঁকে অগত্যা পঙ্গরাজ্যে মহারাজ ধীররাজের কাছেই পহুঁছে দেবার ব্যবস্থা করে দিয়ে এলুম।

মামুক।—তা-তা-তা-তা—বে-বে-বে-বেশ—করেছ—বে-বে-বে-বেশ করেছ—মে-মে-মে-মেয়েটি—ব-ব-ব-বড় ঘরের হে—খু-খু-খু-খুবই সু-সু-সু-সু-সুলক্ষণা—

দামোদর।—প্রভু! প্রভু! দাসের প্রণাম গ্রহণ করুন—

মামুক।—কে-কে-কে-কে—এ—গো-গো গো-গোবর্দ্ধন—তা-তা-তা তা—দে-দে-দে-দেখো—আমার দা-দা-দা-দাড়ী না মাড়ায়—

মাকু।—(নাকি সুরে) হাঁ-হাঁ-হাঁ-হাঁ—সরে দাঁড়ান—সরে দাঁড়ান—দেখছেন না প্রভুর দাঁড়ী—খবরদার—

[দাড়ী মৃত্তিকা হইতে তুলিয়া স্কন্ধে গ্রহণ।]

দুলালচাঁদ।—তাইতো বাবা—কি সর্ব্বনাশই করে ব'সে-ছিলেন মন্ত্রিমহাশয়—আহ্লাদে গদগদ হয়ে একেবারে দেবতার দাড়ির উপরে! উঃ কি ভাগ্যিস পা পড়ে নি বাবা—তাহ'লে তখন কি রক্ষে ছিল! এই দাড়ির এক এক গাছি চুল তৎক্ষণাৎ আসল কেউটে হয়ে একেবারে—ফোঁস!

মামুক।— গো-গো-গো-গোবর্দ্ধন— চ-চ-চ-চলো—চ-চ-চ-চলো—

মাকু।—আজ্ঞে আসুন—

দামোদর।—প্রভু! দয়া করে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন,—আমাদের একটী কথা জিজ্ঞাস্য আছে! আমরা একটী বালিকার অনুসন্ধানে এখানে এসেছি—যদি দয়া করে তার সন্ধান—

মামুক।— গো-গো-গো-গোবর্দ্ধন— জ্বা-জ্বা-জ্বা-জ্বালাতন করলে—উত্তর দাও—

মাকু।—প্রভুকে জ্বালাতন করবেন না,—উনি বেশী কথা কইতে ভালবাসেন না;—আপনারা কোন্ বালিকাকে খুঁজছেন—আমরা তা কি করে জানব? তবে কাল রাত্রে এখানে একটি বালিকা এসেছিল বটে,—আমি তাকে বিপন্ন দেখে প্রভুর কাছে নিয়ে যাই;—সে কোনো পরিচয় দেয় না—তাই আজ তাকে বঙ্গ-রাজের কাছে পাঠান হয়েছে।

গোবিন্দ।—সেই বালিকাটী কোথা থেকে আসছে—তা কিছু বলেছিল?

মাকু।—সে একটা মঘের আখড়া থেকে পালিয়ে এসেছে—শুধু এই কথা বলেছিল!

মামুক।—গো-গো-গো-গোবৰ্দ্ধন—আর নয়—আর নয়—যন্ত্রণা—জ্বা জ্বা জ্বা-লাতন!

মাকু।—না—আর নয়—আর কথা নয়—প্রভু চটেছেন—চলুন—চলুন— [মামুক ও মাকুর প্রস্থান।]

দুলালচাঁদ।—আমার মনে হচ্ছে—দাড়ু বাবাজি একটি আসল ভণ্ড বাবাজি—

গোবিন্দ।—আমাদের সঙ্গে ভণ্ডামি করে তাঁর লাভ কি?

দামোদর।—যাহোক—রাজকন্যা যে রাজধানীতেই গেছেন তাতে আর সন্দেহ নেই;—চলুন আমরাও অগ্রসর হই—

দুলাল।—তা চলো—কিন্তু দুলালচাঁদের মন থেকে অন্ধকার ঘুচলো না বাবা— [সকলের প্রস্থান।

(মামুক ও মাকুর প্রবেশ)

মামুক।—হাঃ হাঃ হাঃ—হোঃ হোঃ হোঃ—হেসে আর বাঁচি না মাকু!—

মাকু।—প্রভু! আপনার মুখে হাসি দেখলে—আমার প্রাণটা ধেই ধেই ক'রে নেচে উঠে; কিন্তু আপনি যখন উহুহুহু—উহুহুহু— আরম্ভ করেন— আমার প্রাণের ভেতরও তখন হুহুহু ক'রতে থাকে—

মামুক।—এবার কেল্লা মার দিয়া মাকু—আর উহুহুহু করছি না—জবর ফন্দি এঁটে, ফেউ বেটাদের পগার-পার করে দিয়িছি,—আর ওদিকে কেঁদো বাঘ বেটা-কেও একরকম খাঁচার ভেতর এনে পুরিছি—

মাকু।—তা পুরেছেন প্রভু—কিন্তু কাজে তো কিছু হচ্ছে না—কেঁদো বাঘ খাঁচার ভেতর এসে আপনার সেই সাধের বেয়াড়া সিংহীটিকে তোফা পটিয়ে ফেলেছে!

মামুক।—হু—হু—হু—মাকু—ঠিক বলেছ—ঠিক বলেছ—

বাঘ আমার সিংহীকে—উহুহুহুহু—

মাকু।—আবার প্রভু উহুহুহু—

মামুক।—কুহুহু—ডাকবার ফুরসদ পাচ্ছি কই মাকু—

মাকু।—কেন—এই তখন বলছিলেন—সিংহীটাকে হাত করবার একটা কি জবর উপায় করেছেন—

মামুক।—হাঁ—হাঁ—হাঁ—মনে পড়েছে—মনে পড়েছে—ভুলে গিয়েছিলুম—মনে পড়েছে মাকু;—ভারি-ভারি-জবর উপায়,—শোনো-শোনো-বলি শোনো—বাঘ বেটা কি ঠাওরেছে জান—সিংহীটাকে মণিপুরে নিয়ে যাবে; তাই না শুনে—ফন্দি করে ওর ফৌজদের আগে থাকতে রওনা করে দেওয়া গেছে—আর বাঘ ঠিক করেছে—সিংহীকে নিয়ে নৌকো করে ইরাবতী দিয়ে দেশে যাবে;—সেই নৌকোর ভার এখন আমার হাতে—

মাকু।—তারপর—এখন কি করতে হবে!

মামুক।—একখানা নৌকো যোগাড় করতে হবে,—আর কৌশল করে—সেই মায়া দ্বীপে নিয়ে গিয়ে ওদের তুলতে হবে। জান তো—সেটা ভাঁটার সময় ভাসে—জোয়ারের সময় একেবারে তলিয়ে যায়!—সেই খানেই একেবারে দফা রফা বুঝলে?—চুপ—দরজা নোড়ছে!

(বাটীর দরজা খুলিয়া চন্দ্রকেতুর প্রবেশ।)

চন্দ্র।—এই যে—আমি আপনাদেরই খুঁজেছিলেম; আমরা আজই যাব স্থির করেছি।

মামুক।—তা—তা—তা—আ—আ—আ—আজই যাবে বা—বা—বা—বাবাজী—আর—দু—দু—দুদিন—

চন্দ্র।—আজ্ঞে না—জানেন তো আমার সৈন্যদের ছেড়ে

দিয়েছি,—জলপথে যেমন করেই হোক্—তাদের পূর্ব্বেই আমাকে পহুঁছতে হবে।

মামুক।—তা—তা— তা— সে— সে— সে—মা—মা—মা—মা মায়া দ্বীপটা দে—দে—দে—দেখে যাবে না—

চন্দ্র।—তা দেখতে হানি কি? যাবার সময়—সেইখান হয়েই যাওয়া যাবে।—আপনি কেবল নৌকখানা—

মামুক।—সে—সে—সে— ঠি—ঠি— ঠি—ঠিক আছে—ঠিক আছে—এখন একটু বিশ্রাম করগে বাবাজী,—আমি ঠিক সময়েই তোমাকে খবর দোব—

চন্দ্র।—যে আজ্ঞে। [বাটীর মধ্যে প্রস্থান।]

মামুক।—মাকু! এইবার—

মাকু।—যে আজ্ঞে। [উভয়ের প্রস্থান।]

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

মায়া-দ্বীপ।

(ইরাবতী নদীর মধ্যস্থলে ক্ষুদ্র ভূখণ্ড)

চন্দ্রকেতু ও মণিমালা।

চন্দ্র।—দেখ, মণি! এ স্থানটি কেমন সুন্দর! স্রোতস্বতী ইরাবতী চারদিক ঘিরে স্থানটিকে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের আকারে পরিণত করেছে! মোহন্তগণ সত্য কথাই বলেছেন,—স্থানটী বড়ই মনোমুগ্ধকর! তোমার কি ভাল লাগছে না মণি?

মণি।—এমন সুন্দর স্থান—আমি বোধ হয় আর কখনও দেখিনি! এখান থেকে যেতে আমার মায়া হ'চ্ছে;

—আনন্দপ্রকাশের এমন সুন্দর স্থান বুঝি আর কোথাও পাব না।

চন্দ্র।—আমার মনে হয়—তুমি যেখানে থাক, সেই স্থানই আনন্দময়; সেইখানে থাক্‌লেই আমি আনন্দ পাই। আমার এ প্রলাপ শুনে তুমি কি কিছু বুঝতে পারছ? না, আরো পরিষ্কার করে বলতে হবে? —না, না, এ আমার বাতুলতা! বামন হয়ে আকাশের চাঁদ ধরবার চেষ্টা!

মণি।—কেন চন্দ্রকেতু—তুমি এ কথা বলছ?—হঠাৎ তুমি এত গম্ভীর হলে কেন?

চন্দ্র।—তবে বলি শোন,—আমার ইচ্ছা ছিল—আমাকে বিবাহ করবার জন্য তোমাকে অনুরোধ করব; কিন্তু অবস্থা বুঝে আমি এখন কঠিন সমস্যায় পড়েছি! আমি বুঝতে পেরেছি—তুমি কোন ভাগ্যবানের কন্যা; এমনো হতে পারে—হয় তো তুমি কোনো রাজার নন্দিনী! এ অবস্থায় সংসারে যার একখানি তরবারি আর যোদ্ধার উপযোগী সম্ভ্রম ব্যতীত আর কোনো সম্বল নাই—তাকে বিবাহ করবার জন্য কেমন ক'রে তোমাকে অনুরোধ করব?

মণি।—সে সব কথা ছেড়ে দাও—সে স্বপ্ন মাত্র!

চন্দ্র।—না—মণি—স্বপ্ন নয়;—তোমার প্রতি মোহন্ত মামুকের আচরণ, আর গোবিন্দগিরির আশ্বাসবচন শুনে

স্পষ্টই বুঝতে পারা যাচ্ছে—তুমি রাজনন্দিনী—সামান্য গৃহস্থের কন্যা নও।

মণি।—বেশ, যদি তাই হয়,—যদি আমি সম্রাটনন্দিনিও হই—তাহলেও—

চন্দ্র।—কি করতে মণি?

মণি।—আমার মনের কথা কি বুঝতে পার নি?

চন্দ্র।—তাহলেও কি তুমি আমাকে—বলতে সাহস হচ্ছে না মণি—তাহলেও কি তুমি আমাকে পতিত্বে বরণ করতে কুণ্ঠিত হবে না! এই কি তোমার মনের অভিপ্রায়?

মণি।—তুমি ভিন্ন আর কেউ আমার স্বামী হবে না।

চন্দ্র।—[মণির হস্ত ধরিয়া] ওই দেখো—ওই দেখো মণি—তোমার মুখে এই স্বর্গীয় বাণী শুনে অপরাহ্নের সূর্য্য ইরাবতীর তরঙ্গময় জলরাশি—দূরে শ্যামল তটভূমি রাঙা রঙে রঞ্জিত করে সগৌরবে অস্তাচলগামী হচ্ছে!—এ সুখস্মৃতির একটা কিছু চিহ্ন রাখা উচিত; এস মণি—এই সামান্য অঙ্গুরি তোমার চম্পকতুল্য অঙ্গুলিতে পরিয়ে দিয়ে স্বর্গসুখ উপভোগ করি। (অঙ্গুলিতে অঙ্গুরি প্রদান)

মণি।—আর আমি এর বিনিময়ে কি তোমাকে দোব চন্দ্রকেতু—সম্বলের মধ্যে আমার আছে শুধু একছড়া পান্নার মালা;—এসো, এইই তোমার গলায় আদর

ক'রে পরিয়ে দিই।—(তথাকরণ)—এ কি ! হঠাৎ আমরা কেঁপে উঠলুম কেন ! দেখ—দেখ—দ্বীপটা কাঁপছে—ক্রমেই বুঝি জলের ভেতর ডুবে যাচ্ছে !

চন্দ্র।—ওঃ—তাই ত ! এইজন্যই এর নাম বোধ হয় মায়া দ্বীপ !—চল আমরা নৌকায় ফিরে যাই।

মণি।—চল— (মামুক ও মাকুর প্রবেশ)

মামুক।—বা-বা-বা-বাবাজি বা-বা-বা-বাবাজি—একটা মা-মা মা-মানুষ—ডু-ডু ডু-ডুবে যাচ্ছে—

চন্দ্র।—সেকি ! কোথায় ?

মামুক।—ও-ও-ও-ওই যে—হা-হা-হা-হাবুডুবু খাচ্ছে—

চন্দ্র।—তাই নাকি ! ভয় নেই—এখনই ওকে উদ্ধার করবো— [বেগে প্রস্থান]

মণি।—চলুন, আমরাও এগিয়ে যাই।

মামুক।—বে-বে-বে বেশ তো—ওই নৌ নৌকায় ওঠো—নৌকো এসেছে—

(দুইজন দাঁড়ি নৌকা বাহিয়া আসিল)

নেপথ্যে চন্দ্রকেতু।—মহন্তজি ! কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না—

মামুক।—থা-থা থা থাক, নৌ-নৌ-নৌকো নে যাচ্ছি—দ্বী-দ্বী-দ্বীপটি ডু ডু ডু-ডুবছে—এসো না—নৌ-নৌকো নে যাচ্ছি—(মণির প্রতি) ও-ও-ওঠো তুমি—দে-দে-দে-দেখছনা—পা পর্য্যন্ত ডু-ডু-ডুবে গেলো—

(মণিমালা, মামুক ও মাকুর নৌকায় আরোহন)

মণি।—প্রভু! শীঘ্র ওদিকে নৌকা নিয়ে যেতে বলুন—জল ক্রমেই ফুলে উঠছে—

চন্দ্র।—আমার কোমর পর্য্যন্ত ডুবে গেছে—আর এগোতে পারছি না—শীঘ্র নৌকো আনতে বলুন—

মামুক।—ভ-ভ ভ-ভয় নেই—যা-যা-যা যাচ্চি—

মাকু।—সামনে সোজা চালাও—

মণি।—সামনে কি গো! ওই দিকে—ওই দিকে—

মামুক।—চো-চো-চোপরাও—(দাড়ি খুলিয়া) আমি কে মণি চিন্তে পার? মা—মু—ক!

মণি।—য়ঁ্যা—য়ঁ্যা—য়ঁ্যা—চন্দ্রকেতু—চন্দ্রকেতু—

মামুক।—মুখ বেঁধে ফেলো মাকু—

মণি।—চন্দ্র—

মাকু।—(মুখ চাপিয়া) চুপ!—চালাও—

নৌকা বাহিয়া প্রস্থান।

নিমগ্ন দ্বীপে—আবক্ষ জল বাহিয়া চন্দ্রকেতুর প্রবেশ।

চন্দ্রকেতু।—য়ঁ্যা—চলে গেলো—সত্য সত্য চলে গেলো—আমাকে মৃত্যুর মুখে ফেলে চলে গেলো! মণির আর্ত্তনাদ—একবার—একবার শুনছিলেন!—ওই—ওই—আবার—আর্ত্তনাদ! কিন্তু নৌকা আর দেখা যাচ্ছে না!—উঃ—কি ভীষণ মোহন্ত ওরা! কি ভয়ঙ্কর চক্রান্ত! মণি—মণি—মণি—উত্তর নেই!

কে আর উত্তর দেবে !—একি ! একি ! জল ক্রমেই ফুলে উঠছে —ক্রমেই ফুলে উঠছে ! ওই—পর্ব্বতের মতন স্রোত ছুটে আসছে ! আর উপায় নেই—আর উপায় নেই—রক্ষার আর উপায় নেই—ডুবলেম—ডুবলেম—ডুব—ও হ্—

জলোচ্ছ্বাস ও দ্বীপ নিমজ্জন।

—·—

দ্বিতীয় অঙ্ক

—·—

প্রথম গর্ভাঙ্ক !

সুসজ্জিত প্রাসাদ-কক্ষ।

ধীররাজ, মণিমালা,—দূরে মামুক।

ধীররাজ।—মামুক ! মণিকে তুমি আমার হাতে সমর্পণ ক'রে—আমার এই যন্ত্রণাময় বিড়ম্বনাময় জীবনে সঞ্জীবনী সুধা ঢেলে দিয়েছ ! আমার মণিকে না পেলে—আমি আত্মহত্যা করতুম ; তুমি আমাকে মহাপাপ হ'তে রক্ষা করেছ ! তোমার জন্যই আমি মণিকে ফিরে পেয়েছি ! তোমার এই মহাকার্য্যের তুচ্ছ পুরস্কার—লক্ষ স্বর্ণমুদ্রাসহ নানারত্নরাজিপূর্ণ—আমার চিরপ্রিয়—মরকত প্রাসাদ ! আজ থেকে

তুমি সেই প্রাসাদের অধিকারী।—এই দানপত্র গ্রহণ কর মামুক।

মামুক।—[দানপত্র গ্রহণপূর্ব্বক] মহারাজের অপার দয়া! [প্রস্থান]

মণি।—বাবা! মামুকের পুণ্যের পুরস্কার দিলেন,—কিন্তু অপরাধের তো বিচার ক'রলেন না! ইরাবতীর অরণ্যে আমি যে মহাপুরুষের অনুগ্রহে দস্যুর কবল হ'তে রক্ষা পেয়েছিলেম—আমাকে আপনার কাছে এনে পুরস্কার পাবার জন্য এই মামুক তাঁকে নিতান্ত নিষ্ঠুরের মতন ইরাবতীর উত্তাল তরঙ্গে ভাসিয়ে দিয়ে এসেছে।

ধীররাজ।—মা! সে সব কথা তো শুনিছি,—সঙ্গে সঙ্গে সেই মহাত্মার সন্ধানের জন্য ইরাবতী-তীরে বহু লোক প্রেরণ ক'রেছি; অমাত্য দামোদর আর বয়স্য দুলাল-চাঁদ—এঁরাও তাঁর সন্ধানে গেছে!

মণি।—তাঁর সন্ধান কি আর এ সংসারে কেউ পাবে বাবা? আমাদের তরণীর কাছ দিয়ে তাঁর পুণ্যদেহ ভেসে যেতে দেখেছি—তাঁকে তোলবার জন্য সকাতরে আমি এই পাপিষ্ঠের কাছে অনুরোধ করিছি—কিন্তু কিছুতেই আমার অনুরোধে কর্ণপাত ক'রলে না! নরাধম—এমনি পাপিষ্ঠ—এমনই নিষ্ঠুর।

ধীররাজ।—মা! মামুক যত বড় পাপীই হোক—যত

দোষেই দোষী হোক—তবু সে তোমার প্রতিপালক—তোমার আশ্রয়দাতা—আমার তুল্য সেও তোমার পূজার পাত্র! আমি যখন রাক্ষসী মায়ায় অভিভূত হ'য়ে তোমাকে প্রকৃতির বক্ষে নিক্ষেপ ক'রেছিলেম, মামুক তখন পিতার স্নেহে তোমাকে কোলে তুলে নিয়েছিল! মামুক যদি তোমাকে আশ্রয় না দিত—তাহ'লে আজ কি তুমি মামুককে পাপীষ্ঠ ব'লে ধিক্কার দেবার জন্যও এ সংসারে বেঁচে থাকতে মা? তোমার এই হতভাগ্য পিতার সামনে আবার কি তুমি উদয় হ'য়ে পিতা ব'লে সম্বোধন করবার অবকাশ পেতে মণিমালা?

মণি।—বাবা—তাই হোক—মামুকের সমস্ত দোষ আমি ভুলে যাবো—আর তার নিন্দা ক'রব না!

ধীররাজ।—মা আমার! দেখতে পাচ্ছো—শরীর আমার ভেঙ্গে প'ড়েছে,—এখন তোমাকে পেয়ে আবার আমার বাঁচবার সাধ হ'চ্ছে—

মণি।—বাবা! আমিও বুঝি আজ নতুন জগতে এসেছি; কল্পনায় এতদিন দেবতার পুজা ক'রেছি—আজ চ'খের ওপর প্রত্যক্ষ দেবতা দেখতে পাচ্ছি! বাবা—বাবা—

ধীররাজ।—মা আমার—মা আমার—কাছে আয়—কাছে আয়—

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রাসাদ-অলিন্দ।

নাতালি ও মজালিন্দ।

নাতালি।—মজালিন্দ! শুনেছ—মামুক রাজকন্যা মণি-মালাকে রাজার হাতে সমর্পন ক'রেছে!

মজালিন্দ।—শুনিছি দিদি।

নাতালি।—তুমি কিছু ক'রতে পারলে না!

মজালিন্দ।—হাঁ দিদি—আমি কিছু ক'রতে পারি নি! কিন্তু এখন আমার মনে হ'চ্ছে, কিছু না ক'রেই ভাল ক'রেছি!

নাতালি।—একথা বলবার অর্থ কি মজালিন্দ?

মজালিন্দ।— অর্থ?—দিদি! আমি রাজকন্যাকে দেখেছি!

নাতালি।—তাতে কি হ'য়েছে মজালিন্দ?

মজালিন্দ।—তাতে—অন্তর আমার ভরে গেছে দিদি! রাজকুমারী পরীর মতন সুন্দরী, অমন রূপসী আমি জীবনে কখনো দেখিনি! প্রথম দর্শনেই আমি তাকে ভালবেসে ফেলিছি,—সে আমাকে পাগল ক'রে তুলেছে দিদি!

নাতালি।—মজালিন্দ! কি ব'লছ তুমি? আমি যাকে সংহার করবার ষড়যন্ত্র করছি—তুমি তাকে ভালবেসেছ—তার রূপে তুমি পাগল হয়ে উঠেছ, আমার সামনে অম্লানবদনে সে কথা বলছ! ছি!

মজালিন্দ।—দিদি! দিদি! ক্ষমা করো—রক্ষা করো আমাকে; সত্যই আমি রাজকন্যাকে ভালবেসেছি! সে জন্য আমি অবশ্যই অপরাধী—কিন্তু আমার সে অপরাধ মার্জ্জনা করো দিদি! তোমার ইচ্ছা দিদি—আমি পঙ্গের সিংহাসনে, বসি আর রাজার ইচ্ছা—রাজকন্যা সিংহাসন পায়! উভয়ের ইচ্ছা যেখানে বিভিন্নমুখী, সেখানে সম্প্রীতিই শ্রেয়ঃ;—তাই বলছি—রাজকন্যার সঙ্গে আমার বিবাহ—

নাতালি।—বুঝিছি—তোমার অভিপ্রায় বুঝিছি মজালিন্দ; তুমি রাজকন্যাকে বিবাহ ক'রে নির্ব্বিবাদে সিংহাসনে বসতে চাও! হাঁ—তোমার এ যুক্তি মূল্যবান বটে!

মজালিন্দ।—বুঝতে পেরেছ দিদি—এতে আমাদেরই জেদ বজায় থাকবে—আমাদেরই সঙ্কল্প সিদ্ধ হবে; হিন্দু রাজকন্যা মঘ-রাজপুত্রের সহধর্ম্মিনী হলে—পঙ্গ রাজ্য মঘ-রাজ্য হবে—আর এখানকার মঘদ্বেষী গোঁড়া হিন্দুর দল তখন পাগল হ'য়ে যাবে!

নাতালি।—রাজা এখন খুবই অসুস্থ; কেবল এ সময় মেয়েটাকে পেয়ে কোন রকমে প্রাণটাকে চেপে ধরে

আছে! তাই এক দণ্ডও মেয়েকে চখের আড়ালে যেতে দেয় না;—ভয়, পাছে আমি তার কোনো অনিষ্ট করি! এখন আমি যদি রাজার কাছে এ প্রস্তাব করি, তাহ'লে মেয়েকে নিষ্কণ্টক করবার জন্য নিশ্চয়ই এতে রাজী হবে। আজিই আমি কথা তুলব,—তুমিও সময় বুঝে রাজকন্যার সঙ্গে সম্প্রীতি-স্থাপনের চেষ্টা করো।

মজালিন্দ।—উত্তম! [উভয় দিকে উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রাসাদ-কক্ষ।

ধীররাজ, মণিমালা, নাতালি, মজালিন্দ, দামোদর, দুলালচাঁদ ও বৈদ্যগণ।

ধীররাজ।—আমার সময় নিকট হয়ে এসেছে,—শীঘ্রই দীপ নিবে যাবে;—তাই আজ সকলকে এখানে ডেকেছি; আমার এখন কতকগুলি বক্তব্য আছে আমি এখন তা বলতে ইচ্ছা করি। আমার কথা, শুনতে তোমাদের বোধ হয় কোন আপত্তি নেই।

দামোদর।—মহারাজের কথা শুনতে আমরা সকলে বাধ্য,—আপত্তির কোনো কারণ দেখি না।

ধীররাজ।—বেশ,—তোমরা সকলেই জানো—মণিমালা

আমার একমাত্র বংশধর, সুতরাং আমার মৃত্যুর পর সেইই আমার উত্তরাধিকারিণী।

দামোদর প্রভৃতি।—জানি।

ধীররাজ।—আজ যদি আমার মৃত্যু হয়—কাল তোমরা মণিমালাকে আমার সিংহাসনে অভিষিক্ত ক'রে—আমার সম্মান তাকে প্রদান করতে রাজী আছ?

দামোদর প্রভৃতি।—রাজি আছি মহারাজ!

ধীররাজ।—আমার প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত এই কন্যা—আমার এই একমাত্র বংশধর আদরিণী কন্যা—আমার উত্তরাধিকারিণী; আজ হতে ইনিই তোমাদের রাণী,—একথা তোমরা ঈশ্বর সাক্ষ্য করে স্বীকার করছ?

দামোদর প্রভৃতি।—হঁা আজ থেকে ইনিই আমাদের রাণী—মহারাণী।

ধীররাজ।—বৎসে! তুমি আমার বিবাহিতা পত্নীর গর্ভ-জাত কন্যা, আমার সিংহাসনে তোমার ন্যায়সঙ্গত অধিকার! আমার বিশ্বস্ত রাজকর্ম্মচারীগণ সকলেই তোমার অধীনতা স্বীকার করেছেন। সুতরাং আমি তোমার হস্তে এই রাজমুকুট সমর্পন করছি—গ্রহণ কর মা; আমার এই মুকুট ধারণ ক'রে পঙ্গরাজ্যের প্রজাদের তুমি আজীবনকাল পুত্রবৎ প্রতিপালন কর: তাদের কল্যান-সাধন যেন তোমার একমাত্র লক্ষ্য হয়।

মণিমালা।—বাবা! বাবা! আমি কি আপনার এই

পবিত্র মুকুট রক্ষা করতে সক্ষম হবো ?

ধীররাজ।—দামোদর ! এগিয়ে এসো ;—তোমরাই পুরুষানুক্রমে পঙ্গের এই রাজবংশের মুকুট রক্ষা করে আসছো ; আজ সেই মুকুট—আমার আদি-পুরুষের সেই গৌরব-মুকুট আমার কন্যার হাতে অর্পণ করেছি ; তুমিই এখন এই মুকুটের রক্ষক ;—বলো দামোদর—আজীবনকাল তুমি তোমার রাণীর মুকুট রক্ষা করবে ; বলো—নিরাপদে রাণীর মুকুট-উৎসব সম্পন্ন করে—অভিষেকের দিন—এই মুকুট আবার তার মাথায় পরিয়ে দেবে ?

দামোদর।—মহারাজ ! আমার শক্তিমান পিতৃপুরুষগণ যে শক্তিতে এই রাজমুকুট রক্ষা করে এসেছেন, আমার সে শক্তি-সামর্থ কোথায় ? আমি যে তাঁদের অপদার্থ বংশধর ! তবে আমার প্রভু যখন এই অপদার্থের উপরই এমন সম্মানজনক কার্য্যের ভার দিচ্ছেন, তখন প্রাণপণে আমি তা পালন করবো : মহারাণীর মুকুট-উৎসব সম্পন্ন ক'রে সগৌরবে ঐ মুকুট তাঁর মস্তকে স্থাপন করবো ; দামোদরের হৃদয়-শোণিতে আগে মহারাণীর পদপ্রখ্যালিত না ক'রে কেউ তাঁর মাথার মুকুট—আমার প্রভুদত্ত মুকুট—আমার পিতৃপুরুষস্পর্শিত পুণ্য মুকুট স্পর্শ করতে পারবে না ;—এই আমার অটল প্রতিজ্ঞা !

ধীররাজ—মজালিন্দ! তুমি সুবিখ্যাত বীর; তোমার যে তরবারী এতদিন আমার রক্ষার্থ নিযুক্ত ছিল, বল—আজ থেকে সেই তরবারি আমার কন্যাকে রক্ষা করবে?

মজালিন্দ।—আজ থেকে আমার এই তরবারি—আমার রাণী মণিমালার উপাসক—রক্ষক—আদেশপালক' মহারাণীর কল্যাণের জন্য আজ থেকে আমার জীবন উৎসর্গ করলেম।

ধীররাজ।—রাণী! রাণী! আমার মণিকে আমি তোমার হাতে সঁপে দিচ্ছি,—তুমি একে তোমার গর্ভজাত কন্যার মত দেখো রাণী—

নাতালী।—মণিতো আমার পর নয় মহারাজ! বিশেষতঃ যখন মজালিন্দের সঙ্গে—

ছুলালচাঁদ।—(বাধা দিয়া)—আপনার মণির প্রতি মহারাণীর স্নেহ মমতার কথা শুনে রাজ্যময় ধন্য ধন্য ধ্বনি পড়ে গেছে মহারাজ! ফুঙ্গিরাজ মামুক যেমন মণিমালার উপকারী লোক—রাণীমা তাঁর চেয়েও বেশী হিতকারী—কি বলেন মন্ত্রী মশাই?

ধীররাজ।—মা—মা—মণিমালা—আমার কর্ত্তব্য এতক্ষণে শেষ হয়েছে; অতি বলকারক দ্রব্যগুণের বলে বৈদ্যগণ আমাকে এই কথাগুলো বলবার জন্য এতক্ষণ বাঁচিয়ে রেখেছেন,—কিন্তু এবার আমার সে শক্তি

হ্রাস হয়েছে; জিহ্বা আমার বদ্ধ হ'য়ে আসছে,—কণ্ঠ-তালু শুষ্ক—মা কাঁদিস নি—কান্না কেন মা—আমাকে শান্তিতে মরতে দে;—আমার আর কথা কয়বার শক্তি নেই—ওঃ—হরে মুরারে মধুকৈটভারে, গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে—[মৃত্যু]

মণিমালা—বাবা—বাবা—বাবা—

অন্যান্য সকলে।—মহারাজ—মহারাজ—মহারাজ!!

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

প্রাসাদ-সংলগ্ন-উদ্যান।

পুরবালাগণ।—(গীত)

এসো সবে মিলি, দিয়ে করতালি, বলি—জয়-জয়।
রাজার নন্দিনী, হইলেন রাণী, রাষ্ট্র রাজ্যময়॥
বল সবে প্রাণভরি, ধর্ম্মরাজে সাক্ষী করি,
হোক রাজ্য সুরপুরী,— রাণী মণিমালার প্রভায়।
নতজানু হোয়ে যোড় করি কর, ডাক একমনে যতেক অমর,
রাণীর সুযশে ভরুক অম্বর, দেবতা হউন সদয়॥

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

উদ্যানের অপর পার্শ্ব।

(মজালিন্দের প্রবেশ।)

মজালিন্দ।—আশ্চর্য্য! সিংহাসনে আরোহন করবার পূর্ব্বে মণিমালার যে ভাব—যে মূর্ত্তি—যে প্রকৃতি দেখেছিলেম, এখন তার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন দেখে স্তম্ভিত হয়েছি! কি যেন এক অলৌকিক শক্তির প্রভাবে সে এখন রাজদরবারের সকলকে বশীভূত ক'রে ফেলছে! রাণীর দিকে দৃষ্টিপাত করলে অতি বড় সাহসী বীরের মস্তকও সসম্ভ্রমে অবনত হয়! আরো আশ্চর্য্য এই—রাণীর কাছে দরবারের সকল পদস্থ কর্ম্মচারীর সমান সম্মান! আমার প্রতি যে, রাণীর অনুরাগ আছে, সে যে আমাকে প্রাণভরে ভালবাসে, আমি যে তার ভবিষ্যৎ স্বামী—তার ব্যবহারে ঘুণাক্ষরেও তা জানবার উপায় নেই! অথচ আমি জানি—এই স্পর্দ্ধিতা রমণী আমাকে বিবাহ করতে বাধ্য! কিন্তু সে যে আমাকে বিবাহ করবে—তার ব্যবহার দেখে তা মনে হয় না,—সে আমার দিকে ফিরেও চায় না—বিনা কারণে কথামাত্র কয় না—সেনাপতির কর্ত্তব্য ব্যতীত রাণীর সঙ্গে আমার যে আর কোনো সম্বন্ধ আছে,

তা যেন সে স্বীকার করতেই সম্মত নয়। তবে পঙ্গের রাণী আমার সহধর্ম্মিণী হবে—কেমন করে তা বিশ্বাস করি! রাজা ধীররাজও মৃত্যুকালে আমাদের বিবাহের প্রসঙ্গ মাত্র তুললেন না—এরই বা কারণ কি? তবে কি রাণী মণিমালা অপর কারোর প্রেমে আবদ্ধ?—না—না—এ চিন্তাও আমার অসহ্য! মণিমালা আমার,—যেমন করে পারি আমি তাকে বিবাহ করবই! সহজে যদি—ওই যে রাণী আসছেন! আমার আহ্বান তাহলে শুনেছেন—তবে নিরাশ হবার কারণ কি!

(মণিমালার প্রবেশ।)

মণিমালা।—মজালিন্দ! তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছ?

মজালিন্দ।—হাঁ রাণী!

মণি।—কিন্তু উদ্যানে না এসে প্রাসাদ-কক্ষে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা তোমার উচিৎ ছিল; যাক্ এখন তোমার বক্তব্য কি?

মজালিন্দ।—আমার বক্তব্য এই রাণী! আমার প্রতি তোমার পরের মতন ব্যবহারের কারণ কি?

মণি।—তোমার এ কথার অর্থ আমি বুঝতে পারলুম না মজালিন্দ!

মজালিন্দ।—অর্থ অতি পরিষ্কার! অতি শীঘ্রই যিনি

আমার হৃদয়-রাজ্যের রাণী হবেন, আমার প্রতি তাঁর এই রকম আচরণ—আশ্চর্য্যের কারণ নয় কি?

মণি।—মজালিন্দ! তোমার উক্তি অত্যন্ত অভদ্র—শিষ্টাচার সঙ্গত নয়!

মজালিন্দ।—হ'তে পারে! রাণীকে বিবাহ করবার কথা উত্থাপন করায়, আমার অন্যায় হতে পারে, কিন্তু পঙ্গের রাণী যে আর দুদিন পরে মঘের ধর্ম্ম গ্রহণ ক'রে—এই মজালিন্দের সহধর্ম্মিনী হবেন—একথা এ রাজ্যের সকলেই জানে!

মণি।—আমিও এ রাজ্যের এমন অনেককে জানি, যারা এখনো কল্পনা ক'রতেও পারে নি—যে, পঙ্গের হিন্দুরাণী কেমন ক'রে একজন ভিন্নধর্ম্মী মঘকে বিবাহ ক'রবে!

মজালিন্দ।—আমাকে কি তাহ'লে এখন এই বুঝতে হবে যে—তোমার পিতা মৃত্যুর পূর্ব্বে আমার ভগিনীর নিকট আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ সম্বন্ধে যে সম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন—তা মিথ্যা?

মণি।—এ সম্বন্ধে আমার যা অভিমত—আপাততঃ তা প্রকাশ করবার ইচ্ছা নেই।

মজালিন্দ।—তাহ'লে আমাকে বিবাহ ক'রতেও তোমার ইচ্ছা নেই!

মণি।—[স্বগতঃ] এ বর্ব্বরকে এত শীঘ্র শত্রু ক'রে তোলা

কখনই শ্রেয়ঃ নয়!—[প্রকাশ্যে] উঃ—কি নিষ্ঠুর তুমি মজালিন্দ,—আমার পিতার মৃত্যুকাল একমাস পূর্ণ হ'তে না হ'তে তুমি 'বিবাহ-বিবাহ' ক'রে আমাকে অস্থির ক'রে তুলছ!

মজালিন্দ।—রাজ্ঞি! আমি অপরাধ ক'রেছি—আমাকে মার্জ্জনা করো, এতক্ষণে আমি তোমার মনের অভি-প্রায় বুঝতে পেরেছি! পিতৃশোকে তুমি অভিভূত সত্য, কিন্তু রাণী আমিও—আমিও যে অধৈর্য্য হ'য়ে প'ড়েছি!

রাণি।—এখনও একবৎসর তোমাকে ধৈর্য্য ধারণ ক'রতে হবে; আমার মুকুট-উৎসব নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন না হ'লে—আমি বিবাহ ক'রতে পারবো না,—এই আমাদের কুলপ্রথা।

মজালিন্দ।—আমার আশা ছিল, বিবাহের পর আমাদের উভয়ের মুকুট-উৎসব এক সঙ্গে সম্পন্ন হবে।

রাণি।—কিন্তু আমার কুলপ্রথা লঙ্ঘন করে, আমি তোমার আশা পূর্ণ ক'রতে পারি না; তুমিও অবশ্য আমাকে এ অনুরোধ ক'রবে না।—এখন তুমি যেতে পার মজালিন্দ।

মজালিন্দ।—আজ নির্জ্জনে তোমার সাক্ষাৎ পেয়েছি, আজ আমার অন্তরের কথা—

রাণি।—আমি অনুরোধ ক'রছি মজালিন্দ, তুমি এখন যাও—

মজালিন্দ।—না রাণী—যাব না আমি—যখন এসেছ তুা

মণি।—আমি আদেশ ক'রছি—রাণীর সম্মান-রক্ষার জন্য এই মুহূর্ত্তে তুমি এ উদ্যান পরিত্যাগ করো।

মজালিন্দ।—হায় পাষাণী! এখনো তোমাকে চিনতে পারলুম না! [প্রস্থান।]

মণি।—এই অপদার্থ নাস্তিককে বিবাহ ক'রে আমাকে সিংহাসন রক্ষা ক'রতে হবে? আমার ধর্ম্ম—আমার পিতৃপুরুষের রক্ষিত ধর্ম্ম—ভিন্ন ধর্ম্মীর পদতলে বলি দিয়ে, তার বিনিময়ে যে স্বাধীনতা—তার আবার মূল্য কি? জানি আমি—আমার সিংহাসনের স্থায়িত্বের ওপর এ রাজ্যের প্রজার ধন প্রাণ নির্ভর ক'রছে;—কিন্তু পঙ্গের রাণী স্বধর্ম্মত্যাগিনী হয়ে তাদের রক্ষা করে—এই কি প্রজাদের ইচ্ছা!—কি করি! কোন্ পথ অবলম্বন করি! একদিকে প্রবল প্রতাপ ব্রহ্ম-সম্রাট—তার বিপুলবাহিনী,—অন্য দিকে এক অবলা রমণী আমি! কিন্তু মা ভবানী—তুমিই যে রমণীর লজ্জা নিবারিণী,—তুমি বিনা কে আমার লজ্জা রাখবে মা? দোহাই মা—এ বিপদ থেকে আমাকে রক্ষা করো,—আমার লজ্জা রাখো, অবলা আমি আমার মনে বল দাও; আর যদি দলিত করাই তোমার ইচ্ছা হয় মা, তা'হলে নিজে দলিত করো—দানবদলনীরূপে ব্রহ্মাণ্ড দলন করো।

দামোদরের প্রবেশ।

দামোদর।—মহারাণীর জয় হোক!

মণি।—আসুন মন্ত্রিবর; কোনো বিশেষ কারণে আমি আপনাকে এই স্থানেই স্মরণ ক'রতে বাধ্য হয়েছি।

দামোদর।—মহারাণীর আদেশ শোনবার জন্য আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি।

মণি।—মন্ত্রিবর! পঙ্গের রাণী স্বধর্ম্মত্যাগ ক'রে, ভিন্নধর্ম্মী মজালিন্দকে বিবাহ করবে,—এরাজ্যের সকল প্রজাই কি এ কথা বিশ্বাস করে?

দামোদর।—একি অদ্ভুত প্রশ্ন করছ জননী! সন্তান কি কখনো এমন অন্যায় বিশ্বাসকে মনের কোনেও স্থান দিতে পারে? পঙ্গের প্রত্যেক প্রজা এখনো স্পর্দ্ধা করে—তাদের প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী—করুণাময়ী জননী—কোনো প্রলোভনে স্বধর্ম্মত্যাগিনী হবেন না, প্রাণান্তেও মঘ মজালিন্দকে বিবাহ করবেন না।

মণি।—কিন্তু তাদের স্পর্দ্ধা যদি অমূলক হয়,—আমি যদি স্বেচ্ছায় স্বধর্ম্মত্যাগিনী হ'য়ে মজালিন্দকে বিবাহ করি?

দামোদর।—আপনি রাজ্যেশ্বরী,—আপনার স্বাধীন ইচ্ছায় বাধা কে দেবে? তবে যে সমস্ত প্রজা মঘের অত্যাচারে উৎপীড়িত হয়ে, এই ক্ষুদ্র হিন্দুরাজ্যে এসে আশ্রয় নিয়েছিল, নিরাপদে ঘরবাড়ী বেঁধে

মনের সুখে বাস করছিল, আপনাকে স্বধর্ম্মত্যাগিনী দেখলে, তারা তাদের আস্তানা ভেঙ্গে চূর্ণ করে ফেলে কেঁদে চলে যাবে! যে সব হতভাগ্য প্রজা পঙ্গের রাণীকে ভবানীর অংশ-স্বরূপিনী মনে করতো, আপদে বিপদে তাঁর দোহাই দিত, এই অঘটনে তাদের মস্তকে বজ্রাঘাত হবে,—তারা সকলে রাণীকে সংহারিণী মনে ক'রে তাঁর অধিকার থেকে জন্মের মতন পালিয়ে যাবে—বনে গিয়ে আশ্রয় নিয়ে ভগবানের দোহাই দেবে।

মণি।—আর আপনি কি ক'রবেন?

দামোদর।—আমি! তবে সত্য কথা বলি; আমি তাহ'লে এই তরবারি—আপনার স্বর্গীয় পিতৃপুরুষ-প্রদত্ত এই তরবারি—আপনার সম্মুখে অবজ্ঞায় ফেলে দোব,—তাঁদের সাক্ষ্য ক'রে পঙ্গের স্বধর্ম্মত্যাগিনী অধর্ম্মাচারিণী রাণীর অধিকার থেকে চিরদিনের মত অপসৃত হবো!

মণি।—আর আমি যদি স্বধর্ম্মত্যাগ না করি?

দামোদর।—তাহ'লে সমস্ত প্রজা যেমন আপনাকে মায়ের মত—দেবীর মত ভক্তি ক'রে আসছে—তেমনি ভক্তি ক'রবে।

মণি।—কিন্তু তার ফলে যদি মজালিন্দ বিদ্রোহী হয়, আর ব্রহ্ম-সম্রাট তাকে সাহায্য করে, তাহ'লে—তখন?

দামোদর।—তখন রাণীর রক্ষার জন্য লক্ষ তরবারি এক সঙ্গে সূর্য্যকিরণে ঝলসিত হবে ; আর সেই শুভদিনে রাণীর চিরভক্ত দামোদর সর্ব্বাগ্রে জীবন উৎসর্গ ক'রবে।

মণি।—মন্ত্রিবর ! এ রাজ্যের প্রজাগণ সত্যই কি আমাকে এত ভালবাসে ! যদি কখন সেদিন আসে, তারা কি সত্যই আমাকে সাহায্য করবে ?

দামোদর।—এ রাজ্যে এমন একটি গ্রাম নেই—যে স্থান প্রত্যহ মহারাণীর কল্যাণ-গীতে মুখরিত না হয় ;—এমন একজন হিন্দু নাই—মহারাণীর জন্য যে অম্লান-বদনে জীবন দিতে না পারে !

মণি।—কিন্তু মন্ত্রিবর ! শুধু জীবন দিলে তো পঙ্গের স্বাধীনতা রক্ষা হ'বে না !

দামোদর।—মহারাণী ! এতক্ষণে আপনার মনের অভি-প্রায় বুঝতে পেরেছি ; বুঝতে পেরেছি—মহারাজ ধীররাজ তার সিংহাসন অপাত্রে অর্পণ করেন নি ! বুঝেছি মা—বাহুবলে পঙ্গের স্বাধীনতা রক্ষা, আপনার প্রাণের কামনা।

মণি।—এই জন্যই আমার অন্তরের বাসনা—আজ থেকে পঙ্গের স্বাধীনতা রক্ষার্থ সমরবিভাগের সমস্ত কর্ত্তৃত্ব আপনি স্বয়ং গ্রহণ করেন।

দামোদর।—মার্জ্জনা করুন মহারাণী—এ দায়ীত্ব গ্রহণের

যোগ্য আমি নই! স্বার্থের জন্য আমি রাজ্যমধ্যে ঈর্ষানলের সৃষ্টি করে আমার জন্মভূমিকে বিপন্ন ক'রতে চাই না!

মণি।—আপনার স্বার্থত্যাগ প্রশংসনীয় সত্য—কিন্তু রাণীর আদেশ ফেরবার নয়! আপনার ওপরই আমি সমস্ত কর্ত্তৃত্ব অর্পণ করলুম; তবে আপাততঃ এ কথা গোপন থাকবে, মজালিন্দ সাক্ষীগোপালের মত সেনাপতির পদে নিযুক্ত থাকবে; সময়ান্তরে এ সম্বন্ধে আমি আপনার সঙ্গে পরামর্শ করবো!—আর আজই আপনি রাজ্যমধ্যে আমার নাম নিয়ে ঘোষণা ক'রে দিন—পঙ্গের হিন্দুরাণী স্বধর্ম্মত্যাগিনী হবেন না! [প্রস্থান]

দামোদর।—এই তো রাণীর মতন কথা!—মহাত্মা গোবিন্দগিরির জীবনপণ চেষ্টা আজ স্বার্থক হ'য়েছে; তাঁরই কৃপায় পঙ্গের রাণী আজ হিন্দুর—মঘের নয়!

[প্রস্থান]

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

নাগরিকাগণ।—(গীত)।

সহরে সহরে লহরে লহরে হাসির তুফান বয়।
হাজার মুখে রাণীর লোকে মজার ভেরী শোন বাজায়॥
সাঁচ্চা খবর শুনবি যদি—আয় ছুটে আয়—
তোরা আয়—আয়—আয়।
হিন্দুর রাণী রইল হিন্দুর—ধর্ম্মছাড়া নয়॥
রাণীর যত শত্রু ছিল, জারি-জুরি ভেঙে গেল,
(ওলো) থোঁতা মুখ ভোঁতা হোল—
রইল রাণীর জেদ বজায়।
যত যণ্ডামার্ক অনামুখো পাজির পাঝাড়া—
দেখে শুনে ক্ষেপে গেছে মাথায় ক'রছে পাড়া,
শুনছে রাণী সকল কথা দিচ্ছেনাকো সাড়া—
সময় হলে খাবে তাড়া—যাবে যমালয়॥

[প্রস্থান।]

চন্দ্রকেতুর প্রবেশ।

চন্দ্রকেতু।—এই—পঙ্গরাজ্য; এই রাজ্যের রাণী—মণিমালা! যে মুহূর্ত্তে এই স্মরণীয় নাম কর্ণে আমার প্রবেশ ক'রেছে, সেই মুহূর্ত্তে হৃদয়ের সমস্ত শক্তি

সঞ্চয় ক'রে রোগ-শয্যা ছেড়ে—উন্মাদের মতন এ রাজ্যে চলে এসেছি! জানি না—আমি পাগল হয়েছি, কিম্বা আমার জীবনের ধ্রুবতারা লক্ষ্য ক'রে যথা-স্থানেই উপস্থিত হয়েছি। এই কি আমার সেই মণিমালা!—ইরাবতীর অরণ্যে দস্যুকরে যার জীবন বিপন্ন হয়েছিল—যাকে রক্ষা করে আমি ধন্য হয়ে-ছিলেম—যাকে একবার মাত্র দর্শন ক'রে আমার মরুময় অন্তরে প্রেমের উৎস প্রবাহিত হয় -স্বেচ্ছায় অকপটভাবে যে আমাকে তার হৃদয়ের ভালবাসা প্রকাশ ক'রে জানায়—যার আদরের উপহার এই অমূল্য হার এখনো আমার কণ্ঠে আবদ্ধ রয়েছে—ইরাবতীর উত্তালতরঙ্গে যা ছিন্ন হয়নি—মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রামকালেও যার স্মৃতি ভুলতে পারিনি,—এই কি আমার সেই মণিমালা—এই পঙ্গরাজ্যের রাণী! হায়, —নাম মাত্র শুনে প্রাণ কেন এত উচাটন হয়! এক নাম তো অন্যের হওয়া অসম্ভব নয়! না—না—আমার মন ব'লছে—এই মণিমালা অন্য কেউ নয়,—যার দত্ত এই মালা কণ্ঠে আমার বিরাজ ক'রছে—এ সেইই!! কিন্তু মনের এ অনুমান৷ যদি সত্য হয়—পঙ্গের রাণী যথার্থই যদি আমার আদরিণী মণি হয়—তাহ'লে সে কি এখন আমাকে চিনতে পারবে! উঃ—সংশয়ের সঙ্গে এভাবে সংগ্রাম করার চেয়ে রাণীকে

দর্শন করে ভাগ্য-পরীক্ষা করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য! শুনলেম—প্রত্যহ অপরাহ্নে রাণী অশ্বারোহণে নগর-ভ্রমণে বহির্গত হন;—এখন মধ্যাহ্ন অতীতপ্রায়, আপাততঃ কিছুক্ষণ এই বৃক্ষতলে বিশ্রাম করি।

[বৃক্ষতলে শয়ন ও অল্পক্ষণ মধ্যেই নিদ্রাচ্ছন্ন হওন]

(মামুক ও মাকুর প্রবেশ।)

মামুক।—মাকু—মাকু—এসব হোল কি—য়্যাঁ—এসব হোল কি?

মাকু।—আজ্ঞে—যা হবার তাই হচ্ছে—খুবই অন্যায় হচ্ছে!

মামুক।—উহুহুহু—মাকু—অন্যায় ব'লে অন্যায়—অন্যায় ব'লে অন্যায়,—এই দেখনা কেন—ছুঁড়িটা ছেলেবেলা থেকে মঘের কাছে রইল—মঘের আখড়ায় মানুষ হ'ল—আর এখন সিংহাসনে উড়ে এসে জুড়ে বসে—একেবারে মঘ ধর্ম্মটাকে ছেঁটে ফেলে হিন্দু ব'নে গেলো। উহুহুহু—মাকু—আমার সব চেষ্টা পণ্ড হয়ে গেলো—মাটী হয়ে গেলো—রাণী ছুঁড়ি মঘ হলো না—মঘ হলো না—উহুহুহু—

মাকু।—এর মূল হচ্ছে—সেই পাজির পাঝাড়া—বুদ্ধু—

মামুক।—হাঁ—হাঁ—বুদ্ধু—সেই—সেই—সেই—উহুহুহুহু—মাকু—

মাকু।—বেটা যে সেই অবধি আর এ রাজ্যে পা বাড়ায়

নি! একবার এলে হয়;—দেখতে পেলে তার চোখ দুটো উপড়ে নোব—

মামুক।—হাঁ—হাঁ—ঠিক বলেছ—ঠিক বলেছ—মাকু—ঠিক বলেছ তুমি,—বেটার চোখ দুটো এক দম উপড়ে দোব—বুকে ছোরা চালিয়ে দোব—উহুহুহুহু—মাকু-আমার সঙ্গে বেইমানি—আমার সঙ্গে বেইমানি!—আচ্ছা—আচ্ছা—এখন কাজের কথা—মাকু এসো কাজের কথা কই;—রাণী ছুঁড়িকে—শুনছ মাকু—আমার সেই প্রাণের মণিকে—এখন কি করে—বুঝেছ—এখন কি করে—আমার এই হৃদয়রাজ্যের রাণী—বুঝেছ মাকু—বুঝতে পারছো?

মাকু। হাঁ—প্রভু—বুঝতে পেরেছি—আর বলতে হবে না—বুঝতে পেরেছি: কিন্তু প্রভু—কাজটাও বড় সোজা নয়—সোজা নয়—

মামুক।—হাঁ হাঁ—হাঁ—সোজা নয়—সোজা নয়—তা তা—মাকু—মাকু—সোজা যাতে হয়, তা তো করতে হবে—সোজা করে তো নিতে হবে—নইলে—বুঝেছ মাকু—তার অভাবে আমার বুক—উহুহুহু—

মাকু।—প্রভু—প্রভু—চুপ করুন: ওই দেখুন—ওখানে কে একজন শুয়ে রয়েছে!

মামুক।—য়্যাঁ—য়্যাঁ—তাই তো—তাই তো—মানুষ

বটেই তো;—তা—তা—মাকু—মাকু—কিছু শুনতে পায়নি তো—শুনতে পায়নি তো?

মাকু।—ভয় নেই প্রভু—ভয় নেই—লোকটা ঘুমুচ্ছে।

মামুক।—য়্যা ঘুমুচ্ছে? ঘুমুচ্ছে! কই—কই—চলো—এগিয়ে দেখি—[চন্দ্রকেতুর নিকটস্থ হইয়া নিরীক্ষণ ও মহা বিস্ময় প্রকাশ]—ওঃ—বাবা! মাকু—উহুহুহু—

মাকু।—হ'লো কি প্রভু—হ'লো কি—এমন করে চম্‌কে উঠলেন যে—

মামুক।—মাকু—মাকু—উহুহুহু—সর্ব্বনাশ হয়েছে—মরা মানুষ ফিরে এসেছে—ওরে বাবা—সর্ব্বনাশ হয়েছে আমার—উহুহুহু—

মাকু।—[অগ্রসর হইয়া দর্শন পূর্ব্বক]—তাই তো—তাই তো প্রভু—এই যে সেই চন্দ্রকেতু! তবে তখনকার চেয়ে কিছু রোগা হয়ে গেছে বলে প্রথমে চেনা যায়নি—

মামুক।—মাকু—মাকু—আর আশা নেই—আর আশা নেই—মণিকে পাবার আর আশা নেই;—মজালিন্দের সঙ্গে মণির বিয়ের কথা হয়েছিল বটে—কিন্তু তাতে ভয় পায়নি—কেন না মণি তাকে চায় না,—কিন্তু এখন এই ভেড়ের ভেড়েকে দেখে আমার আশা ফেঁসে গেলো মাকু—ফেঁসে গেলো—উহুহুহু মাকু—আমার সর্ব্বনাশ হলো—

মাকু।—তাই তো প্রভু—এ বেটার বরাতখানা কি!—ইরাবতীর বুক থেকে বেঁচে এলো!

মামুক।—উহুহুহু মাকু—বেঁচে এলো—বেঁচে এসে এবার আমাকে ডোবাতে এলো।—

মাকু।—তাহ'লে বোধ হয় রাণীর কাছেই এসেছে?

মামুক।—তাতে কি আর কথা আছে মাকু! তাতে কি আর কথা আছে!—উহুহুহু মাকু—দেখছো—মণির সেই পদক আঁটা হারখানা—যার হিরেগুলো খুলে নিয়ে আমি পলা গেথে দিয়েছিলুম,—উহুহুহু—সেই হারখানা—ওই দেখতে পাচ্ছ? সোণার পদকখানাতে মণিমালার নাম—উহুহুহু—মাকু—মাকু—মাথায় আমার হাতুড়ীর ঘা পড়ছে—উহুহুহুহু—

মাকু।—চুপ করুন—প্রভু—চুপ করুন,—আপনার চীৎকারে ধড়ীবাজ বেটা এখনি জেগে উঠবে—

মামুক।—জেগে উঠবে—মাকু—আবার ও জেগে উঠবে? উহুহুহু—তাই আবার আমাকে দেখতে হবে—না—না—না—না মাকু—মাকু—শত্তুরকে আর জাগতে দেওয়া হবে না, জাগতে দেওয়া হবে না—

মাকু।—প্রভু চুপ করুন—চুপ করুন—মজালিন্দ—মজালিন্দ—আসছে—

মামুক।—য়্যা—মজালিন্দ! তাইতো—মজালিন্দ আসছে বটে! তা-তা তা—হাঁ-হাঁ-হাঁ—মাকু মাকু—বেশ

হয়েছে—খাসা হয়েছে মাকু—আসুক মজালিন্দ—কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে—বাহোবা বুদ্ধি—খাসা হবে।—মাকু—এসো এখন গম্ভীর হই—

মাকু।—ঠিক বলেছেন প্রভু—গম্ভীর হওয়া চাই!

(মজালিন্দের প্রবেশ।)

মজালিন্দ।—ওঃ—খুব সৌভাগ্য আমার! পথেই ফুঙ্গিরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেলো—

মামুক।—[জনান্তিকে মাকুর প্রতি]—মাকু ব্যাপার কি—ফুঙ্গিরাজের কাছে গতি কেন—জিজ্ঞাসা কর—

মাকু।—দেখুন—আমাদের ফুঙ্গিরাজ কথাবার্ত্তা খুবই কম বলেন ;—তা আপনার কি প্রয়োজন ?

মজালিন্দ।—আমিও ফুঙ্গিজি কথাবার্ত্তা খুব কম কই,—কাজই আমি ভালবাসি ;— কাজ পেলে— কথায় আবশ্যক কি ?

মামুক।—[জনান্তিকে]—মাকু—ক্রমেই এগোচ্ছে—গতিক ভাল বোধ হচ্ছে না—

মাকু।—তা ফুঙ্গিরাজের কাছে আপনার প্রয়োজনটা কি ?

মজালিন্দ।—ফুঙ্গিরাজ কি আমার সঙ্গে কথা কইবেন না ?

মামুক।—[জনান্তিকে]—মাকু—আর নয়—ঝোপ বুঝে কোপ—বুঝছ ?

মাকু।—ফুঙ্গিরাজকে আপনার যা বলবার আছে, আগে

তাই বলুন ;—আপনার কথা শুনলে—তবে উনি কথা কইবেন।

মজালিন্দ।—ভাল ; এতে আমার আপত্তি নেই।—দেখুন ফুঙ্গিরাজ—আমি এক গভীর সমস্যায় পড়েছি! আপনি অবশ্যই শুনেছেন—রাণী মণিমালার সঙ্গে আমার বিবাহ হবে : কিন্তু রাণীর ব্যবহার দেখে আমার বিশ্বাস, আমার প্রতি তাঁর কিছুমাত্র অনুরাগ নেই! রাণীর সম্বন্ধে আপনি অনেক কথাই জানেন, সেই জন্যই আপনাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করতে এসেছি।

মামুক।—[স্বগতঃ]—খাসা! খাসা! পিপসায় অস্থির হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে হাঁ করে বসে আছি—আর ঠিক সময়ে বরফের কুঁচি গালে এসে পড়েছে!—[প্রকাশ্যে]—বাপুহে! বলি—রাণীর যদি আগে-কার কোনো ভালবাসার লোক থাকে, আর সে যদি বেঁচে থাকে, তাহলে রাণী তাকে ভুলে আর এক জনকে—

মজালিন্দ।—আপনি কি বলছেন ফুঙ্গিরাজ! রাণী মণি-মালা অপর কাউকে ভালবাসে! অসম্ভব!

মামুক।—বাপুহে—একটি কথা বলি আগে শোন ;—মণিমালা চারটি বছর তার বাপের কাছে ছিল, আর বাকি বারোটি বছর—ফুঙ্গির আখড়ায়—বুঝেছ—

মজালিন্দ।—আজ্ঞে হাঁ— বুঝিছি—সেই জন্যই তো আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি।

মামুক।—আমিও—বুঝেছ বাপু—আমিও ঠিক উত্তরই দিয়েছি; আর দেখো বাপু—রাণী যদি তোমাকে ভালবাসে—তোমার সঙ্গে যদি রাণীর বিবাহ হয়—আমার তাতে আহ্লাদ হবে—কেন না—তুমি আমার স্বজাতি,—বুঝেছ তো?

মজালিন্দ।—বুঝিছি প্রভু; আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ যথেষ্ট; আচ্ছা—রাণী যাকে ভালবাসে—তার সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন কি?

মামুক।—কিছু না জেনে আমি কি তোমাকে একটা উড়ো খবর দিচ্ছি বাপু?

মজালিন্দ।—সে লোক বোধ হয় হিন্দু!

মামুক।—বুদ্ধিমান হয়ে একথা আর জিজ্ঞেসা করছ কেন বাপু?—রাণীর আজকের ঘোষণা থেকেই তো এটা বুঝতে পারছ!

মজালিন্দ।—হুঁ – এবার বুঝতে পেরেছি!

মামুক।—আরো একটু বুঝে রাখ বাপু—রাণীর সেই ভালবাসার লোকটি—শুধু হিন্দু নয়,—তোমাদের সুবর্ণ চরণ—ব্রহ্ম সম্রাটের একজন মহাশত্রু;—তার নামও বোধ হয় শুনেছ—

মজালিন্দ।—কি নাম? বলুন—বলুন—তার নাম কি বলুন!

মামুক।—চন্দ্রকেতু—মণিপুরের সেনাপতি—

মজালিন্দ।—য়্যাঁ—সেই—সেই—সেই! ওঃ—আপনার কথা সমস্ত সত্য ফুঙ্গিরাজ! তারই সন্ধানে রাণী মণিমালা মণিপুরে দূত পাঠিয়েছিল বটে! তা—তা—সে ব্যক্তি তো এখন নিরুদ্দিষ্ট—ছয় মাস তার কোনো পাত্তাই নেই!

মামুক।—আমরাও তাই জানতুম,—কিন্তু আজ তার পাত্তা পাওয়া গেছে!

মজালিন্দ।—কোথায়? কোথায়?

মামুক।—এইখানে! দেখতে চাও—ওই দেখো!—

মজালিন্দ।—য়্যাঁ—এই—এই ব্যক্তি আমার—

মামুক।—হাঁ—এই তোমার সৌভাগ্যের কাঁটা! এই কাঁটাটিকে এখন তোমাকে আস্তে আস্তে তফাৎ করতে হবে—বুঝেছ?

মজালিন্দ।—এই লোক চন্দ্রকেতু! স্বর্ণময় চরণ—ব্রহ্ম-সম্রাটের মহাশত্রু! আমার প্রাণাধিকা মণিমালার—প্রণয়পাত্র! এ যদি হয়—

মামুক।—এখনো—যদি! তবেই হ'য়েছে! আচ্ছা আর একটু এগিয়ে যাও বাপু,—মানুষটির গলায় এক ছড়া হার দেখতে পাচ্ছ—ওই হার ছড়াটি রাণীর গলায় ছিল,—এখন—বুঝেছ? আচ্ছা এত সহজে বুঝে কাজ নেই—হারের মাঝখানে সোনার একখানি পদক

দেখতে পাচ্ছ? ওটিতে কি লেখা আছে—পড় তো বাপু—পড়—পড়—

মজালিন্দ—[পাঠ]—ম—ণি—মা—লা—উঃ—আমি এই দণ্ডে একে খুন ক'রবো—(ছুরিকা উন্মোচন)

মামুক।—চুপ—চুপ—অমন কাজটি ক'রো না বাপু! তাহ'লে সব মাটি হবে! রাণী মহা চটে যাবে—বিয়ে কেঁচে যাবে!

মজালিন্দ।—তাহ'লে আপনি আমাকে কি করতে বলেন?

মামুক।—আমি বলি বাপু—কলে কৌশলে কাজ বাজিয়ে ফেলো।—একটু বুদ্ধি খরচ করো;—এই রাজ্যের সীমান্তে, লাসিও নগরের পরেই ব্রহ্ম-সম্রাটের আলংফারা নাচঘর আছে; সেখানে বিধর্ম্মীদের ধ'রে নিয়ে গিয়ে জোর ক'রে মঘ করা হয়; যারা মঘ হতে রাজী না হয়, তাদের সিংহের খাঁচায় ফেলে দেওয়া হয়;—হিন্দুরা এ কথা জানে না, কিন্তু তুমি জান না কেন—তা বাপু বুঝতে পারছি না।

মজালিন্দ।—প্রভু! এ কথা—ভৃত্যের অবিদিত নয়। সীমান্তের সেই রহস্যময় নাচঘরের নায়কদের মধ্যে আমিও একজন!

মামুক।—বাহোবা—তবে আর ভাবনা কি—এতে কেমন সহজে কাজ ফতে হবে বল দেখি—এ রাজ্যের কাক চিলেও জানতে পারবে না—

মজালিন্দ।--আমি এই বর্ব্বরকে দেখে এতদূর উত্তেজিত হয়েছিলেম যে-আলংফারা নাচঘরের কথা মনে করতে ভুলে গিয়েছিলেম ! তাহলে এখনি একে বন্দী ক'রে সেইখানে পাঠাবার ব্যবস্থা করি ;—ওই আমার রক্ষীরা তঞ্জাম নিয়ে এই দিকেই আস্‌ছে !—

[আসিবার জন্য সঙ্কেত]

(রক্ষীগণের প্রবেশ)

এই লোকটাকে এখনি পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলো—

[রক্ষীদের চন্দ্রকেতুকে বন্ধন]

চন্দ্র।—কি ! কি !—দস্যু ! দস্যু ! সাবধান—

[একজন রক্ষীকে পদাঘাত,—তাহার পতন, মজালিন্দ, মামুক, মাকু প্রভৃতির রক্ষীগণকে সাহায্য]

দস্যু—নরা—

মজালিন্দ।-মুখ বেঁধে ফেলো—কথা কইতে দিয়ো না—যাও—তঞ্জামে তুলে ফেলো—আলংফারা নাচঘরে—

[চন্দ্রকেতুকে তুলিয়া লইয়া রক্ষীদের প্রস্থান]

মামুক।—সূর্য্য ডুববার আগেই যেন কাজ শেষ হয় !

মজালিন্দ।—নিশ্চয় ! [মজালিন্দের প্রস্থান]

মামুক।—আর এদিকে যেমন দেখবো—সূর্য্য ডুবু ডুবু হ'য়েছে—অমনি রাণীর কাছে গিয়ে—বুঝেছ মাকু—সু-খবরটি শোনান যাবে !—তারপর কাজ ফতে ক'রে

যেমন মজালিন্দ ফিরে আসবে—অমনি রাণীর কোপে ছ্যাডাং ড্যাডাং ড্যাং—আর মামুকের নিষ্কণ্টকে রাণীর সঙ্গে—বাস্—

উভয়ে।—ছ্যাডাং ড্যাডাং ড্যাং।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

প্রাসাদ-অলিন্দ।

নাতালী ও মণিমালা।

নাতালী।—এখন আমার কথা না শুনলে—শেষে তোমাকে আপশোষ ক'রতে হবে মা!

মণি।—আমি আপনাকে আমার মায়ের মতন শ্রদ্ধা করি; আপনারও উচিত মা—মেয়ের ভবিষ্যত ভেবে —মেয়ের মঙ্গলের দিকে চেয়ে পরামর্শ দেওয়া।

নাতালী।—আমি কি তোমাকে অন্যায় পরামর্শ দিয়িছি মা?

মণি।—মা হয়ে মেয়েকে তুমি ধর্ম্মত্যাগিনী হবার জন্য অনুরোধ করেছো—আর আমি সে অনুরোধ না শুনে, স্বধর্ম্মে আস্থাবতী থাকতে ঘোষণা করেছি ব'লে— এখন আমাকে অনুযোগ ক'রছ!—ন্যায় অন্যায় তুমিই বিবেচনা কর মা!

নাতালী।—আমি অন্যায় কিছু বলিনি;—তোমার পিতা

আমাকে বিবাহ করবার সময়—আমার মাতুল ব্রহ্ম-সম্রাটের কাছে—মঘের ধর্ম্ম গ্রহণ ক'রবেন ব'লে—অঙ্গীকার করেছিলেন!

মণি।—সেই অঙ্গীকার কি এখন আমাকে পালন ক'রতে ব'লছেন?—বিবাহের পর দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে পিতা যা পালন করা আবশ্যক মনে করেন নি!

নাতালি।—আমি তোমার সঙ্গে তর্ক ক'রতে আসি নি—তোমার মঙ্গলের জন্য তোমাকে সুপরামর্শ দিতে এসেছিলুম।

মণি।—আপনার পরামর্শ গ্রহণ ক'রতে হলে, আমাকে আমার স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে, পরের ধর্ম্ম অবলম্বন ক'রতে হয়!

নাতালি।—নিশ্চয়;—এখন এই তোমার কর্ত্তব্য।

মণি।—কিন্তু মা—আপনি যখন আমার পিতাকে বিবাহ করেছিলেন, তখন তো আপনার অন্তরে এ কর্ত্তব্য উদয় হয়নি! আপনি তো পরধর্ম্মীর চরণে আত্ম-সমর্পণ ক'রেও—স্বধর্ম্ম ত্যাগ করেন নি! স্বদেশের রীতি নীতির প্রতিও তো এখনো বীতশ্রদ্ধ হন নি! নিজের ধর্ম্মের ওপর আপনার যখন এত মমতা,—এখন মমতাময়ী মাতা হয়ে মেয়েকে কেন মেয়ের ধর্ম্ম ত্যাগ ক'রতে অনুরোধ ক'রছেন মা?

নাতালি।—মণিমালা! তোমার জানা উচিত—আমাদের

দেশে বিবাহের সঙ্গে ধর্ম্মের কোনো সম্বন্ধ নেই।

মণি।—কিন্তু মা আমাদের দেশে ধর্ম্মের সঙ্গে বিবাহের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে ; তাই পত্নী—স্বামীর সহধর্ম্মিণী !

নাতালি।—বেশ ! তাহ'লে তুমি যখন স্বধর্ম্ম ত্যাগ ক'রবে না, তখন কেমন ক'রে মজালিন্দকে বিবাহ ক'রবে ?

মণি।—তার পূর্ব্বে অবশ্যই মজালিন্দকে আমার ধর্ম্ম অবলম্বন ক'রতে হবে !

নাতালি।—দুনিয়ার ঐশ্বর্য্য পেলেও মজালিন্দ কখনো স্বধর্ম্ম ত্যাগ ক'রবে না !

মণি।—তাহ'লে দুনিয়া ওলট পালট হ'লেও এ বিবাহ হবে না ! আজিই আমি ঘোষণা ক'রে দোব—হিন্দু-রাণী মণিমালা কখনই ভিন্নধর্ম্মী মজালিন্দকে বিবাহ ক'রবে না !

নাতালি।—সঙ্গে সঙ্গে তাহ'লে সম্রাট মিগুনমিনের ভীষণ কারাগারের কথা স্মরণ ক'রতে ভুলোনা মণিমালা !

মণি।—এভাবে মণিমালাকে ভয় দেখান বৃথা মা ! দ্বাদশ বৎসর অজ্ঞাতবাসের পর ভগবান যাকে সিংহাসনে বসিয়েছেন,—কারাবাস বোধ হয় তার বিধিলিপি নয় ;—আর যদি তাই হয়—সম্রাট মিগুনমিন যদি দুনিয়ার সমস্ত শক্তি নিয়ে পঙ্গপালের মতন পঙ্গ-

রাজ্যে আপতিত হন—তাহ'লে আমার নিকট একই উত্তর পাবেন—"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ! পরো ধর্ম্মো ভয়াবহ!"

নাতালি।—সেই ভাল! [প্রস্থান]

মণি।—সমস্যা দেখছি ক্রমেই জটিল হ'য়ে উঠছে! আমার কার্য্য—ধর্ম্ম; লক্ষ্য—নারায়ণ! হায় চন্দ্রকেতু—এ সময় তোমায় যদি পেতুম!

(মামুকের প্রবেশ।]

মামুক।—এই যে—এই যে—মণি—মণি—তুমি এইখানে, বেশ—বেশ—বেশ—ভাল আছ মণি—ভাল আছ—ভাল আছ?

মণি।—আপনি আবার এখানে কি মনে ক'রে?

মামুক।—কিছু নয়—কিছু নয়—বিশেষ কিছু নয়,—তবে—তবে—তোমাকে দেখতে—দেখতে—এসেছি,—বারোটি বছর—উহুহুহু—বারোটি বছর কাছে ছিলে তুমি—এখন একেবারে কাছ তাড়া—উহুহুহু—বারোটি আপশোষ—ভারী আপশোষ তাই তাই তাই এসেছি—তা—তা—তা—ভাল আছ মণি—ভাল আছ?

মণি।—ভাল আর কি করে আছি বলুন—নরকের আগুণ আমার চতুর্দ্দিকে!

মামুক।—কেন—কেন—কেন—হয়েছে কি—হয়েছে কি—

তা— তা— তা— এখানে এখানে যদি আগুন— তাহলে—তাহলে—বলি কি—বলি কি—এই এই তোমাকে ভালবাসি কি না—তাই—তাই—তাই— এই বলি কি—দিনকতক—এই দিনকতক আমার আমার কাছে গিয়ে থাকলে—ভাল হয় না ?—য়্যাঁ— বলনা মণি—বলনা—ভাল হয় না ?

মণি।—আপনার সেই রহস্যময় আখড়ার কাহিনী আমি কখনো ভুলতে পারব না ; আর একবার সেখানে যাবার আমার ইচ্ছা আছে।

মামুক।—তাই নাকি তাই নাকি—বেশ কথা বেশ কথা বেশ কথা—তা—তা—তা আজই যাবে আজই যাবে ?

মণি।—রাণীর পক্ষে রাজধানী ছেড়ে অন্যত্র যাওয়া কথার কথা নয় !—সৈন্য সামন্ত পাত্র মিত্র সকলকে সংবাদ দিতে হবে তো।

মামুক।—কেন—কেন—কেন—তারা আবার কেন—তারা আবার কেন—তারা গিয়ে কি করবে—তুমি—তুমি তুমি একলা যাবেনা মণি—একলা যাবে না মণি— আমার কাছে যাবে যখন—তাতে আর তাতে আর— এই একলা যেতে একলা যেতে আপত্তি কি— আপত্তি কি ?

মণি।—আমি আপনার সঙ্গে একলা গেলেই আপনি বোধ হয় খুব খুসী হন ?

মামুক।—হাঁ হাঁ হাঁ—ঠিক বলেছ—মণি ঠিক বলেছ—ভারি খুসী হই—ভারি খুসী হই—কেন না আমি তোমাকে ভালবাসি—ভারি ভালবাসি—

মণি।—তা জানি—আপনি আমাকে খুব ভালবাসেন!

মামুক।—বেশ ব'লেছ—বেশ ব'লেছ মণি—বাঃ বাঃ বাঃ বেশ ব'লেছ—হাঁ হাঁ হাঁ আমি ভালবাসি—মণি, তোমাকে আমি খুব ভালবাসি—

মণি।—এতে আর আশ্চর্য্য কি! আপনি আমার পিতার তুল্য; পিতা কন্যাকে ভালবাসবে—তাতে আর আশ্চর্য্য কি?

মামুক।—না—না—না—না—তা নয়—তা নয়—উহুহু-হুহু মণি—তা নয়—তা নয়—পিতা—উহুহুহু—ছাড়ান দাও—এ কথা মুখে এনো না—আমি—আমি—আমি—তোমাকে মণি—তোমাকে মণি—থাক—থাক—থাক—

মণি।—একি! আপনি এরকম ক'রছেন কেন?

মামুক।—উহুহুহু মণি—মণি মণি—আমি তোমাকে ভালবাসি—ভালবাসি—ফুলের মতন—বুঝেছ মণি—ফুলের মতন ভালবাসি—উহুহুহু মণি—মণি—মণি—তোমা বিহনে আমি ম'রে আছি উহুহুহু মণি—আমি—আমি আমি—

মণি।—আপনি থামুন;—এতক্ষণে আমি বুঝলুম—আপ-

নার ওপর আমি যে ধারণা পোষণ ক'রে আসছিলুম তা মিথ্যা নয়।

মামুক।— য়্যাঁ—য়্যা—কি-কি-কি-কি-তা-তা-তা-কি-কি-কি-শুনি-শুনি-ধারণাটা কি মণি!

মণি। সে কথা মুখে আন্‌তেও আমার ঘৃণা হয়। তোমার মতন লম্পট পাপীষ্ঠ মোহন্তদের ভেতর দুটী নেই! তুমি পঙ্গের রাণীকে তোমার উপপত্নী ক'রতে চাও—এতদূর তোমার আস্পর্দ্ধা!

মামুক।—এই-এই-এইমণি-মণি-মণি ঠিক--ঠিক---আমার মনের কথাটা--ঠিক বুঝেছ ঠিক বুঝেছ ঠিক ঠিক বুঝেছ—

মণি।—পামর—পশু! ধর্ম্ম-ব্যবসায়ী মহন্ত তুমি, রমণীর ছায়াস্পর্শও তোমার পক্ষে দোষের কথা—অথচ তুমি অম্লানবদনে রাণীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে তোমার গুণের পরিচয় দিচ্ছ! আমি যে এ রাজ্যের রাণী---প্রজার দণ্ডমণ্ডের অধিকারী---সে কথা বোধ হয় তুমি ভুলে গেছ!

মামুক।—হাঁ-হাঁ-হাঁ—ঠিক. বলেছ ঠিক বলেছ ঠিক বলেছ মণি—ভুলে গেছি—কি কথা বলতে কি বলে ফেলেছি—তা-তা-তা—যাক-যাক-যাক—ছাড়ান দাও—ছাড়ান দাও—মণি ছাড়ান দাও। এখন তোমাকে যা বলতে এসেছি—তা শোনো—বড় মজার খবর—বড় মজার

খবর—সেই যে তোমার চন্দ্রকেতু—ইরাবতীর জলে যে বুঝেছ—সেই--সেই—আবার বেঁচে এসেছে—এ রাজ্যে এসেছে-

মণি।—বেঁচে আছেন তিনি? সত্য কথা?

মামুক।—হাঁ হাঁ হাঁ সত্য কথা—সত্য কথা—বেঁচে ছিল--আমি যখন দেখেছি—তখনো বেঁচে ছিল, তবে—এখোনো আছে কি না তা জানি না;—কেননা—তোমার মজালিন্দ তাকে আলংফারার নাচ ঘরে—বুঝেছ—সেই আলংফারার নাচঘরে নিয়ে গেছে—সেখানে তাকে জোর করে মঘ করা হবে—আর যদি সে মঘ না হয়, সিংহের খাঁচায় ফেলে তার দফা রফা—বুঝেছ—দফা রফা করা হবে।

মণি।—আমি এ কথার অর্থ কিছু বুঝতে পারছি না!

মামুক।—হাঁ—হাঁ—হাঁ--বুঝতে পারছ না—বুঝতে পারছ না—আচ্ছা আচ্ছা--বুঝিয়ে দিচ্ছি বুঝিয়ে দিচ্ছি,—মজালিন্দ জানতে পারে—চন্দ্রকেতু তোমার প্রণয়ী—বুঝেছ মণি বুঝেছ—তারপর—চন্দ্রকেতু যেমন এরাজ্যে এসে ঢুকেছে—অমনি পড় তো পড় মজালিন্দের চোখের ওপরে—চর সঙ্গে ছিল—দেখিয়ে দিলে—তারপর সেই পদকআঁটা মালা—সেই সেই সেই মালা—বুঝেছ—তখনো চন্দ্রকেতুর গলায় ছিল—বেচারা একটা গাছের তলায় ঘুমুচ্ছিল—সেই

অবস্থাতেই তাকে বেঁধে—তঞ্জামে চড়িয়া—একবারে আলোংফারা—এতক্ষণে হয় তো কাবার—

মণি।—আলংফারার বীভৎস কাহিনী আমি চর মুখে শুনেছি—এখনি আমি সেখানে যাবো—সত্য যদি চন্দ্রকেতু সেখানে গিয়ে থাকে—যেমন করে পারি তাকে উদ্ধার করবো—কে আছ ওখানে—এখনি মন্ত্রীকে ডেকে দাও— [বেগে প্রস্থান]

মামুক।—তাই তো—তাই তো—ছুটলো যে—তা-তা-তা—খবরটা আর একটু চেপে রাখলে—আর একটু চেপে রাখলে—না-না-না—তাতে কি হয়েছে—তাতে কি হয়েছে—ওই ওই ওই—সূর্য্য ডুবু ডুবু—বাস্—বাস্—বাস্—এতক্ষণে এতক্ষণে সব শেষ—আবার এক মজা—মণি—মণি—যদি নিজে যায়—সবই দেখতে পাবে—মজালিন্দ মজা টের পাবে—আর ওদিকে—মণি আলোংফারায় পা দিয়েছে শুনলেই ব্রহ্ম সম্রাট ওমনি ফোঁস করে উঠবে—তখন রাণীর ওপর আবার এক চাল চালা যাবে—বেশ হবে—বেশ হবে—বেশ হবে— [প্রস্থান]

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

আলোংফারা—নাচ ঘর।

মজালিন্দ, মহাবাগুলা, বন্দী চন্দ্রকেতু,
রক্ষীগণ ও মঘ-নর্ত্তকীগণ।

(গীত।)

এ বড় মজার নাচ ঘর।
হেথায় এলে—আপন মনে—
থাকে নাকো পর॥
এসেছো এখানে যখন মনটি আগে দাও,
মনটি দিলে, প্রাণটি পাবে, এটা বুঝে নাও,
পরীর মতন নারী মোরা বদন তুলে চাও—
হব হে তোমার সবে—তুমি হবে প্রাণেশ্বর॥

মহা।—(চন্দ্রকেতুকে লক্ষ্য করিয়া) কেমন মিষ্টি গান শুনলে? কেমন জবর চেহারা দেখলে? তুমি যদি এখন মঘের ধর্ম্ম গ্রহণ করো—তাহ'লে তোমাকে ঐগুলি সব বখসিস দেওয়া হবে।

চন্দ্রকেতু।—তোমাদের আচরণে আমি স্তম্ভিত হয়েছি! নিদ্রিত ব্যক্তিকে অতর্কিতভাবে বন্দী ক'রে এনে এ ভাবে নির্য্যাতন—নিতান্ত কাপুরুষের লক্ষণ!

মজালিন্দ—তুমি কত বড় বীরপুরুষ—তা এখনি জানতে

পারা যাবে! এখন কথা হ'চ্ছে এই—তুমি মঘের ধর্ম্ম গ্রহণ ক'রবে কি না?

চন্দ্রকেতু।—এ কথার উত্তর দিতেও আমি ঘৃণা বোধ করি!

মহা।—প্রথম প্রথম এমন ঘৃণা অনেকেই ক'রে থাকে,—কিন্তু এর পর যখন সিংহের সিংহনাদ কানে গিয়ে ঢোকে, তখন ঘৃণা পালিয়ে যায়,—লজ্জা এসে জোটে; তার পরে সিংহের খাঁচার সামনে হাজীর ক'রলেই—লজ্জাও অমনি উধাও হয়ে যায়!—এখান থেকে অমনি অমনি পালাবার উপায়টি নেই! এ হচ্ছে আলংফারার নাচঘর; সম্রাট আলংফারা বিস্তর টাকা খরচ ক'রে এটি তৈরী ক'রেছিলেন,—অনেক হিন্দুকে এইখানে মঘ বানিয়ে দেওয়া গেছে—বুঝেছ?

চন্দ্রকেতু।—নিঃসহায় নিরপরাধ নিরস্ত্র নাগরিকদের প্রতি এই অমানুষিক নির্য্যাতন—তোমাদের ধর্ম্মপরায়ণ সম্রাটের কীর্ত্তির নিদর্শন বটে!

মজালিন্দ।—সাবাস! আমাদের সম্রাটের এ কীর্ত্তিটা যে খুব উঁচু দরের—এটা স্বীকার করছ তাহলে। এখন তুমি এখানে—মঘ হয়েছ ব'লে—নামটি লেখালে, কীর্ত্তির কেতনখানা আকাশে গিয়ে ঠেকবে—

মহা।—আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও একটা রীতিমত শিরোপা মিলবে—বুঝেছ?

মজালিন্দ।—এখন এই বীরপুরুষের সঙ্গে বোঝা পড়া ক'রতে ক'রতে সন্ধ্যা হ'য়ে গেল,—অথচ আমাদের সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে কাজ ফতে করবার কথা ছিল!

মঙ্গা।—ঠিক কথা;—ক্রমেই দেরী হ'য়ে যাচ্ছে! কেমন হে—রাজী তাহলে?—ওই দেখো—ফুঙ্গি প্রভুরা এসেছেন!—

(ফুঙ্গিদের প্রবেশ)

আসুন—আসুন—এই পশুটিকে মানুষ করুন—দীক্ষা দিন—

ফুঙ্গিগণ।—বেশ! বেশ! বেশ!

১ম ফুঙ্গি।—পশুটি পোষ মানতে রাজী হচ্ছে না শুনে—আমরা সিংহের খাঁচায় খোচা দিতে লোক পাঠিয়েছি! এখনি সিংহ জেগে উঠে হুঙ্কার ছাড়বে—

মজালিন্দ।—ওই দূরে সিংহনাদ শুনতে পাচ্ছ কি?

চন্দ্রকেতু।—সিংহনাদ শুনে ফেরুর পাল আতঙ্কে মূর্চ্ছা যায়,—আর নরসিংহের অন্তর তাতে প্রফুল্ল হয়ে ওঠে! তোমাদের মতন ফেরুর অন্তরে যদি কিছুমাত্র বীরের অভিমান থাকতো—তাহ'লে কখনো সিংহনাদ শুনিয়ে আমাকে সন্ত্রস্ত করবার প্রয়াস পেতে না! সিংহের ভয়ে সিংহ কখনো স্বধর্ম্ম বিস্মৃত হয় না!

মজালিন্দ।—থাক্—আর বীরত্বের বড়াই ক'রতে হবে না! সিংহের গর্জ্জনে যা হয় না—দর্শনে তা পূর্ণ হয়!

তুমি যদি ধর্ম্মত্যাগে এখনো রাজী না হও—ফুঙ্গী-প্রভুদের কথামত কার্য্য না করো—তাহ'লে—মুখে আর কি ব'লব! বুঝতেই পারছ সব!—তুমি এখন আমাদের অধিকারে—তোমার জীবন-মরণ আমাদের অধিকারে—তোমার জীবণ-মরণ আমাদেরই হাতে!

মহা।—আর নয়—যথেষ্ট হয়েছে—সিংহের পিঁজারায় একে ফেলে দাও—মজা হোক—

ফুঙ্গিগণ।—মজা—মজা—ভারি মজা!

মজালিন্দ।—সিংহের পিঁজারায় তো ফেলা হবেই—কিন্তু তার আগে—সর্ব্বাঙ্গে এর তলোয়ারের খোঁচা দেওয়া যাক্—তাতে আরো মজা হবে—

ফুঙ্গিগণ।—হাঁ—হাঁ—আরো মজা—খাসা মজা—

মহা।—চমৎকার যুক্তি! বড় চমৎকার মানাবে তাতে! সকলে একসঙ্গে তলোয়ার খুলে—পটাপট খোঁচা—

মজালিন্দ।—কিন্তু খুব সাফাই হাতে;—এর প্রাণের আধখানা আমাদের, আর আধখানা সিংহের—এইটুকু বুঝে বাস্?—খোলো তলোয়ার সকলে—(সকলের তরবারি নিষ্কাসন)—হাঁ এইবার ঠিক তাগ ক'রে সকলে ছুটে চলো—

(মজালিন্দ, মহাবাণ্ডুলা তরবারি বর্ষার ন্যায় হেলাইয়া একযোগে চন্দ্রকেতুর দিকে গমনোদ্যত, তৎক্ষণাৎ সমর-সজ্জায় মণিমালা, দামোদর ও বর্ষাধারী

সৈন্যগণের বেগে প্রবেশ।]

মণিমালা।—রাণীর সম্মানরক্ষার জন্য এখনি সকলে অস্ত্রত্যাগ করো!

(মজালিন্দ, মহাবাণ্ডুলা ও রক্ষিগণ স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান)

মজা।—রাজ্ঞি! তুমি কার রাজ্যে দাঁড়িয়ে এ আদেশ ক'রছ, তা বোধ হয় জান না!

মণি।—আর তুমি নরঘাতক কার সম্মুখে দাঁড়িয়ে একথা উচ্চারণ ক'রছ—তা বোধ হয় ভুলে গেছ!—অস্ত্র ত্যাগ করো সকলে!

মজা।—আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি—সেখানে তোমার এ আদেশ নিষ্ফল নিশ্চয়!

মণি।—রাজবাহিনী আর প্রবাহিণীর গতি কোথাও সীমাবদ্ধ নয়! অস্ত্র ত্যাগ করো এখনো! সৈন্যগণ! এদের আক্রমণ করো—যতক্ষণ না অস্ত্র ফেলবে—ততক্ষণ হত্যাকাণ্ড চ'লবে—চালাও অস্ত্র—

[সৈন্যগণের বর্সা ধরিয়া আক্রমণোদ্‌যোগ—মজালিন্দ, মহাবাণ্ডুলা ও রক্ষিগণের অস্ত্রত্যাগ]

মহা।—ওরে গর্ব্বিতা রমণী—তোর এতদূর আস্পর্দ্ধা যে তুই আমাদের সম্রাটের—

দামোদর।—(কোষবদ্ধ তরবারি সবেগে কক্ষতলে ঠুকিয়া) ফের যদি তুই রাণীর বিরুদ্ধে একটি কথা কইবি—

তাহ'লে তোকে এইখানে কুক্কুরের মতন বধ ক'রব নরাধম!

মহা।—কিন্তু—তার পর?—আমি সম্রাটের প্রতিনিধি—বিপুল সৈন্যদল নিয়ে তোমরা তাঁর রক্ষীদের নিরস্ত্র করলে।—কিন্তু এর পরিণাম ভেবেছ? সম্রাটের সুবর্ণ চরণে যখন—

মণি।—তুমি তোমার রক্ষিদের নিয়ে—তোমার সম্রাটের সুবর্ণ চরণে—রাণী মণিমালার লৌহময় আচরণের কথা নিবেদন ক'রতে পারো,—তাতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই; তাঁকে ব'লো—ধর্ম্ম তাঁর একার সম্পত্তি নয়,—ধর্ম্ম সকলেরই আরাধ্য নিধি; তাঁর অধিকারে আমার পদার্পণ—ধর্ম্মের জন্য; স্বার্থের কারণে নয়! আমার আকিঞ্চন—এই পাপ পুরীর উচ্ছেদ্য সাধন—পতাকা-স্থাপন নয়!—এতে যদি সংঘর্ষ হয়—নিরুপায়; ধর্ম্ম যার সহায়—জয় তার নিশ্চয়।

মহা।—বেশ,—আমি সুবর্ণ-চরণে একথা নিবেদন ক'রব। চ'লে এসো রক্ষিগণ। [প্রস্থান]

মণিমালা।—মজালিন্দ! আমার ভৃত্য হয়ে তুমি আমার বিরুদ্ধাচরণ করেছ;—আমার বিচারে তুমি বন্দী: তোমাকে কঠোর কারাদণ্ড গ্রহণ করতে হবে! সৈন্য-গণ বন্দী করো একে—

মজালিন্দ।—রাজ্ঞি! রাজ্ঞি!—

মণিমালা।—তোমার মতন নরাধমের মুখ থেকে একটি বর্ণও আমি শুনতে প্রস্তুত নই! সৈন্যগণ—একে কারাগারে নিয়ে যাও।—[সৈন্যগণের তথাকরণ] (চন্দ্রকেতুর নিকটে গিয়ে)—বীরবর! আমার এই বর্ব্বর বিশ্বাসঘাতক ভৃত্যের আচরণে আপনি ভীষণ লাঞ্ছিত হয়েছেন! রাজ্যের রাণী আমি—কৃতাঞ্জলি-পুটে আপনার কাছে মার্জ্জনা ভিক্ষা করছি!

চন্দ্রকেতু।—(স্বগতঃ)—এই—এই—এই—মণিমালা—আমার সেই—ধন্য জগদীশ! (প্রকাশ্যে) মহিমা-ময়ী মহারাণীর দর্শন পেয়ে আমি আজ ধন্য—মনে আমার আর কোনো ক্ষোভ নেই!

মণিমালা।—আপনি আমার সঙ্গে আসুন—লাঞ্ছিতের সম্মান করতে আমরা অবশ্য বাধ্য! মন্ত্রিবর! এই দণ্ডেই যেন আলংফারা প্রাসাদের অস্তিত্ব মুছে যায়! আমার সকল আদেশ যেন বর্ণে বর্ণে পালিত হয়!

[চন্দ্রকেতুর সহিত মণিমালার প্রস্থান]

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মন্দালয়—সম্রাট-দরবার !

(মহাবাণ্ডুলার প্রবেশ।)

মহা।—স্বর্ণময় প্রভুর সুবর্ণ চরণে—গরীবের আবেদন—

মিণ্ডনমিন।—থাক— থাক— থাক মহাবাণ্ডুলা—কাজের কথা কও—কাজের কথা কও,—এবার কতকগুলো—বল বল—ব'লে ফেলো—এবার কতগুলো হিন্দুকে—বল—বল—

মহাবাণ্ডুলা।—প্রভু ! ধন প্রাণের মালিক ! এবার কিছু হয় নি—

মিণ্ডনমিন।—কি-কি-কি—কিছু হয় নি ! কিছু হয় নি ! না-না-না—শুনতে চাই না—

মহা।—সম্রাট ! এবার সমস্ত পণ্ড হয়েছে !

মিণ্ডনমিন।—কি— কি— কি— পণ্ড হয়েছে— পণ্ড হয়েছে ! আমি— পৃথিবীর সম্রাট আমি— স্বর্ণময় ঠাকুর আমি—আমার কাজ পণ্ড হয়েছে ! সেনাপতি —শুনছ ? বলে কি না আমার কাজ পণ্ড হয়েছে ! এ কথা উচ্চারণ করতেও এর লজ্জা হচ্ছে না ! ঘাতক—ঘাতক !

(ঘাতকের প্রবেশ।)

ঘাতক।—সুবর্ণময় চরণে গোলাম হাজীর আছে!

মিগুনমিন।—বহুতআচ্ছা—দাড়াও তুমি—তোমার কাজ আছে।

ঘাতক।—যো—হুকুম!

মহা।—প্রভু! এবার আমি একজন বিখ্যাত হিন্দুকে গ্রেপ্তার করেছিলুম,—সে সেই মণিপুরী যোদ্ধা চন্দ্রকেতু! সবে মাত্র আমরা তার ওপর পীড়ন আরম্ভ করেছি—এমন সময় প্রভু—পঙ্গের নূতন রাণী মণিমালা সদলবলে এসে তাকে উদ্ধার করলে!

মিগুনমিন।—বটে! বটে! বটে! তা—তুমি কি করলে? মেয়ে মানুষ বাড়ী চড়াও হয়ে তোমার কাছ থেকে শীকার কেড়ে নিলে,—আর শিকারী তুমি —কি করলে? বল—বল—তুমি কি করলে? দলবল নিয়ে পালিয়ে এলে—কেমন—কেমন—ছেড়ে দিয়ে এলে?

মহা।—প্রভু সে নাচঘরের আর অস্তিত্ব নেই! পঙ্গের রাণী সঙ্গে সঙ্গে তা চূর্ণ করে ফেলেছে!

মিগুনমিন।—সাবাস—পর্দ্দা ক্রমেই চড়ছে! নাচঘরের অস্তিত্ব নেই—চূর্ণ হয়েছে,—কিন্তু তোমার অস্তিত্ব ঠিক তেমনি বজায় রয়েছে! নাচঘর গেছে—আলংফারার নাচঘর গেছে—মঘের নিশান মাটির

ওপর গড়াগড়ি যাচ্ছে। সেনাপতি—সেনাপতি—শুনছ? শুনছ?—মহাবাগুলার মহাবীরত্বের কথা শুনছ? আমার সর্ব্বনাশ ক'রে এসেছে—সর্ব্বনাশ ক'রে এসেছে; উঃ!—ঘাতক—ঘাতক—একে ধরো, একে ধরো—এর হাত ছুটো আগে কেটে আনো—হাত ছুটো—হাত ছুটো—নিয়ে যাও—

ঘাতক।—যো হুকুম! -[মহাবাগুলার হস্তধারণ]

মহা।—সম্রাট! সম্রাট! ধনপ্রাণের মালিক! রক্ষা করুন—রক্ষা করুন—

মিগুনমিন।—ঘাতক! ঘাতক! নিয়ে যাও একে—

(নাতালি ও মজালিন্দের প্রবেশ)

নাতালি।—সম্রাট! সম্রাট! একটু অপেক্ষা করুন—আগে এই নাতালির কথা সুবর্ণকর্ণে গ্রহণ করুন—

মিগুনমিন।—এই যে—এই যে—নাতালি এসেছে—নাতালি এসেছে! আয়—আয়—এগিয়ে আয়—সুবর্ণচরণ কোলে নিয়ে বসবি আয়—

নাতালি।—[সিংহাসন নিম্নে সম্রাটের পদতলে বসিয়া] সুবর্ণ চরণের আশ্রয়ে—সম্রাটের অনুগ্রহে আমি ধন্য হলেম! সম্রাট! এই মহাবাগুলা নিরাপরাধ; পঙ্গের রাণী মণিমালা তাঁর বিপুল সৈন্যদল নিয়ে মহাবাগুলার রক্ষীদের পরাজিত করে নাচঘর চূর্ণ করে দিয়েছে! এতে মহাবাগুলার ওপর

ক্রোধ ত্যাগ করে—মণিমালার ওপর ক্রোধ প্রকাশ করাই সম্রাটের কর্ত্তব্য। একজন হিন্দু বালিকার এতদূর আস্পর্দ্ধা—যে, সে সম্রাটের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে!

মিগুনমিন।—ঠিক কথা—ঠিক কথা—আমি ক্রোধে উন্মত্ত হ'য়ে এ কথা ভুলে গিয়েছিলেম বটে!—ওঃ কি আস্পর্দ্ধা তার—কি আস্পার্দ্ধা তার! তা—তা—তোমরা কি ক'রলে—তোমরা তাকে কেন বারণ ক'রলে না?

নাতালি।—সে আমাদের বারণ শোনবার পাত্রী নয় সম্রাট!

মিগুনমিন।—কেন—কেন—এই সেদিন শুনা গেল—মজালিন্দের সঙ্গে সে আমাদের ধর্ম্ম গ্রহণ ক'রবে—তবে তবে সে তোমাদের বারণ শুনবে না—এ কি রকম কথা—এ কি রকম কথা—

মজালিন্দ।—সম্রাট! সে এখন মত-পরিবর্ত্তন ক'রেছে! সে তার ধর্ম্মত্যাগে রাজী নয়—আমাকে বিবাহ ক'রতেও প্রস্তুত নয়! মণিপুরী চন্দ্রকেতুই এখন তার প্রণয়-পাত্র; আমি তাকে বন্দী ক'রে আলং-ফারার নাচঘরে নিয়ে গিয়েছিলেম—এই অপরাধে সে আমাকে বন্দী করেছিল, কারাগারে আবদ্ধ ক'রে রেখেছিল; শেষে দিদি কত অনুনয় বিনয় ক'রে তবে

আমাকে মুক্ত ক'রে এনেছে! নইলে হয়ত আমার প্রাণদণ্ড করত! আমার ওপর আর তার মায়া নেই—শীঘ্রই সে চন্দ্রকেতুকে বিবাহ করবে; আর যদি এ বিবাহ নিরাপদে সম্পন্ন হয় সম্রাট—তাহ'লে পঙ্গের সঙ্গে মণিপুরের সংযোগে আমাদের শত্রু প্রবল হবে—এ কথা বলাই বাহুল্য।

মিগুনমিন।—বটে! বটে! বটে! এতদূর—এতদূর—এতদূর! একটি তুধের মেয়ে—তার এতো তেজ—এত তেজ—এতো তেজ! আমাকে গ্রাহ্য করে না. আমার শক্তিকে ভয় করে না—আমার ধর্ম্মকে মানতে চায় না! আচ্ছা—আচ্ছা—এর প্রতীকার ক'রতে হবে—আগেই এর প্রতীকার ক'রতে হবে! মজালিন্দ—সে তোমার হবে—আলবৎ তোমাকে বিবাহ ক'রবে—তাকে এইখানে ধরে আনা হবে,—যেমন সে আমার নাচঘর ভেঙ্গে দিয়েছে, তেমনই তার রাজ্যের সমস্ত ঘর-বাড়ী ভেঙ্গে দেওয়া হবে। মহাবাণ্ডুলা—তুমি এবারকার মতন ছাড়ান পেলে—যাও—যাও; সেনাপতি—সেনাপতি—লড়াই হবে—আবার লড়াই হবে—মোরগের লড়াই নয়—মানুষের লড়াই—সৈন্য সাজাও—সৈন্য সাজাও—সৈন্য সাজাও—আজ এই পর্য্যন্ত—আজ এই পর্য্যন্ত!!

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পঙ্গের উপকণ্ঠ—মঘ-পল্লী।

মঘ-যুবতীগণের নৃত্যগীত।

আসবে নাকি মঘের ঠাকুর—বাদশা-বাহাদুর
জব্দ হবে হিঁদু এবার—ভাঙবে রাণীর ভূর॥
সাথে তার লাখে লাখে আসবে কত বীর,
সন্ সন্ সন্—ছুটবে তাদের তীর,
শুনেই রাণীর চক্ষুস্থির—ভয়েতে আতুর।
ভেঙ্গেছে ভীরকুটি, লেগেছে দাঁতকপাটি,
কান্নাকাটি ক'রছে এখন—ফিরে গেছে সুর॥

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রাসাদ অলিন্দ।

(মণিমালা ও গোবিন্দগিরির প্রবেশ।)

মণি।—কি অপরাধে অভাগিনীকে এতদিন ভুলেছিলেন গুরুদেব ?

গোবিন্দ।—একদিনের জন্যও তোমার কথা ভুলতে পারিনি মা ; তবে তুমি পিতৃরাজ্যে পিতার স্নেহময় কোলে আশ্রয় পেয়েছ শুনে নিশ্চিন্ত ছিলেম !

ধর্ম্মকে রক্ষা করবার জন্য বিধর্ম্মীর নির্ম্মোক ধারণ ক'রে সত্যের চরণে আমি অপরাধী হ'য়েছিলেম,—সেই অপরাধ খণ্ডনের জন্য কঠোর প্রায়শ্চিত্ত সাধন ক'রে আজ আবার গোবিন্দগিরি হ'য়ে পঙ্গে ফিরে এসেছি মা!

মণি।—গুরুদেব! পঙ্গের রাণী শৈশব থেকে ভিন্নধর্ম্মীর আখড়ায় প্রলিপালিত হ'য়েও পিতৃপুরুষের সনাতন ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হ'য়েছে—সে কেবল আপনার জন্য! শৈশব থেকে আমি মাতৃহীনা,—পিতা স্বত্ত্বেও আমি তাঁর স্নেহ থেকে বঞ্চিত ছিলুম! কিন্তু আপনার কাছেই আমি একাধারে পিতামাতার স্নেহ পেয়েছি: আপনি আমার পিতা—আপনি আমার মাতা—আপনি আমার শিক্ষাদাতা গুরু;—এ বিপদের সময় আপনার দর্শন পেয়ে আমি আজ নবজীবন পেলুম! আমার বিপদের কথা সমস্ত শুনেছেন বোধ হয়?

গোবিন্দ।—শুনেছি; শুনে বড় খুসী হ'য়েছি! তুমি রাণীর মতন কার্য্য ক'রেছ,—তোমার কার্য্য পিশাচের অন্তরে আঘাত ক'রেছে—তাই পিশাচের অবতার রাজা মিণ্ডনমিন তোমাকে আক্রমণ ক'রছে: কিন্তু তার অহঙ্কার চূর্ণ হ'য়ে যাবে—তোমারই সুযশ বর্দ্ধিত হবে; এটা স্থির জেনো মা—যে ধর্ম্মকে রক্ষা করে,

কালে সেই ধর্ম্মই তার রক্ষক হয়!—ধর্ম্মের বিপদ-কালে তুমি ধর্ম্মকে রক্ষা ক'রেছ,—তোমার বিপদে ধর্ম্মও তোমাকে অবশ্য রক্ষা ক'রবেন মা; সম্রাটের তুলনায় যদিও তোমার শক্তি তুচ্ছ, তত্রাচ ধর্ম্মের প্রভাবে এই শক্তিই দুর্জ্জয় হবে!

মণি।—গুরুদেব! আমার সম্বল শুধু ধর্ম্ম আর আপনার আশীর্ব্বাদ!

গোবিন্দ।—কায়মনোপ্রাণে আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ ক'রছি মা—জীবন-সংগ্রামে তুমি জয়যুক্ত হ'য়ে সর্ব্বসৌভাগ্যবতী হও,—তোমার মুকুট উৎসব নিরাপদে সম্পন্ন হোক্—পূর্ব্বদেশ তোমার যশোগীতে মুখরিত হোক্। [প্রস্থান]

মণি।—বিপদের মেঘমালা ক্রমেই ঘনীভূত হ'য়ে উঠ্‌ছে! আকাশের গুরুগভীর মেঘ গর্জ্জন মিঙুনমিনের সমর নির্ঘোষের পূর্ব্বাভাষ ব'লে মনে হ'চ্ছে! কিন্তু আমি এতে কিছুমাত্র ভীত নই— মুহূর্ত্তের জন্যও নিরুৎসাহ নই—কর্ম্মক্ষেত্রে আমি যে এখন যোগ্য সহযোগী পেয়েছি! চন্দ্রকেতু যদি আমার পার্শ্বে দাঁড়ায়—গোবিন্দগিরি যদি আমাকে অভয় দেন—তাহ'লে বাহুবলে পঙ্গের অস্তিত্বনাশ নাশ করা সম্রাট মিঙুন-মিন আর তার তাঁবেদারদের সাধ নয়!

(মাকুর প্রবেশ।)

মাকু।—মহারাণীর জয়জয়কার হোক্!

মণি।—আপনি আবার কি মনে ক'রে?

মাকু।—আমার প্রভুর কাছ থেকে আসছি; তিনি একটা কথা ব'লে পাঠিয়েছেন।

মণি।—কি কথা ব'লে পাঠিয়েছেন—সংক্ষেপে বলুন।

মাকু।—হাঁ—বলি—হাঁ—এই—হাঁ—

মণি।—আপনি কি এখানে চুরী ক'রতে এসেছেন?

মাকু।—য়্যাঁ—য়াঁ—য়্যা—সেকি—চুরি—সেকি! চুরি—না-না-না—সেকি? য়্যাঁ—

মণি।—তবে কথা ব'লতে এসে চোরের মতন—অমন ক'রে থতমত খাচ্ছেন কেন? কি ব'লবেন—ব'লে ফেলুন না—

মাকু।—হাঁ-হাঁ—বলি—বলি—এই কথাটা হ'চ্ছে এই—আমাদের স্বর্ণময়—

মণি।—আঃ—অস্থির ক'রলেন দেখছি আমাকে! আপনাদের সম্রাটের এই 'স্বর্ণময়' বিশেষণটী শুনে শুনে আমার কাণ বধির হবার উপক্রম হয়েছে! বিশেষণটী বাদ দিয়েই বলুন না।

মাকু।—তা—তা—কি ক'রে হবে? আমাদের সম্রাটের নামের সঙ্গে সোনা ছোঁয়াতেই হয়,—নইলে তিনি খাপ্পা হ'য়ে ওঠেন। তা যাক্—যাক্—কাজের কথাই কই এখন—সম্রাট আপনার ওপর বেজায় চ'টে

গিয়ে সাগরের মতন অগাধ ফৌজ নিয়ে আপনাকে দমন ক'রতে আস্‌ছেন। আমার প্রভু বলেন—এই মহাবিপদে আপনার নিস্তার পাবার একটীমাত্র উপায় আছে।

মণি।—সে উপায় কি?

মাকু। আমার প্রভুর ইচ্ছা; তিনি ইচ্ছা ক'রলেই সমস্ত মিটমাট ক'রে দিতে পারেন।

মণি।—বটে! তাহ'লে তিনি এ ইচ্ছাটুকু প্রকাশ ক'রতে কৃপণতা ক'রছেন কেন?

মাকু।—না—না—তা কেন! তা কেন! কৃপণতা ক'রবেন কেন? আপনি তো জানেন—তিনি সেরকম মানুষই নন; তবে কি জানেন—তাঁর যেমন ইচ্ছা—তেমনই আপনারও একটু ইচ্ছা—অর্থাৎ—অর্থাৎ—তিনি ইচ্ছা ক'রলে—যেমন আপনাকে রক্ষা ক'রতে পারেন, আপনিও তেমনি ইচ্ছা ক'রলে তাঁকেও রক্ষা ক'রতে পারেন।

মণি।—কেন তাঁর আবার হ'ল কি?

মাকু।—হায়-হায়-হায়-তাঁর ভারি বিপদ! পাগল হ'তে ব'সেছেন তিনি! না আছে আহার—না আছে নিদ্রা, সব ছেড়েছেন—আছে কেবল আপনার নাম! আপনার জন্যই তিনি পাগল—এখন আপনি ইচ্ছা ক'রলেই তাঁকে রক্ষা ক'রতে পারেন—আপনি যদি

একটু অনুগ্রহ—অর্থাৎ—আপনি যদি তাঁর কাছে গিয়ে—অর্থাৎ—

মণি।—থাক্---আর ব'লতে হবে না ; আপনার কথার অর্থ আমি বুঝতে পেরেছি।

[দামোদরের প্রবেশ।]

মন্ত্রিবর ! ইনি ফুঙ্গিরাজ মামুকের দূত ; এঁর প্রভু—ক্রুদ্ধ ব্রহ্মরাজের আক্রমণ থেকে আমার রাজ্যরক্ষার এক অতি চমৎকার প্রস্তাব ক'রে পাঠিয়েছেন !

দামোদর।—প্রস্তাবটী শুনতে ক্ষতি কি ?

মণি।—আমার সম্মুখে সে প্রস্তাব শুনতে ক্ষতি বিলক্ষণ আছে ; আমি হয়তো তাহ'লে আনন্দে মূর্চ্ছা যাবো, আর আপনিও আনন্দের উন্মত্ত আবেগ থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য বসুমতীকে দ্বিধা হ'তে ব'লবেন ! এঁকে বিশ্রামকক্ষে নিয়ে গিয়ে এঁর প্রস্তাব শুনুন—শুনে যথোচিত ব্যবস্থা করুন।—(মাকুর প্রতি)—আপনি যান—আপনার প্রভুর বক্তব্য আমার মন্ত্রীর কাছে অসঙ্কোচে প্রকাশ করুন,—শুনে ইনি যা মন্তব্য প্রকাশ ক'রবেন—তা আমার মন্তব্য ব'লে জানবেন।

দামোদর।—আসুন—ফুঙ্গিরাজ !

মাকু।—চলুন।—(স্বগতঃ) কথাগুলো তো বড় ভাল ব'লে ঠেকল না। রাণীর মুখখানাও লাল হ'য়েছে ! তা—

এ রাগে—না সোহাগে! আচ্ছা—দেখা যাক্—কি বলে—(প্রকাশ্যে) চলুন—

[দামোদর ও মাকুর প্রস্থান।]

মণি।—উঃ—কি আস্পর্দ্ধা—কি সাহস এই পাপীষ্ঠের! এরাই আবার সাধুর ভাণ ক'রে সমাজে ধর্ম্মের ধ্বজা স্থাপন করে ধর্ম্মজগতে সংস্কারের অগ্রদূত ব'লে নাম বাজাতে চায়। হা ভগবান! এমন পাপীষ্ঠকে পৃথিবীর ভারবৃদ্ধির জন্য এখনো তুমি বাঁচিয়ে রেখেছ?

(দুলালচাঁদের প্রবেশ।)

দুলাল।—রাণী রাণী—দায়ে প'ড়ে আমি আজ তোমার কাছে এসেছি—তার জন্যে মাপ চাইছি; আমি তোমার কাছে বড় একটা ঘেঁসি না—কেননা—আমি মাতাল; তুমিও মাতালকে দেখতে পার না, তা আমি জানি; কিন্তু মা—আমার মদ ছাড়বার ক্ষমতা নেই—মোটেই নেই; আমি মদ খাই—আমি মাতাল —আমি মেলা কথা কই—সত্য, সব সত্য—কিন্তু মা আমি বৃথা কারোর কুৎসা করি না—নেশা বিগড়ে গেলেও তার রাস ঠিক বাগিয়ে ধ'রে থাকি—এক পা-ও এদিক-ওদিক হ'তে দিই না,—আর তোমার ওই ফুঙ্গিরা—যারা মদের নাম শুনলে লাফিয়ে ওঠে—মেয়েমানুষের কথা শুনলে লজ্জায় কুকুর-

কুণ্ডলী হয়ে যায়, আবার কিন্তু কোটের ভিতর দেখতে পেলে—লজ্জা-সরম সব ঝেড়ে ফেলে ঢেঁকি অবতার হয়ে দাঁড়ায়—তারা মাতাল না হয়েও—মাতালের চোদ্দপুরুষের ওপরে যায় কেন—তা আজ তোমাকে বলতে হবে! আমি মাতাল—আর তারা মদ না খেয়ে—একবারে মাতাল—দাঁতাল—আর সিঙেল হয়ে দাঁড়ায় কেন—তোমাকে তা বুঝিয়ে দিতে হবে।

মণি।—কি হয়েছে—ফুঙ্গিরা করেছে কি?

দুলাল।—হবে আর কি—বেশী আর করবে কি—তবে একটু একটু করে রাজ্যের গোড়াটায় ঘা দিতে সুরু করেছে। যে দিন থেকে তারা শুনেছে—তাদের সোণার ঠাকুর ক্ষেপে দাঁড়িয়েছে—এ রাজ্যে লড়াই করতে আসছে—সেইদিন থেকেই এদের মাথা গুলিয়ে গেছে—সাপের পাঁচ-পা দেখেছে—যাচ্ছে তাই আরম্ভ ক'রছে—এক মুখে আর কত বলব—সব কথা বলতে গেলে মা পঞ্চানন হতে হয়,—তাদের আস্পর্দ্ধা দেখতে না পেরে একটু রকমারী কায়দা করে কতকগুলোকে ধরে এনেছি—তাদের কাছ থেকেই তুমি শুনবে মা—তোমার সেই ফুঙ্গিরাজ মামুক—তোমার ওপর খাপ্পা হয়ে—একটা দল তৈরী করেছে—তোমার কুৎসা করাই হচ্ছে এদের কাজ—

মণি।—তাদের কথা আমি পরে শুনব,—এখন তাদের প্রভু মামুক আমার কাছে যে অদ্ভুত প্রস্তাব করে পাঠিয়েছে—আপনি তা আগে শুনুন; বিশ্রাম-কক্ষে মন্ত্রী, মামুকের দূতকে নিয়ে গেছেন, আপনিও সেখানে যান, দূতের মুখে সমস্ত কথা শুনে আপনারাই তার প্রতিবিধান করুন।

দুলাল।—বেশ মা বেশ—আমি এখনি যাচ্ছি সেখানে।

[প্রস্থান]

মণি।—আমার শত্রু এখন পদে পদে! রাজ্যে মামুক আমার শত্রু—সমস্ত মঘজাতি আমার শত্রু—অথচ আমি তাদের কোন অনিষ্টই করিনি—দরবারে জাতিগত পার্থক্য নেই—তবু তারা আমার শত্রু!—সেনাপতি মজালিন্দ—বিমাতা নাতালী—এখন শত্রু-রাজ্যে—শত্রুর সহায়—মহাশত্রু এখন তারা আমার—চতুর্দ্দিকেই আমার শত্রু!

(চন্দ্রকেতুর প্রবেশ।)

চন্দ্র।—আমিও কি তোমার শত্রু—রাণী!

মণি।—তুমি!—ওঃ—তুমি আমার ভয়ঙ্কর শত্রু!

চন্দ্র।—ব্রহ্মরাজের চেয়েও কি আমি ভয়ঙ্কর?

মণি।—নিশ্চয়! ব্রহ্মরাজকে বারণ করা দুঃসাধ্য নয়, কিন্তু তুমি আমার বারণ শুনতে চাও না; ব্রহ্মরাজ পাছে সহসা এসে পড়ে—সেই ভয়ে আমি সশঙ্কিত,—

আর তুমি পাছে অতর্কিতে পালাও—এই চিন্তায় আমি অস্থির ! চিন্তার মতন নারীর আর শত্রু নেই—তোমার জন্যই আমার যত চিন্তা—তোমার মতন আমার মহাশত্রু কোথায় ?

চন্দ্র ।—বেশ আমিই তোমার এ শত্রুকে দমন করব—তোমার চিন্তার জাল ছিঁড়ে দোব—আজই আমি এখান থেকে চলে যাবো—

মণি ।—তা জানি, নইলে তোমাকে শত্রু বলব কেন ? সংসারে শত্রুর অসাধ্য কি থাক্‌তে পারে ? নিজের ঘরে আগুন দিয়ে শত্রু শত্রুর সর্ব্বনাশ করে ! তুমিও তো সেই শত্রু ! পাগল হয়ে নিজে পালিয়ে যাবে—সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও পাগলিনী করবে !

চন্দ্র ।—এখন তোমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মণিপুরে প্রস্থান—আমার পক্ষে স্বার্থপরতা, তা আমি জানি ; লোকে বলবে—চন্দ্রকেতু রাণীর সুহৃদ্ হ'য়ে তাঁর বিপদের সময় প্রাণের ভয়ে পলায়ন করলে ! বাধ্য হয়ে আমাকে এ অপবাদ শিরোধার্য্য করতে হবে ; কিন্তু ভগবানের আশীর্ব্বাদে হয়তো আমি এ অপবাদ স্খালনের অবকাশ পাবো ; তোমাকে বিপদমুক্ত করবার জন্যই আমি আজ মণিপুর-যাত্রা করব মণি !

মণি ।—তুমি যদি আমার পার্শ্বে থাক চন্দ্রকেতু, তাহলে আমি পৃথিবীর সমস্ত বিপদকে অম্লানবদনে আহ্বান

ক'রতে পারি,—কিন্তু তোমাকে পরিত্যাগ ক'রে আমি স্বর্গের ঐশ্বর্য্যেরও প্রার্থী নই। সংসারে তুমিই আমার স্বর্গ—তুমিই আমার লক্ষ্য—তুমিই আমার সর্ব্বস্ব!

চন্দ্র।—আর তুমি যে তোমার এই সর্ব্বস্বের জন্মজন্মান্তরের তপস্যার কাম্য—সাধনার সামগ্রী—আরাধ্য দেবী—মণি! তোমার বিপদ আমি কি কখনো দর্শন করতে পারি?—তাই আমাকে যেতে হবে মণি।

মণিমালা।—এই বিষম বিপদের মধ্যে আমাকে তুমি একাকিনী ফেলে চলে যাবে?

চন্দ্র।—তোমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করবার জন্যই আমাকে যেতে হবে;—ব্রহ্মরাজ মিণ্ডনমিন যাতে তোমার সিংহাসনের ছায়াস্পর্শও ক'রতে না পারে—সেই চেষ্টাতেই আমাকে যেতে হবে।

মণি।—কিন্তু কেমন ক'রে আমি তোমাকে বিদায় দোব চন্দ্রকেতু! স্মৃতির সহস্র বন্ধন যে তোমাকে এখানে বেঁধে রেখেছে!

চন্দ্র।—যদি আবশ্যক বোঝ—আপাততঃ এ বন্ধন ছিঁড়ে ফে'ল মণি! তুমি রাণী—এখন তুমি আমারও নও—তোমারও নও—পঙ্গের প্রজাপুঞ্জের জননী তুমি,—এইটুকু স্মরণ ক'রে আমাকে বিদায় দাও মণি! কেঁদোনা—চক্ষের জল ফেলো না—ভগবান যদি

সহায় হন—তোমার বিপদের সময় অবশ্যই আমায় উপস্থিত ক'রবেন—কেঁদো না মণি—কেঁদো না—বিদায় দাও আমাকে।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

মামুকের বাটীর বাহির মহল।

মামুক ও মাকু।

মামুক।—য়্যাঁ—য়্যাঁ—য়্যাঁ—মাকু—মাকু—মাকু—বল কি—বল কি—রাজী—রাজী—রাজী? বাস্—তবে আর কি—তবে আর কি—এবার নাচি—নাচি—নাচি—

মাকু।—প্রভু—প্রভু—প্রভু! থামুন—থামুন থামুন—সব শুনুন আগে,—এর মধ্যে একটু কথা আছে!

মামুক।—য়্যাঁ—বল কি—বল কি—বলকি—আবার কথা আছে? রাজী যখন—তখন আবার,—তবে কি নিমরাজী নাকি—নিমরাজী নাকি?—তা-তা—বলো—বলো—কথা কি বলো আগে শুনি—

মাকু।—মন্ত্রিমশাই আপনার প্রস্তাব শুনে ভারি খুসি—

মামুক।—য়্যাঁ—বল কি—বল কি—ভারি খুসি—বটে-বটে-বটে—ভারি খুসি? তা তো হবেই—তা তো হবেই—য়্যাঁ—ভারি খুসি—

মাকু।—আজ্ঞে, শুনে ভারি খুসি হলেন; বললেন—রাণী

সম্রাটের ভয়ে তো রাজ্য ছেড়ে পালাবার মতলব ক'রেছেন—

মামুক।—তাই নাকি—তাই নাকি—পালাবার মতলব—পালাবার মতলব—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ পালাবার মতলব, তা-তা তা—তারপর—তার পর ?

মাকু।—তারপর বললেন,—যদি তোমার প্রভু রাণীকে পেলে রাণীর রাজ্য রক্ষা ক'রতে পারেন—সম্রাটের আক্রমণটা বন্ধ ক'রে দিতে পারেন—তাতে আর আপত্তি কি ?

মামুক।—বাস্—বাস্—বাস্—তবে রাজী—রাজী—রাজী—বাস্—এবার নাচি তাহলে মাকু !

মাকু।—প্রভু—থামুন—আর একটু থামুন—এবার কথা-টুকু শুনুন—

মামুক।—হাঁ—হাঁ—হাঁ—কথাটা কথাটা বল—বল—বল—কথাটা বল—কথাটা বল—কথাটা বল—শুনি—বল—বল—বল—বল—

মাকু।—হাঁ—তারপর মন্ত্রি মশাই বললেন—রাণী এতে খুব রাজী আছেন—তবে কথা এই—তোমার প্রভুকে কিন্তু রাণীকে বিবাহ করতে হবে—

মামুক।—য়্যাঁ—য়্যাঁ—য়্যাঁ—বিবাহ—বিবাহ—বিবাহ—সে কি—সে কি—সে কি—কথা ? সে কি কথা মাকু ? ফুঙ্গিকে কি বিবাহ ক'রতে আছে ? বিশেষ

আমি যখন ফুঙ্গিরাজ! লোকে বলবে কি—মনে করবে কি—তা তা তা তুমি এ সব কিছু—এ সব কিছু—বললে না—বিবাহ হতে পারে না—কখনো হতে পারে না—তা বললে না? য়্যাঁ-য়্যাঁ—য়্যাঁ—বললে না—মাকু, এ কথা বললে না?

মাকু।— বলিনি? হাজার বার বলেছি— কিন্তু তাঁরা তাতে রাজী হলেন না;—মন্ত্রিমশাই তবে বললেন— বিবাহে তোমার প্রভুর আপত্তি কি? ও তো আর লোক জানিয়ে বিবাহ হচ্ছে না—চুপি চুপি গোপনে বিবাহ হবে—কাক চিলেও জানতে পারবে না— সহরের শেষ দিকে— পাহাড়ের গায়ে রাণীর যে বাগানবাড়ী আছে—সেই খানেই বিবাহ হবে- আর বিবাহে মন্তরও ছাড়বে না- তাদের পুরোতও থাকবে না -কেবল মালাবদল হয়েই শেষ—

মামুক।—বেশ-বেশ-বেশ— মালাবদল—মালাবদল— বাহোবা—ঐটি বেশ—ঐটি বেশ-বিবাহটা খারাপ হলেও—মালাবদলটা— খাসা—খাসা—খাসা-হাঁ— তারপর-তারপর—তারপর-

মাকু।—হাঁ—তারপর-বিবাহ হয়ে গেলেই—রাণী চির-কুমারী থাকবেন বলে রাজ্যে ঘোষণা করে দেবেন— আর ভেতরে ভেতরে গোপনে গোপনে আপনার সঙ্গেই ঘরকন্না করবেন—

মামুক।—তোফা—তোফা—তোফা—কথা,—বেশ কথা—বেশ কথা; আমি এতে রাজী—রাজী—রাজী—এসো এবার নাচি—নাচি—এসো এসো—নাচি—দুজনে নাচি—

মাকু।—থামুন—থামুন—থামুন—অত উতলা হবেন না—ওই দেখুন কারা আসছে—বোধ হয় রাণীর সঙ্গিনী—আপনাকে নিতে এসেছে—

মামুক।—তাই নাকি—তাই নাকি—তাই নাকি—বাহোবা বাহোবা বাহোবা—মাকু মাকু মাকু—কপাল খুলে গেছে—বাস্ বাস্ বাস্—এবার আমি রাজা—রাজা—রাজা আর তুমি আমার মন্ত্রি—

(দুইজন পুরবালার প্রবেশ।)

পুরবালাদ্বয়।—প্রভু! অভিবাদন করি!

মামুক।—খবর কি—খবর কি—বল—বল—বল—বাহবা মাকু—এরাও দেখতে দিব্যি!

১ম পুর।—প্রভু! রাণীমা বাগান-বাড়ীতে গিয়েছেন—

মামুক।—য়্যাঁ—তাই নাকি—তাই নাকি—তাই নাকি! গিয়েছেন—গিয়েছেন—গিয়েছেন—বাস্ বাস্ বাস্—তবে আমিও যাই আমিও যাই আমিও যাই—

২য় পুর।—আপনাকে সেখানে নিয়ে যাবার জন্যই আমরা এসেছি—

মামুক।—বটে! বটে! বটে। তা বেশ—বেশ—

বেশ—মাকু মাকু—দেখছো—দেখছো—রাণী আমাকে চেনে কি না—দেখছো—সৈন্য না পাঠিয়ে সখি পাঠিয়েছে— দেখছো— তা তা তা— দেখো— দেখো—দেখো—তোমরা নাচতে পারো—নাচতে পারো? —আমার সঙ্গে একবার নাচ না—নাচ না—নাচ না!

১ম পুর।—আপনি নাচবার জন্য ব্যস্ত হচ্ছেন কেন—রাণীমা সেখানে নাচবার খুব চমৎকার ব্যবস্থা করেছেন—

মামুক।—য়্যাঁ—তাই নাকি—তাই নাকি—তাই নাকি—নাচবার ব্যবস্থা হয়েছে—মাকু—মাকু—মাকু শুনছ—শুনছ—শুনছ?

মাকু।—শুনছি—খুব শুনছি—কিন্তু একটু ভয় পাচ্ছি!

মামুক।—ভয়— ভয়— ভয়— কেন—কেন—কেন—ভয় কেন—ভয় কেন?

মাকু।—নাচ দেখে আপনিও পাছে রাণীকে নিয়ে নাচ জুড়ে দেন এই জন্য!

২য় পুর।—প্রভু! তাহলে আসতে আজ্ঞা হয়, তঞ্জাম তৈরী—

মাকু।—চল-চল-চল-চল—তোমরা দুটিতে কিন্তু আমার পাশে থাকবে, সরতে পারবে না—দুই পাশে দুজনে—চলো—মাকু পেছনে—পেছনে—তুমি পেছনে—চল—চল—চল— [সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

বিবাহ-সভা।

বীভৎস পরিচ্ছদে মুখোসধারী তুলালচাঁদ—অবগুণ্ঠনে বদন ঢাকিয়া উপবিষ্ট,—বীভৎসবেশা সখিগণও এইভাবে কক্ষের চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মানা।

(পুরবালাদ্বয়ের সহিত মামুক ও মাকুর প্রবেশ।)

১ম পুর।—ঘরখানি কেমন সাজান হ'য়েছে বলুন দেখি!

মামুক।— চমৎকার—চমৎকার—খাসা—খাসা—খাসা—তা তা তা রাণী কই—রাণী কই—রাণী ক

২য় পুর।—ওই যে রাণী আপনার সামনে আসনে বসে রয়েছেন—দেখতে পার্চ্ছেন না! তবে এখন ঘোমটায় মুখ ঢেকেছেন বটে—

মামুক।—কেন-কেন—কেন—ঘোমটা কেন? ঘোমটা কেন? এদেশে তো ঘোমটার রেওয়াজ নেই- তবে তবে—তবে—ঘোমটা কেন—ঘোমটা কেন?

১ম পুর।—বিবাহের সময় এটা হচ্ছে এখানকার প্রথা;—তা ছাড়া আরো একটু কথা হ'চ্ছে এই—ছেলেবেলা থেকে রাণী আপনার কোলে মানুষ হয়েছেন- আপনাকে বাপের মতন ভেবে এসেছেন—এখন সেই আপনিই এসেছেন, তাঁকে বে করতে! কাজেই রাণীর মনে এখন একটু লজ্জা হয়েছে!

মামুক।—কেন-কেন-কেন—লজ্জা কেন—লজ্জা কেন—এ রকম তো হ'য়েই থাকে—এ রকম তো হয়েই থাকে—তা তা তা—তাতে আর লজ্জা কি—তাতে আর লজ্জা কি—

১ম পুর।—হাঁ—তা ঠিক কথা,—এতে আর লজ্জা কি! কাজটাও তো তেমন বিশেষ কিছু অন্যায় নয়—মনের একটা ভাব বদলান বৈত নয়!—এখন আপনি এক কাজ করুন—এই মালা ছড়াটী আগে রাণীর গলায় পরিয়ে দিন,—তারপর হাসতে হাসতে রাণীর ঘোমটা খুলে দিন—

মামুক।—বেশ—বেশ—বেশ—বেশ—বেশ কথা—বেশ কথা—দাও—দাও—দাও—মালা দাও (মালা গ্রহণ) বেড়ে মালা—দিব্য মালা—তা তা তা—মালা আমি ওর গলায় দোব—না—উনি আমার গলায়—তা তা তা—উনি দিলেই—

১ম পুর।—উনি তো দেবেনই; আগে আপনি ওঁর গলায় মালা দিন—ঘোমটা খুলুন—তারপর উনি আপনার গলায় মালা দেবেন—

মামুক।—তাই নাকি—তাই নাকি—তাই নাকি? আচ্ছা—আচ্ছা—আচ্ছা—আমিই আমিই আমিই তাহ'লে আগে মালা চড়াই বাস্—(অগ্রসর হইয়া)—প্রাণেশ্বরী—প্রাণেশ্বরী—তোমার গলায় আমার প্রেমের

মালা পরিয়ে দিলুম—(ছুলালচাঁদের গলায় মাল্যদান) মাকু-মাকু-মাকু—বেড়ে বলিছি—বেড়ে বলিছি—বেড়ে বলিছি—কি বলো—কি বলো—কি বলো—

২য় পুর।—এবার রাণীর ঘোমটা খুলুন—

মামুক।—হাঁ—হাঁ—হাঁ—ঠিক বলেছ—ঠিক বলেছ—ঠিক বলেছ—ঘোমটা—ঘোমটা—এবার খুলতে হবে—এই—এই-এই-এই—খুললুম ঘোমটা—বাস্—(ঘোমটা উন্মোচন) ওরে—বাবা—এ কেরে!

মাকু।—ও বাবারে!!

ছুলাল (বিকৃতস্বরে) প্রাঁণ বঁধু—প্রাঁণ বঁধু—প্রাঁণ বঁধু—এঁসেছ—এঁসেছ—এঁসেছ—ছুঁখিনী অবলা রাঁক্ষসীর হৃঁদয় বেঁদনা নিবাঁরণ কঁরতে এঁসেছ প্রিঁয়তম!—তোঁমার প্রেঁমের মাঁলার বঁদলে আঁমার প্রাঁণের মালা পঁর প্রাণনাথ (প্রকাণ্ড-এক লৌহ শৃঙ্খল গলায় অর্পণ।)

মামুক —।—উহুহুহুহু—মাকু—মাকু—মালার ভরে হুইয়ে পড়ি যে—ওরে বাবা—

মাকু।—দোহাই বাবা অবলা রাক্ষসী—আমার প্রভুকে ছাড়ান দাও—

১ম পুর।—ওলো— একি লো— রাণী দেখতে দেখতে রাক্ষসী হয়ে গেলো—

২য় পুর।—ওলো—পালিয়ে চল্— নইলে এখনি ঘড়

ভেঙে রক্ত খাবে—

উভয়ে।—চল্—চল্—পালাই চল্—

মামুক।—যেয়োনা - যেয়োনা— যেয়োনা— আমাদের ফেলে যেয়োনা—মাকু—মাকু—মাকু—

মাকু।—প্রভু— প্রভু— প্রভু— চোঁচা— চোঁচা— একদম চোঁচা দৌড়—আসুন—

উভয়ে।—এই চোঁচা দৌড়—

(লম্ফ দিয়া পলায়নের উপক্রম)—সঙ্গে সঙ্গে অবগুণ্ঠন খুলিয়া মুখোসধারিণী পুরবালাগণের প্রকাশ ও পথরোধ)

পুরবালাগণ।—হাঁ-হাঁ-হাঁ—কঁর কি—কঁর কি—কঁর কি—

মামুক, মাকু।—ওরে বাবারে—কোথায় এসেছি রে!

দুলাল।—এঁসো তো প্রাঁণবঁধু— এঁকবার যুঁগলমিঁলন কঁরি—(ধারণ)

মামুক।—উহুহুহুহু—মাকু—মাকু—দফা রফা রে বাবা— উহুহুহুহু—ছাড়ান দাও ছাড়ান দাও টেনো না—

দুলাল।—(জোর করিয়া পার্শ্বে স্থাপন পূর্ব্বক)—বাঁহবা— এঁকেই বঁলে যুগলমিলন!

পুরবালাগণ।—বাঁ—বাঁ—বাঁ! বেঁশ—বেঁশ - বেঁশ—

(গীত।)

বাহোবা—এদের যোট মিলেছে বেশ।
যেমন বর, তেমনি ক'ণে, কেউ নয় নিরেশ॥
হাঁউ মাঁউ খাঁউ— ফুঁঙ্গির গঁন্ধ পাঁউ—

বরটি ওলো দিব্যি খাসা,
ওর হাড় নিয়ে তাই খেলব পাশা,
এই—এমনি করে মারব ঠাসা (চপেটাঘাত)
টানব ধরে মাথার কেশ। (কেশ ধরিয়া আকর্ষণ)
মালা ধরে টানলো ক'ণে,
চাবুক লাগা গ'ণে গ'ণে,
এক দুই তিন—এক দুই তিন—
আয় নাচি আয় ধিন্ ধিন্ ধিন্—গায়ে লাগাই ঠেস্।
পালাবে পাগল হ'য়ে এক নিমেষে ব্রহ্মদেশ॥

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

প্রাসাদ-কক্ষ।

মণিমালা।

মণি।—রাণীর আজ মুকুট উৎসব! তাই রাজ্য জুড়ে আমোদের তরঙ্গ ছুটছে—হাসির উল্লাস-বাতাসে ভেসে চলেছে! কিন্তু এ শোভা—এ আনন্দ কতক্ষণের জন্য! অগণ্য ব্রহ্মসৈন্য অদম্য উৎসাহে এ উৎসব ভঙ্গ ক'রতে আসছে! নির্ব্বানের আগে দীপ সতেজে জ্বলে ওঠে পতনের আগে অনেক নগরই এমন নিরুপম শোভা ধারণ করে! হা—চন্দ্রকেতু! তুমি এখন কোথায়? আমার সঙ্কটকালে তুমি এখানে আসবে—আশা

দিয়েছিলেন, এর চেয়ে অধিক সঙ্কটের সময় আর কি হতে পারে? তবে তুমি আসছ না কেন? তুমি না এলে—কে আমার ব্রতউদ্‌যাপন করবে?

(দামোদরের প্রবেশ।)

দামোদর।—রাজ্ঞি, সমস্ত প্রস্তুত; মন্দিরে মুকুট-উৎসবের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছে; সকলে আপনার প্রতীক্ষা করছে; আর বিলম্ব অনাবশ্যক!

মণি।—গুরুদেব কোথায়?

দামোদর।—তিনি সমস্ত মাঙ্গলিক কার্য্য সম্পন্ন ক'রে মন্দিরে গিয়েছেন।

(নগররক্ষকের প্রবেশ)

নগর-রক্ষক।—মহারাণী—মহারাণী!

মণি।—সংবাদ কি তোমার—শীঘ্র বল!

নগররক্ষক।—বড়ই গুরুতর সংবাদ মহারাণী! বিনামেঘে বুঝি বজ্রাঘাত হয়—সীমান্তে ব্রহ্মসম্রাটের অসংখ্য সৈন্য উপস্থিত!

মণি।—কি—সীমান্তে শত্রুসৈন্য! এরই মধ্যে! মন্ত্রিবর বুঝছেন কি?

দামোদর।—এর আর বোঝা বুঝি কি? এতে স্পষ্টই জানা যাচ্ছে, আলংফারার সেই বিভ্রাট উপলক্ষ ক'রে মহারাণীর অভিষেক পণ্ড করবার জন্যই রাজা মিণ্ডন-মিনের এই অভিযান!

মণিমালা।—আমার অভিষেক পণ্ড ক'রতে মিণ্ডনমিনের কি অধিকার মন্ত্রিবর ?

দামোদর।—স্বেচ্ছাচারী ব্রহ্মরাজ বাহুবলে ন্যায্য অধিকার লঙ্ঘন ক'রতে চায়! এ রাজ্যের স্বাধীনতা নাশ তার প্রাণের কামনা!

নগর-রক্ষক।—যদি ব্রহ্মরাজ্যের সৈন্যগণ আমাদের রাজ্যে প্রবেশ ক'রতে চায়, তাহ'লে তখন আমরা কি করব?

মণি।—আমরা নিশ্চয়ই কাতরকণ্ঠে তাদের কৃপা ভিক্ষা করব না—অস্ত্রে অস্ত্রে ঝঞ্ঝনা উপস্থিত হবে।

দামোদর।—নিশ্চয়! বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্রপরিমিত স্থানে শত্রুকে প্রবেশ ক'রতে দেওয়া হবে না!

নগর-রক্ষক।—কিন্তু শত্রু অগণ্য, সংখ্যায় আমরা মুষ্টিমেয়; এ অবস্থায় আমাদের কি আশা আছে ?

মণি।—হয়তো কোনো আশাই নাই! কিন্তু সেই ভয়েই কি আমরা নতজানু হয়ে যুক্ত করে তাদের কৃপা ভিক্ষা করব ? শত্রু এসে দস্যুর মতন আমার রাজ্যে প্রবেশ করছে—তাই দেখবো ? না—তা হবে না! আমার সাহায্যের জন্য যতক্ষণ পর্য্যন্ত একটি সৈন্য বেঁচে থাকবে—ততক্ষণ যুদ্ধ চলবে!

দামোদর।—সম্মুখে তো এই বিপদ; আপনার মুকুট উৎসব কি এখন স্থগিত রাখা হবে ?

মণি।—তাহলে দাম্ভিক ব্রহ্মরাজ মনে করবে—তার ভয়ে

আমরা একেবারে অভিভূর্ত হ'য়ে পড়েছি,—না—উৎসব এখনি শ্রেয়ঃ! উৎসবের পর আমি নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে যাবো; যুদ্ধান্তে হয় রাজ মুকুটের ওপর বিজয় মুকুট ধারণ ক'রে গর্ব্বভরে প্রাসাদে ফিরে আসবো—নাহয়—রাজমুকুটের সঙ্গে পঙ্গের রাজ-গৌরব ইরাবতীর জলে চিরদিনের মতন বিসর্জ্জন দোব!

[সকলের প্রস্থান]

—•—

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

প্রাসাদ-সংলগ্ন পথ।

(শৃঙ্খলাবদ্ধ পদে লাফাইতে লাফাইতে
মামুক ও মাকুর প্রবেশ।)

মামুক।—উহুহুহু—মাকু—মাকু—উহুহুহু—

মাকু।—উহুহুহু করলে এখন আর চলবে না প্রভু—এখন হনুমানের মতন হুপ হাপ্ বুলি ঝাড়ুন—নইলে পিটে পটাপট্ চাবুক কশাবে—বুঝেছেন—ওই আসছে!

মামুক।—য়্যাঁ-য়্যাঁ-য়্যাঁ— তাইত তাইত্-তাইত— কি বললে—কি বললে—কি বললে—হাঁ-হাঁ-হাঁ—হুপ-হাপ-হুপ-হুপ—এই হুপ্—(লম্ফ)

মাকু।—এই হাপ্। (লম্ফ)
মামুক।—এই হুপ্। (লম্ফ)
মাকু।—এই হুপ্! (লম্ফ)
উভয়ে। হুপ্—হাপ্! (উভয়ের একত্রে লম্ফ)

(বালকগণের প্রবেশ।)

বালক।—বাঃ বাঃ বাঃ—হুপ হাপ্ করে লাফ দেয় ছুটো
হনুমান। দাও দাও দাও এনে দাও কলা মর্ত্তমান॥
লাগাও চাবুক (চাবুক দ্বারা প্রহার)

মামুক, মাকু।—উহুহুহুহু! উহুহুহুহু—

বালকগণ।—আবার উহুহুহুহু—লাগাও চাবুক!

মাকু, মামুক।—হুপ্-হাপ্—হুপ্-হাপ—হুপ হাপ!!

মামুক।—দোহাই বাবা সকল—এবার ছাড়ান দাও—

মাকু।—দোহাই তোমাদের—এবার ছাড়ান দাও—

মামুক।—উহুহুহু—খুব হয়েছে! চোখ এইবার খুলে গেছে। আমার এই শাস্তি দেখে, আমার মতন যে সব বক ধার্ম্মিক ধর্ম্মের নামে পাপের লীলা করে বেড়ায়—তাদেরও চোখ খুলে যাবে। বেশ শাস্তি, খাসা শাস্তি, আর লোকালয়ে নয়—লোকালয়ে নয়—

মাকু।—না প্রভু, আর লোকালয়ে নয়, এবার গাছের ডালে উঠি চলুন!

(লাফাইতে লাফাইতে মাকু ও মামুকের প্রস্থান)
(কশাঘাত করিতে করিতে বালকগণের পশ্চাদগমন)

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

উৎসব-মঞ্চ।

সিংহাসনে মণিমালা,—পার্শ্বে চামরধারিণীগণ, রাণীর সঙ্গিনীগণ, দামোদর, গোবিন্দগিরি, সেনানীগণ, অমাত্যগণ, রক্ষিগণ, নাগরিকগণ, মুকুট ও রাজদণ্ডবাহিকা।

গোবিন্দগিরি।—রাজ্ঞী! তোমার মুকুট উৎসবের সমস্ত মাঙ্গলিক কার্য্য সম্পন্ন হয়েছে,—এইবার তুমি তোমার পিতৃদত্ত রাজমুকুট ধারণের অধিকারিণী!

দামোদর।—রাজ্ঞী! এক বৎসর পূর্ব্বে আপনার পিতৃদেবের কাছে আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেম, আজ নির্ব্বিঘ্নেতা পূর্ণ হল বলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি! এই নিন মা মহারাণী, আপনার পিতৃদত্ত রাজ-মুকুট—সম্বৎসর ধরে যাকে আমি প্রাণপণে রক্ষা করে এসেছি! গুরুদেব! আপনি এই পুণ্য-মুকুট-মন্ত্রপূত ক'রে মহারাণীর মস্তকে স্থাপন করুন!

(গোবিন্দগিরির হস্তে মুকুট অর্পণ।)

গোবিন্দ।—রাজ্ঞী! পঙ্গের অধিকারিণী, প্রজামণ্ডলির জননী স্বরূপিণী! শুভক্ষণে এই পুণ্যমুকুট মস্তকে ধারণ করে লক্ষ্মীর ঐশ্বর্য্য—শচীর সৌভাগ্য—

সরস্বতীর যশো-গৌরব উপভোগ করো!

সকলে।—জয় মা—মহারাণী! জয় মা—পঙ্গেশ্বরী!!

(গোবিন্দগিরি মুকুট প্রদানে উদ্যত—সহসা মহাবাণ্ডুলা, মজালিন্দ ও মঘ-সেনানীগণের প্রবেশ।)

মহা।—দাঁড়াও ব্রাহ্মণ! কার মস্তকে মুকুট অর্পণ করছ! কে তোমাদের পঙ্গেশ্বরী? পঙ্গেশ্বর ইনি; এঁরই মস্তকে মুকুট প্রদান করো! (মজালিন্দকে নির্দ্দেশ)

মণি।—মন্ত্রিবর, এই বর্ব্বরের দল আমাদের উৎসব পণ্ড করতে এসেছে! এখনই অনধিকার চর্চ্চাকারী তুর্ম্মতীকে বন্দী করে কারাগারে পাঠিয়ে দাও!

মহা।—কি! তুমি আমাকে বন্দী করে কারাগারে পাঠাতে চাও! এখনো তোমার এত সাহস—এত স্পর্দ্ধা! আমি আর তোমার ভয়ে ভীত নই—তোমার আজ পতন নিশ্চিত! পঙ্গের প্রজাগণ! সকলে শোনো—সর্ব্বসাধারণ উৎকর্ণ হয়ে শোনো—মহামান্য ব্রহ্মসম্রাট সুবর্ণ মুখে আদেশ করেছেন—এই রমণীকে—যাকে তোমরা এখন রাণী বলে সম্বোধন করছ—এই দণ্ডে সিংহাসনচ্যুত করে বীরশ্রেষ্ঠ মজালিন্দকে পঙ্গের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা হবে।

মজালিন্দ।—সুতরাং পঙ্গের সিংহাসনে এই রমণীর আর কোনো অধিকার নাই! ব্রহ্মের প্রবল প্রতাপ সম্রাট খড়্‌গস্বামী সুবর্ণ-চরণ প্রভু মিণ্ডনমিনের আদেশে

আমি এই সিংহাসন অধিকার করতে এসেছি; এখনি আমি এই রমণীকে অপসারিত করে এই সিংহাসন অধিকার করতে চাই!

দামোদর।—রাণীর সিংহাসন-রক্ষীরাও দুর্ব্বল করে তরবারি ধারণ করে উৎসব-মন্দিরে উপস্থিত হয় নি—একথা রাজা মিগুনমিনের নির্ব্বাচিত নরপতির জানা উচিত!

মজালিন্দ।—শোনো দামোদর—এখন আমি তোমার রাজা, আমার আদেশ পালন করো তুমি; এখনই এই রমণীকে বন্দী করো—

দামোদর।—যে অকৃতজ্ঞ নরাধম একদিন রাণীর দাসানুদাস ছিল—অপরাধ করে রাণীর অনুগ্রহে মুক্তি পেয়েছিল, তার মুখে একথা বড় চমৎকার শোনাল! বিশ্বাসঘাতক! আমার ওপর ও আদেশ কেন? সাধ্য থাকে এগিয়ে এসো—রাণীকে তুমিই বন্দী করো!

মণি।—মন্ত্রিবর! পদচ্যুত ভৃত্যের সঙ্গে কেন বৃথা বাদ প্রতিবাদ করছ! এখনই ওই নির্ব্বাসিত বিশ্বাসঘাতককে আমার অধিকার থেকে তাড়িয়ে দাও!

মহা।—তুমি সাবধানে কথা কও! তোমার এত দর্প কিসের! তুমি রাণী নও—বেশ্যা! তোমার আবার বড়াই কেন!

(দুলালচাঁদের প্রবেশ)

দুলাল।—সাবাস্! সাবাস্! সাবাস্ কথা বলেছ! দেখছ না—কথা শুনে সকলে একদম চুপ মেরে গেছে! নিশ্বাসের শব্দ পর্য্যন্ত শোনা যাচ্ছে! আমি যে এত বড় মাতাল—আমারো নেশা ছুটে গেছে! কোন্ মুখে কথাটা বলেছ—চাঁদ! দেখি—দেখি—মুখখানা দেখি—সাবাস্! বড় খুসী হয়েছি যাদু—তাই বখশিস্ দিতে এসেছি—এই নাও—এইনাও—বখশিস্ নাও—

(মহাবাগুলার বক্ষে ছুরিকাঘাত।)

মহা।—ওঃ—হো হো হো—উঃ—

দুলাল।—য়্যা—পড়ে গেলে! বখশিস্ নিয়েই কুপোকাৎ হলে! নাও—নাও—আবার নাও—আবার নাও—আবার নাও— (পুনঃ পুনঃ ছুরীকাঘাত)

মহা।—ওঃ—হোঃ-হোঃ-হোঃ—ভাই—মজালিন্দ—প্র—তি—শো—ধ—উঃ—(মৃত্যু)

মজালিন্দ।—ব্রহ্ম সম্রাটের দোহাই ভাই সব! আমাদের চখের ওপর মহাবাগুলাকে খুন করে ফেললে! উঃ প্রতিশোধ—প্রতিশোধ—প্রতিশোধ—

মঘগণ।—প্রতিশোধ—প্রতিশোধ—খুনের বদল খুন চাই!

দুলাল।—আয়—আয়—খুনের বদল খুন কে নিবি এগিয়ে আয়—খুন আমার কাঁধের ওপর চেপে বসেছে—মাতাল আজ মেতে উঠেছে—আয় এগিয়ে—ভুঁড়ি একদম ফাঁসিয়ে দেব—

দামোদর।—দুলালচাঁদ! স্থির হও, রাণীর কাছে গিয়ে মাপ চাও,—রাণীর রক্ষক আমরা আছি—তুমি শীঘ্র

হও! পঙ্গের পুত্রগণ! তোমাদের রাণীর রক্ষার জন্য তোমাদের তরবারির সাহায্যে প্রার্থনা কচ্ছি!

হিন্দুগণ।—জয় মা মহারাণী! (তরবারি নিষ্কাসন)

মজালিন্দ।—সুবর্ণ চরণ খড়্গস্বামী—সম্রাটের দোহাই—প্রতিশোধ নাও মঘগণ!

মঘগণ।—জয় প্রভু খড়্গ স্বামী—(তরবারি নিষ্কাসন)

[উভয় পক্ষের যুদ্ধোদ্যম]

(নেপথ্যে রণবাদ্য—তূর্য্যধ্বনি, শরীররক্ষীগণসহ মিগুনমিনের প্রবেশ)

মিগুনমিন।—স্থির হও, স্থির হও—যুদ্ধের মালিক খড়্গস্বামী সম্রাট স্বয়ং—স্বয়ং—স্বয়ং হাজির! সকলে দেখতে পাচ্ছ—আমি স্বয়ং হাজীর! সুবর্ণকর্ণে—আবেদন গিয়ে পৌঁছেছে—যুদ্ধের মালিক স্বয়ং এসেছে—কাজেই আর যুদ্ধ নয়—যুদ্ধ নয়—

মঘগণ।—দোহাই খড়্গস্বামী—দোহাই সম্রাট। (অভিবাদন)

দুলাল।—(রক্তসিক্ত ছুরিকা মুছিতে মুছিতে রাণীর সিংহাসনপার্শ্বে জানু পাতিয়া আমার অপরাধ—

মিগুনমিন।—এই-ও—বদমাস—পাজি! তোমার কোনো কথা এখন সুবর্ণকর্ণে পৌঁছবে না—তুমি—তুমি—তুমি আমার একজন সেনাপতিকে খুন—খুন—খুন করেছ, তোমাকেও—তোমাকেও খুন করা হবে—তোমার অপরাধের ক্ষমা নেই—ক্ষমা নেই—ক্ষমা নেই—

দুলাল।—বাহোবা! গাঁয়ে মানে না যাকে, সে আপনিই মোড়ল হতে আসে।—যেদিন পঙ্গের প্রজা মঘের

রাজার কাছে মাপ চাইবে—সেদিন ইরাবতীর জল তলা ফুটে পাতালে পালিয়ে যাবে! আমি তোমার কাছে মাপ চাইতে বসিনি,—আমি আমার রাণীর কাছে মাপ চাইছি! রাণী! যে পাষণ্ড তোমার পবিত্র নামে কলঙ্ক দিচ্ছিল—তাকে আমি তার প্রতিফল দিয়ে শান্তিভঙ্গ ক'রেছি—তাই তোমার কাছে আমি মাপ চাইছি!

মণিমালা।—কেন তুমি মাপ চাচ্ছ' তুলালচাঁদ! রাজদ্রোহীকে বধ ক'রে তুমি কিছুমাত্র অন্যায় করনি—তোমার কোনো অপরাধ হয়নি।—তোমার ক্ষমা ভিক্ষার কোনো আবশ্যক নেই!

মিণ্ডনমিন।—সেনাপতি! শুনছ শুনছ, এদের কথাবার্ত্তাগুলো সব শুনছ! বিদ্রোহ-বিদ্রোহ-বিদ্রোহ! আর ক্ষমা নয়—মেয়েটীকে দেখে মনে মায়া হয়েছিল—কিন্তু আর নয়—আর মায়া নয়—মেয়েটীকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দিতে হবে!

দামোদর।—জানতে পারি কি সম্রাট—কোন যুক্তিতে?

মিণ্ডনমিন।—যুক্তি—-যুক্তি— যুক্তি—-হাঁ—হাঁ— হাঁ, তা ব'লতে পার তা ব'লতে পার—যুক্তি একটা দরকার বটে! মজালিন্দ—এরা যুক্তি জানতে চায়—তবে একটা যুক্তি চাই! আচ্ছা—আচ্ছা—বাস্—বাস্—যুক্তি হয়েছে—যুক্তি হয়েছে; যুক্তি হচ্ছে এই—তোমরা তুজনেই যখন সিংহাসনের দাবী ক'রছ—তখন তুজনে এইখানে লড়াই আরম্ভ ক'রে দাও,—

লড়ায়ে জীত যার—রাজ্য তার—বাস—কেমন মজালিন্দ! রাজী আছ তো?

মজালিন্দ।—সম্রাট! আমি যোদ্ধা হ'য়ে নারীর সঙ্গে কেমন ক'রে যুদ্ধ ক'রব, তাতে যে লোকে আমাকে কাপুরুষ ব'লবে!

মিগুনমিন।—ঠিক—ঠিক—ঠিক! ঠিক কথা বলেছ তুমি! আচ্ছা—আচ্ছা—আচ্ছা—মেয়েটীর বদলে—ওর ইচ্ছামত যে কোনো পুরুষ তোমার সঙ্গে লড়াই করুক; কেমন—কেমন—এতে তুমি রাজি তো—

মজালিন্দ।—সম্রাট! এ সব হাঙ্গামায় গিয়ে—

মিগুনমিন।—চোপরাও—মজালিন্দ! এ আমার হুকুম—হাঙ্গামা নয়—সিংহাসনে ব'সতে হ'লে হাঙ্গামা সইতে হয়—হাঙ্গামা সইতে হয়—বুঝেছ? কেমন—কেমন আমার যুক্তি তোমাদের পছন্দ হ'য়েছে তো—বীরের মতন—মানুষের মতন—পুরুষের মতন যুক্তি দিয়েছি! এখন তোমাদের রাণীর হ'য়ে যে লড়াই ক'রবে—তাকে ডাকো।

মজালিন্দ।—(স্বঃ) এখানে এমন কোনো যোদ্ধা নেই—দ্বন্দ্বযুদ্ধে যে আমার সমকক্ষ হয়; তবে এ যুদ্ধে ভয় কি! সুন্দরি! হয় তুমি সিংহাসন ছেড়ে দাও, না হয় তরবারির সাহায্যে তা রক্ষা করো; তোমার হ'য়ে কে আমার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রবে—তাকে প্রস্তুত হ'তে বলো; আমি তাকে সদর্পে আহ্বান ক'রছি!

(চন্দ্রকেতুর প্রবেশ।)

চন্দ্র।—আমিও তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ক'রতে এসেছি!

মজালিন্দ।—অ্যাঁ—ওঃ—তুই—সাবাস! তোকে যদি আমি পাই—তা হ'লে আর কাউকে চাই না!

গোবিন্দ।—জগদীশ্বর! ধন্য তুমি; রাণী! চন্দ্রকেতু এসেছেন।

মজালিন্দ।—সম্রাট! এ ব্যক্তিই মণিপুরের চন্দ্রকেতু!

মিগুনমিন।—চন্দ্রকেতু! এই এই লোকই কি সেই মঘ-দ্বেষী—চন্দ্রকেতু?

চন্দ্র।—হাঁ সম্রাট—আমিই মণিপুর-সেনাপতি চন্দ্রকেতু,—আমি এই রাণীর গুণমুগ্ধ বন্ধু; ইনি বিপন্না শুনে—মণিপুরের বিপুলবাহিনী নিয়ে এঁকে সাহায্য ক'রতে এসেছি—সম্রাট আজ এই উৎসব-মন্দিরে অনধিকার প্রবেশ ক'রলেও—সম্রাটের যুক্তি অতি সঙ্গতই হয়েছে, আমি এই যুক্তির সমর্থন করি—তাই আমিই রাণীর প্রতিনিধি হ'য়ে এই মজালিন্দের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে চাচ্ছি!

মিগুনমিন। বেশ—বেশ—বেশ—বেশ ব'লেছ তুমি—তাহ'লে—তাহ'লে—এই লড়াইয়ের ফলাফলের ওপ-রেই সিংহাসনের দাবী নির্ভর কচ্ছে—এ কথায় তুমি সম্মত আছ—সম্মত আছ—সম্মত আছ?

চন্দ্র।—হাঁ, সম্মত আছি।

মণিমালা।—কিন্তু আমি এ প্রস্তাবে সম্মত নই!

চন্দ্র।—সে কি!—(জনান্তিকে) মণি! মণি! কি ব'লছ তুমি—কেন আপত্তি ক'রছ—আমার জন্য চিন্তা ক'র

না—বিধাতা তোমার প্রতি বিমুখ নন—সম্মতি দাও মণি—

মণিমালা।—দোহাই তোমার চন্দ্রকেতু—এ অনুরোধ ক'র না আমাকে—আমি সিংহাসন চাই না!

চন্দ্র।—কিন্তু আমি যে কথা দিয়েছি মণি—এরা আমাকে মিথ্যাবাদী ব'ললে—তুমি কি সুখী হবে!

মজালিন্দ।—মণিমালা! হয় তুমি সিংহাসন ছেড়ে দাও—না হয়—যুদ্ধে মত দাও—আমরা আর বিলম্ব ক'রতে প্রস্তুত নই!

চন্দ্র।—শুনছ শুনছ মণি, আমার অনুরোধ—সম্মতি দাও—

মণিমালা—বেশ তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্। (প্রকাশ্যে) —বীরশ্রেষ্ঠ চন্দ্রকেতুর প্রস্তাবে আমি সম্মত হলুম!

হিন্দুগণ।—জয় মা মহারাণী! জয় মা মহারাণী!

মিগুনমিন।—বাস্—বাস্—বাস্—এইবার—এইবার—যুদ্ধ আরম্ভ ক'রে দাও; মজালিন্দ! এগিয়ে যাও তুমি!

মজালিন্দ।—প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াও বীর!

চন্দ্রকেতু।—আমি প্রস্তুত হয়েই অপেক্ষা ক'রছি!

(রণবাদ্য;—উভয়ের অসিযুদ্ধ;—মজালিন্দ আহত,—বামহস্তে যুদ্ধ,—হস্ত হইতে তরবারি পতন,—প্রসারিত হস্তে কক্ষতলে মজালিন্দের অবসন্নভাবে উপবেশন)

চন্দ্রকেতু।—নিরস্ত্র পরাস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীকে বধ করা বীরের ধর্ম্ম নয়!—আমি একে বধ ক'রব না।

দামোদর।—এ যুদ্ধের নিয়ম এই—একজনকে বধ

ক'রতেই হবে ; যুদ্ধে পরাস্ত হ'লে তাকে বিশ্রামের অবসর দেবার নিয়ম নেই !

চন্দ্রকেতু।—এই মুহূর্ত্তেই আমি এর মস্তক দ্বিখণ্ডিত ক'রতে পারি,—কিন্তু আমি নিরস্ত্র শত্রুকে কখনই প্রহার ক'রব না।

গোবিন্দ।—একি নির্ব্বোধের মত কথা ! এখন দয়া বা উদারতা দেখাবার সময় নয় ; রাণীর সিংহাসন বিপন্ন, এখনি শত্রুনিপাত করো !

মণিমালা।—(সিংহাসন হইতে অবতরণপূর্ব্বক) না—না—বধ ক'র না—নিরস্ত্র বিপন্ন বীরকে বধ ক'র না ! মজালিন্দ—মজালিন্দ—ওঠ তুমি ; আমি তোমার প্রাণ ভিক্ষা দিচ্ছি—তোমাকে মার্জ্জনা ক'রছি—আমার সমস্ত রাজ্য তোমাকে দান ক'রছি—পঙ্গের সিংহাসন তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি—তুমি ওঠ—

মজালিন্দ।—কি—কি—কি—তুমি আমার প্রাণ ভিক্ষা দেবে—আর আমি সেই ভিক্ষালব্ধ প্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকবো—সংসারে সুখ উপভোগ ক'রব ? তুমি অনুগ্রহ ক'রে আমাকে তোমার রাজ্য ভিক্ষা দেবে—সিংহাসন ছেড়ে দেবে—আর আমি তাই মাথা পেতে গ্রহণ করবো ? তুমি কি—তুমি কি রাণী !—আমাকে এমনি কাপুরুষ মনে কর ? থাক—থাক—থাক—আর তোমাকে আমার ওপর অনুগ্রহ বর্ষণ ক'রতে হবে না—আমার সমস্ত সুখ মিটে গেছে ! বীরের কাজে এতকাল কাটিয়ে এসেছি—

আজ বীরের মতন ম'রছি! চাই না ক্ষমা! চাই না দয়া—চাই কেবল মৃত্যু—মৃত্যু—এই আমার যোগ্য মৃত্যু—

(তরবারি তুলিয়া লইয়া বক্ষে আঘাত—
পতন ও মৃত্যু)

মিগুনমিন।—সাবাস! সাবাস! সাবাস! সেনাপতি—সেনাপতি - শুনছ—শুনছ—এমন আমোদ অনেক দিন—অনেক দিন পাওয়া যায় নি,—বড় আনন্দ পেয়েছি আজ! রাণী ঠিক রাণীই বটে! যেমন তেজ—তেমনি দয়া - খাসা—খাসা—খাসা! এমন রাণীকে মেয়ে ব'লতে পারা যায় বটে, তাতে বুকখানা গর্ব্বে ফুলে ওঠে—রাণী—রাণী—রাণী—মা! তোমাকে প্রথম দেখেই আমার মনে কেমন একটা মায়া হ'য়েছিল—তাইতে লড়াইয়ের কথা ভুলে গিয়েছিলুম—তুমি ঠিক রাণী—সিংহাসনে তোমাকে ছাড়া আর কি কাউকে সাজে মা! যাও—মা—সিংহাসনে গিয়ে ব'সো—

দামো।—এই তো ঠিক সম্রাটেরই যোগ্য কথা! সম্রাট তা হ'লে আমাদের রাণীর মুকুট-উৎসব স্বীকার ক'রছেন?

মিগুন।—কেমন ক'রে স্বীকার ক'রব আমি! রাণী তো এখনো মাথায় মুকুট পরেন নি!

চন্দ্র।—রাণীর ব্রত এখনো পূর্ণ হয়নি সম্রাট!—এইবার পাঙ্গেশ্বরী মস্তকে বিজয়-মুকুট ধারণ ক'রে তাঁর জীবনের ব্রত উদ্‌যাপন ক'রবেন।

গোবিন্দ।—রাণী! এইবার মুকুট ধারণ করো—

মিণ্ডন।—দাঁড়াও-দাঁড়াও—মুকুট আমার হাতে দাও—আমি—আমি—আমি আমার মায়ের মাথায় মুকুট পরিয়ে দিতে চাই!—বল মা—বল রাণী-মা—আমি তোমার মাথায় মুকুট পরিয়ে দিলে—তোমার ব্রতের কি ক্ষতি হবে? বল—বল—মা—

মণি।—সে কি সম্রাট! আপনি আমার পিতৃতুল্য পূজ্য; আপনি যদি স্বহস্তে আমার মস্তকে মুকুট অর্পণ করেন, তাহ'লে পঙ্গের রাজগৌরব তার ঔজ্জ্বল্যে সমগ্র বঙ্গদেশ বিমোহিত ক'রবে।

মিণ্ডন।—আর আর সেই সঙ্গে—সেই সঙ্গে—ব্রহ্মের এই রাজার বুকখানাও যে উঁচু হ'য়ে উঠবে মা! মন্ত্রি—মন্ত্রি—দাও—দাও—মুকুট দাও—পঙ্গের রাজমুকুট—যা আমি ইরাবতীর জলে ফেলে দিতে এসেছিলুম—সেই মুকুট—সেই মুকুট—দাও—মন্ত্রি—

দামোদর।—এই নিন সম্রাট—রাণীর মহাব্রতের মহাপুষ্প!

(প্রদান)

মিণ্ডন।—মা! মা! রাণী-মা! এই তোমার মহাব্রতের মহাপুষ্প নাও মা—(মস্তকে মুকুট স্থাপন) কেমন মা হ'য়েছে—ব্রত তোমার পূর্ণ হ'য়েছে?

মণি।—সম্রাট—এতক্ষণে আমার ব্রত-উদ্‌যাপন হ'ল!

সকলে।—জয় মা মহারাণী!—জয় সম্রাট মিণ্ডনমিন!!

(নাতালীর প্রবেশ)

নাতালী।—সম্রাট! সম্রাট! য়্যাঁ—একি! এ কি দেখছি

—এ কি শুন্‌ছি! আমার ভাই—আমার ভাই—আমার মজালিন্দ শত্রুর প্রহারে ম'রে প'ড়ে র'য়েছে—ওই তোমার সেনানী মহাবাণ্ডুলার রক্তমাখা দেহ দেখ্‌তে পাচ্ছি—আর তুমি—তুমি—তুমি সম্রাট, হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছ—রাণী মণিমালার জয়ধ্বনি শুনছ—অথচ তুমি এসেছ অপমানের প্রতিশোধ নিতে—পঙ্গরাজ্য চূর্ণ ক'র্‌তে!—ধিক্!

মিগুন।—উঃ—উঃ—উঃ—সেনাপতি—সেনাপতি—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ক'র্‌ছ—এই স্ত্রীলোক আমাকে গালাগাল দিচ্ছে—উঃ—গালাগাল দিচ্ছে—তাই চুপ ক'রে শুন্‌ছ'? উঃ বিদ্রোহ—বিদ্রোহ—বিদ্রোহ—এখনি একে তাঞ্জামে চড়িয়ে—দেশে পাঠিয়ে দাও—দাও—দাও—

সেনাপতি।—চলো—চলো—চলো—

নাতালী।—কোথায় যাবো—কোথায় যাবো আমি—মজালিন্দ প'ড়ে রইল এখানে—

মিগুন।—মজালিন্দেরও দেহ যাবে সেখানে—সেনাপতি—নিয়ে যাও—

সেনা।—চল—চল—সম্রাটের হুকুম—

নাতালী।—মজালিন্দ—মজা—

সেনা।—চুপ্—চলো— (নাতালীকে লইয়া প্রস্থান।)

মিগুন।—চন্দ্রকেতু! তুমি—যোদ্ধা—যোদ্ধা—খুব যোদ্ধা

—খাসা যোদ্ধা তুমি—তোমার যুদ্ধ দেখে আমি খুসি হ'য়েছি! আমার সঙ্গে—শুনছ'—আমার সঙ্গে আর তোমার মণিপুরের বিবাদ নেই! আজ থেকে—বন্ধু—বন্ধু—বন্ধু—মণিপুরী আমার বন্ধু! চন্দ্রকেতু! আমি শুনিছি—তুমি রাণীকে ভালবাস—তা যদি হয় —আমার ইচ্ছা—আমার ইচ্ছা—শুনছ, আমার ইচ্ছা —তুমি রাণীকে বিবাহ ক'রে রাজা হও—তুমি আর রাণী—রাজা-রাণী হ'লে বেশ মানাবে—বেশ মানাবে —বেশ মানাবে—

গোবিন্দ।—সম্রাটের এ প্রস্তাব অতি সুন্দর!

মিগুন।—তবে—তবে—এসো বীর-এস চন্দ্রকেতু—আমি তোমাকে রাণীর পাশে বসিয়ে দিই! এসো, মা! এ আমার দান, গ্রহণ করো! ব'স রাজা, —রাণী তোমার পঙ্গের মুকুট মাথায় পরেছে, আর তুমি রাজা—আমার মুকুট মাথায় পরো!

(চন্দ্রকেতুর মস্তকে নিজের মুকুট প্রদান)

সকলে।—জয়—মহারাণী! জয়—মহাবীর চন্দ্রকেতু!!

মিগুন।—আজ থেকে মহারাণী মণিমালা আমার ধর্ম্মকন্যা! সেনানীগণ! মহাবাগুলা আর মজালিন্দের দেহ রাজধানীতে নিয়ে চলো—সেইখানেই—শুনছ'—সেইখানেই এদের সৎকার হবে—রাণী। মহারাণী! বিদায়!!

মণি।—সম্রাটের জয় হোক্!

(মিগুনমিন প্রভৃতির প্রস্থান, মহাবাণ্ডুলা ও মজালিন্দের দেহ লইয়া সেনানীদের প্রস্থান।)

গোবিন্দ।—পঙ্গেশ্বরীর ব্রত উদ্‌যাপন হয়েছে শুনে, পঙ্গের পুরবালাগণ সুসজ্জিত হয়ে রাণীর বিজয়-ঘোষণা ক'রতে আসছে; পঙ্গবাসী এবার নূতন রাজা রাণীর বিজয়-ঘোষণা করো।

সকলে।—জয় মহারাণী মণিমালা! জয় মহাবীর চন্দ্রকেতু!

পুরবালাগণের গীত

(ওলো) তোর সাধের ব্রত হ'ল উদ্‌যাপন।
সেঁধে কেঁদে প্রাণটি বেঁধে—
মিল্‌লো শেষে বুকের ধন॥
আকাশে ঐ হাস্‌ছে তারা,
ঢালে চাঁদ সুধার ধারা,
আপনহারা—পাগলপারা—
যে দেখে এই মধুর মিলন,
সাধের সাগর উজান বেয়ে—
দেখায় কেমন সোণার স্বপন॥

যবনিকা পতন।